চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 94 Sunday, 5 March, 2023 ✻ ২৮ বর্ষ, ৯৪ সংখ্যা ✻ ২০ ফাল্গুন, ১৪২৯, রবিবার, ৫ মার্চ, ২০২৩ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

কেষ্টকে রক্ষাকবচ দিল না হাইকোর্ট

দিল্লি নিয়ে যেতে পারবে ইডি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চঃ কলকাতা হাইকোর্টে জোর ধাক্কা অনুব্রত মণ্ডলের। খারিজ হয়ে গেল অনুব্রত মণ্ডলের আবেদন। অনুব্রত মণ্ডলকে কোনও আইনি রক্ষাকবচ দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। দিল্লি যাত্রা আটকাতে কোনও নির্দেশ দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। ফলে আপাতত গরু পাচার মামলায় গ্রেফতার অনুব্রত মণ্ডলকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা থাকছে না। শুধু যে জামিনের আবেদন খারিজ হয়েছে তাই নয়, এর পাশাপাশি দিল্লিতে এবং কলকাতায় একই আবেদন কেন? সেই প্রশ্নে তথ্য গোপনের জন্য এক লাখ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। দু'টি আদালতে একই ধরনের আবেদন করার জন্য এই জরিমানার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। শারীরিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে অনুব্রত মণ্ডলকে দিল্লি নিয়ে যেতে হলে, ইডি আধিকারিকরা তাঁকে বিমানে করে নিয়ে যাবেন। কলকাতায় কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকা হাসপাতালের চিকিৎসকরা অনুব্রত

মণ্ডলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ফিট সার্টিফিকেট দিলে, তারপরে ইডির গোয়েন্দারা তাঁকে নিয়ে দিল্লি যেতে পারবেন, জানিয়েছে হাইকোর্ট। প্রসঙ্গত, অনুব্রত মণ্ডলকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। কিন্তু আইনি জটিলতার কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। দিল্লিযাত্রা ঠেকাতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছিলেন অনুব্রত মণ্ডলে আইনজীবীরাও। অনুব্রত মণ্ডলের শারীরিক অসুস্থতার কথা উল্লেখ করে আসানসোল আদালতের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন কেষ্টর আইনজীবীরা। উল্লেখ্য, এর আগে গতকাল আসানসোল আদালতে অনুব্রত মণ্ডলকে যখন ভার্চুয়ালি পেশ করা হয়েছিল, সেখানে বীরভূমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা নিজের শারীরিক অসুস্থতার কথা জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ফিসচুলার সমস্যার কথা। প্রসঙ্গত, এদিন হাইকোর্টে অনুব্রতর আইনজীবীর তরফে দাবি করা হয়, দিল্লিতে মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে গ্রেফতার করা হবে না বলে ইডি একাধিকবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তারপরও কেন গ্রেফতার করা হল এবং কেন দিল্লি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন দিল্লির আইনজীবী। আর এই প্রশ্ন করতেই হাইকোর্টে জোর ধমক খান অনুব্রতর আইনজীবী। আদালতে করা ইডি-র মৌখিক প্রতিশ্রুতি কেন রেকর্ড করানো হয়নি, তা নিয়ে ধমক দেন বিচারপতি।

জন বার্লার হস্তক্ষেপ দাবি রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চঃ রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গের বাগিচা শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া মেটাতে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বার্লার হস্তক্ষেপ দাবি করেছে। রাজ্যের আইনমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা মলয় ঘটক আজ দলের শ্রমিক সংগঠনের তরফে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বলেন দাবি না মানা পর্যন্ত বিক্ষোভ

কর্মসূচি চলবে। বাম সরকার চলে যাওয়ার সময় বাগিচা শ্রমিকরা দৈনিক ৬৭ টাকা করে মজুরি পেতেন। গত ১২ বছরে তা বেড়ে ২৩২ টাকা হয়েছে বলে তিনি জানান। ত্রিপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়িত হলে শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজ্য সরকারের সাত আটটি প্রকল্পের সুবিধা পাবেন বলে তিনি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য ভবিষ্যবিধিতে দুর্নীতি সহ মূলত চার দফা দাবিতে গত বুধবার থেকে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন চা বাগান এলাকা ও স্থানীয় বিধায়কদের বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে দলের শ্রমিক সংগঠন। আগামীকালও দার্জিলিং এবং আলিপুরদুয়ার জেলার মোট সাত জায়গায় এই বিক্ষোভ কর্মসূচি রয়েছে।

'ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমি এখন আরও বেশি আশাবাদী'

মোদির সঙ্গে বৈঠকের পরে বললেন বিল গেটস

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ চলতি সপ্তাহেই ভারত সফরে এসেছিলেন বিল গেটস। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও দেখা করেন তিনি। দীর্ঘক্ষণ তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। নিজের ভারত সফরের অভিজ্ঞতাই ভাগ করে নিলেন বিল গেটস। তিনি জানান, ভারত সফরের অন্যতম সেরা অংশ ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র সঙ্গে সাক্ষাৎ। বিজ্ঞান থেকে শুরু করে উদ্ভাবন, ভারত তথা বিশ্বে অসাম্য কমাতে কী কী বিষয় সাহায্য করতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা, এমনটাই জানিয়েছেন বিল গেটস। ভারত সফরের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়ে বিল গেটস বলেন, ''করোনা প্যান্ডেমিকের কারণে সুযোগ-সুবিধা তৈরি হতে পারে, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানান বিল গেটস। দেশ থেকে টিউবারকিউলোসিসের মতো বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রশংসা করেন তিনি। টিবি রোগীদের চিকিৎসা ও সুশ্রষার জন্য কেন্দ্রের তরফে টিবি রোগীদের 'দত্তক' নেওয়ার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা শুনে তিনি অভিভূত হয়েছেন বলেও জানান বিল গেটস। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিল গেটসের আলোচনায় একটি বড় অংশ ছিল শিক্ষা ব্যবস্থাও। করোনাকালে শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হলেও, ডিজিটাল ও অন্যান্য মাধ্যমের দ্বারা

বিগত তিন বছর আমি খুব একটা কোথাও যাইনি, তবে প্রধানমন্ত্রী মোদি ও আমি নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিলাম, বিশেষ করে করোনা টিকা তৈরি ও ভারতের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়। ভারতের অসাধারণ দক্ষতা রয়েছে সুরক্ষিত, কার্যকরী ও সস্তায় ভ্যাকসিন তৈরির করার। এরমধ্যে বেশ কিছু ভ্যাকসিন তৈরিতে গেটস ফাউন্ডেশন সহায়তা করছে। ভারতে তৈরি ভ্যাকসিন করোনাকালে লক্ষাধিক মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে এবং বিশ্বে অন্যান্য রোগ ছড়িয়ে পড়া থেকে প্রতিরোধেও সাহায্য করেছে।'' করোনাকালে টিকাকরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে যে কো-উইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছিল, তার প্রশংসা করে বিল গেটস বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী মোদির বিশ্বাস ছিল কো-উইন বিশ্বের জন্য মডেল হয়ে উঠবে। ওনার চিন্তাভাবনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ সহমত।'' করোনাকালে ভারতের ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার উন্নতি ও গতিশক্তি প্রোগ্রামের প্রশংসাও করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে বৈঠকে ভারতের জি-২০র সভাপতিত্ব পাওয়া এবং তার জেরে ভারতের সামনে কী কী যেভাবে পড়ুয়াদের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, তার প্রশংসাও করেন বিল গেটস। প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে আলোচনায় উঠে এসেছিল জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিও। বিল গেটস বলেন, ''বহু বছর ধরে আমরা জলবায়ু নিয়ে কাজ করছি। মিশন ইনোভেশনে ভারতও গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। ২০১৫ সালে আমরা এই উদ্যোগ শুরু করেছিলাম ক্লিন এনার্জির প্রচারের জন্য। আশা করছি আগামিদিনেও আমরা একসঙ্গে কাজ করব।'' চলতি সপ্তাহেই পুসায় ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ প্রতিষ্ঠানে গিয়েছিলেন বিল গেটস। সেখানে কৃষকদের উষ্ণ জলবায়ুতে কীভাবে চাষবাস করতে হয়, কোন ধরনের গম ও ছোলা বপন করলে তা খরা পরিস্থিতিতেও টিকে থাকতে পারবে, সে সম্পর্কে একাধিক তথ্য জানতে পেরেছেন বলে জানান তিনি। এমনকী, একটি গোদ ভরাই অনুষ্ঠানে তিনি মিলেটের খিচুড়ি খেয়েছেন বলেও জানান বিল গেটস। প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে কথা বলার পর ভারতের স্বাস্থ্য, উন্নয়ন ও জলবায়ু নিয়ে তিনি আরও আশাবাদী হয়ে উঠেছেন বলে জানান।

কৌস্তভকে জামিন দিল আদালত, ৮ ঘণ্টা হেফাজতের পর স্বস্তি

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতা থেকে উৎখাত না করা পর্যন্ত ন্যাড়া থাকব কৌস্তভ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চঃ আইনজীবী তথা কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচীকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ। শনিবার সকালে তাঁকে গ্রেফতারের কথা জানানো হয়েছে। শুক্রবার গভীর রাতে তাঁর ব্যারাকপুরের বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। অভিযোগ, 'বিনা কারণে' বড়তলা থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে। কৌস্তভের গ্রেফতারির পর কংগ্রেস এবং বাম আইনজীবীরা তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। প্রদেশ কংগ্রেস এবং বামমহল কৌস্তভের গ্রেফতারির কড়া নিন্দা করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, এই ঘটনা নিয়ে তাঁরা জাতীয় স্তরে আন্দোলন করবেন। পুলিশের বক্তব্য, কৌস্তভকে হুমকি এবং অশান্তি ছড়ানোর দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। শনিবার গ্রেফতারের সময় কোন ধারায় তাঁকে গ্রেফতার করা হচ্ছে, তা নিয়েও পুলিশের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় কৌস্তভের। সকালের দিকে পুলিশের নতুন বাহিনী যায় তাঁর বাড়িতে। পরে সেখানেই গ্রেফতার করা হয় এই আইনজীবী নেতাকে। গ্রেফতারির পর কৌস্তভ বলেন, ''বিনা কারণে আমায় হয়রানি করা হচ্ছে। এখানে আইনের শাসন নয়, শাসনের আইন চলছে। আমায় গ্রেফতার করায় আমার জয় হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ভয় পেয়ে গিয়েছেন!'' বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি উপনির্বাচনে কংগ্রেসের জয়ের পরে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন অধীরের কন্যার আত্মহত্যা এবং তাঁর গাড়িচালকের মৃত্যু নিয়ে তিনি 'অনেক কথা' জানেন। তিনি 'মুখ খুললে' বিপদ হবে! তার জেরেই শুক্রবার পাল্টা সাংবাদিক বৈঠক করেন কৌস্তভ। সেখানে তিনি তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন আমলা দীপক ঘোষের একটি বইয়ের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রীকে 'ব্যক্তি আক্রমণ' করেন বলে অভিযোগ। শনিবার কংগ্রেসের মুখপাত্র সৌম্য আইচ রায় জানান, সেই কারণেই কলকাতা পুলিশ কৌস্তভকে গ্রেফতার করেছে! কৌস্তভ তাঁর সাংবাদিক বৈঠকে জানান, তিনি দীপকের লেখা বইয়ের 'সফ্‌ট কপি' ছড়িয়ে দেবেন।

আরও বলেছিলেন, এর জন্য তাঁর বা তাঁর কোনও সতীর্থের কোনও ক্ষতি হলে তার জন্য 'দায়ী' থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। তিনি বলেছিলেন, ''দুটো হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দিয়েছি। দীপক ঘোষ মমতাকে নিয়ে যা লিখেছিলেন, তার সফ্‌ট কপি চাইলেই যে কেউ পাবেন।'' পাশাপাশিই তিনি দাবি করেছিলেন, ''মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য হুমকি ফোন আসছে। আমার বা আমার কোনও সতীর্থের কিছু হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়ী থাকবেন।'' ঘটনাচক্রে, তার পরেই তাঁর গ্রেফতারির ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজ্যের রাজনীতিতে বাম-কংগ্রেস আবারও কাছাকাছি আসতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। ইতিমধ্যেই অধীর বলেছেন, ''মুখ্যমন্ত্রী সমালোচনা সহ্য করতে পারেন না!'' বামপন্থী আইনজীবীরা বলেছেন, কৌস্তভের পাশে তাঁরা আছেন। তাঁর হয়ে তাঁরা লড়াই এবং আন্দোলন করবেন। পক্ষান্তরে, তৃণমূলের নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক বলেছেন, 'কৌস্তভ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন। ওঁর আগে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।'' এদিন কৌস্তভকে সকালে গ্রেফতার করে বটতলা থানায় নিয়ে আসা হয়। থানার বাইরে ছিলেন কংগ্রেস সমর্থকরা। অবিলম্বে তাঁকে মুক্তির দাবি তোলা হয়। এদিন দুপুর গড়াতে আলিপুর আদালতে নিয়ে আসা হয় কংগ্রেস নেতাকে। কৌস্তভের হয়ে এজলাসে ঢুকে পড়েন ১০০ জন আইনজীবী। তুমুল হট্টগোল শুরু হয় সেখানে। কৌস্তভের জামিনের জন্য আওয়াজ তোলেন তাঁরা। আদালত সূত্রে খবর, কিছুক্ষণ পরেই শুনানির মধ্যেই এজলাস ছেড়ে বেরিয়ে যান বিচারক। প্রায় ঘণ্টা খানেক কৌস্তভের গ্রেফতারি মামলার শুনানি স্থগিত ছিল। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ফের শুনানি শুরু হয়। কৌস্তভের হয়ে এদিন আদালতে সওয়াল করছেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। এরপর অবশেষে জামিন পান কৌস্তভ বাগচী। ১ হাজার টাকার বন্ডে জামিন পান তিনি। জামিন পেয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে উৎখাত করার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন কংগ্রেস নেতা ও আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী। জামিন পেয়ে আদালত চত্বর থেকে বেরিয়েই কৌস্তভ হুঁশিয়ারি দেন, এখনই আমি মাথার চুল কামাবো। যতদিন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে উখাত করতে পারব, আমার মাথায় চুল গজাবে না। শুধু মুখের কথা নয়, আদালত চত্বরেই নাপিত ডেকে মাথা ন্যাড়া করতে বসে পড়েন কৌস্তভ। একই সঙ্গে তিনি বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রীকে বাংলার মানুষ এবার আরও ভাল ভাবে চিনল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাতের ঘুম কেড়ে নেবো এবার। আরও কঠিন লড়াই আসছে। আদালতের লড়াইয়ে নাস্তানাবুদ করব। এটা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের জয়।'' আদালত চত্বরে মাথা ন্যাড়া করা পর কৌস্তভ ফের বলেন, ''স্বৈরাচারী শাসকরা এসবই করেন। এবার তাদের উৎখাত করার দায়িত্ব আমাদের। সেই কারণেই আজকে আদালতের সামনে পণ, প্রতিজ্ঞা করলাম। যে কথা বলেছি, তা আরও একশো গুন জোরে বলব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত আমার মাথায় চুল গজাবে না।'' এদিন কৌস্তভের আইনজীবীরা অভিযোগ করেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ উপেক্ষা করে ৪১এ-তে নোটিস ছাড়াই কৌস্তভ বাগচির বাড়িতে মাঝরাতে গিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে আনে পুলিশ। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, সপ্তাহে একবার কৌস্তভ বাগচীকে তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ৫ এপ্রিল। কৌস্তভের গ্রেফতারির পরেই এ দিন বড়তলা থয়বক্ষোভ দেখান কংগ্রেস কর্মীরা। পরে আদালত চত্বরেও বিক্ষোভ শুরু হয়।

মিড ডে মিলের আর্থিক পরিচালনার দায়িত্বে আর নয় শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চঃ মিড ডে মিলের আর্থিক পরিচালনার সংক্রান্ত দায়িত্ব নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিচ্ছে নবান্ন। এবার আর্থিক পরিচালনা সংক্রান্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব থেকে শুরু করে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য কেনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের। তার বদলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অধীনে বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে যে মহা সঙ্ঘগুলি রয়েছে, তাদের মাধ্যমে এই পরিচালনা সংক্রান্ত দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে বলেই সূত্রের খবর। মূলত মিড ডে মিলের আয়-ব্যয় পরিচালনা সংক্রান্ত দায়িত্ব, খাদ্যদ্রব্য কেনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় পরিচালনার দায়িত্বই দেওয়া হচ্ছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির অধীনস্থ বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে তৈরি মহাসঙ্ঘগুলিকে। নবান্ন সূত্রে খবর আপাতত প্রত্যেকটি জেলার চার-পাঁচটি ব্লকে পাইলট আকারে এই প্রকল্প চালানো হবে। পাইলট প্রকল্পের সাফল্য এলে গোটা রাজ্যজুড়ে এই পদ্ধতিতে কার্যকর করা হবে। এপ্রিল মাস থেকেই পাইলট আকারে এই প্রকল্প রাজ্যে শুরু হচ্ছে বলেই শুক্রবারের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দফতরের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলে খুব শীঘ্রই রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর এই বিষয় নিয়ে একটি গাইডলাইনও দেবে বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যে গোটা বিষয়টা নিয়ে প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। মূলত এর আগে মিড ডে মিলের পরিচালনা সংক্রান্ত আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব-সহ বিভিন্ন বিষয়ে স্কুলের শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীরাই দেখতেন। বিশেষত মিড ডে মিল পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক স্কুলগুলির অশিক্ষক কর্মীদেরই বেশি দায়িত্ব থাকত। কিন্তু এবার সেই দায়িত্ব থেকে তাঁদের অব্যাহতি দেওয়ার পথেই হাঁটছে রাজ্য। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে মিড ডে মিল নিয়ে আর্থিক নয় ছয়-এর অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি রাজ্যে মিড ডে মিল পরিচালনা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে কেন্দ্র রাজ্য যৌথ পরিদর্শনকারী দল রাজ্যে এসে একাধিক জেলা পরিদর্শন করেছে। পরিদর্শন শেষ করার পর পরই কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক রাজ্যে মিড ডে মিলের শেষ তিন আর্থিক বর্ষের হিসেবে ক্যাগ অডিট-এর নির্দেশ দিয়েছেন। আর্থিক নয়ছয়ের অভিযোগ নিয়েই এই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের তরফে। সূত্রের খবর খুব শীঘ্রই এই অডিট শুরু হতে চলেছে রাজ্যে। কিন্তু তার আগেই রাজ্যের তরফে এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অধীনে মহাসঙ্ঘগুলি যাতে আরও দ্রুত তৈরি করা যায় সে বিষয়েও সম্প্রতি জেলাগুলিকে মুখ্যসচিব বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন বলেই নবান্ন সূত্রে খবর।

ত্রিপুরা, মেঘালয় ও নাগাল্যান্ডে শপথগ্রহণে থাকতে পারেন প্রধানমন্ত্রী

আগরতলা, ৪ মার্চঃ ত্রিপুরা, মেঘালয় ও নাগাল্যান্ড বিধানসভা নির্বাচনে অভাবনীয় ফল করেছে বিজেপি ও তাদের শরিক দল। তাই এবার এই তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং। শনিবার বিজেপি সূত্রে এমনটাই জানা যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর উত্তর-পূর্বাঞ্চল সফর ঘিরে ইতিমধ্যে নিরাপত্তায় নজরদারিও শুরু হয়েছে। এদিনই ত্রিপুরায় পৌঁছেছে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এসপিজি দল। জানা গিয়েছে, আগামী ৭ মার্চ, মঙ্গলবার মেঘালয় ও নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান রয়েছে। দুটি রাজ্যেই সরকার গড়তে চলেছে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স সরকার। এর পরদিন অর্থা ৮ মার্চ, বুধবার ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান রয়েছে। এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ঘিরে এদিনই ত্রিপুরার মুখ্য সচিব এস.কে সিনহার নেতৃত্বে সিনিয়ার পুলিশ আধিকারিকদের একটি বৈঠক হয়। এক সিনিয়ার পুলিশ আধিকারিক বলেন, ''আগামী ৮ মার্চ মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। সেজন্য নিরাপত্তার তদারকি করতে এদিনই এসপিজি দল এসে পৌঁছেছে।'' এছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা এনইডিএ চেয়ারম্যান হিমন্ত বিশ্বশর্মা এদিনই ত্রিপুরা এসে পৌঁছেছেন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও নাগাল্যান্ডের বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশের পরই গত ২ মার্চ তিন রাজ্যের বাসিন্দাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, ''ভোটের এই ফলাফল দেশের গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক ইনস্টিটিউশনের উপর মানুষের বিশ্বাস প্রমাণ করে দিয়েছে। এই ফল স্পষ্ট করে দিয়েছে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দিল্লি থেকে দূরে নেই, দিল থেকেও নয়।'' তাই এবার উত্তর-পূর্বের এই তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং উপস্থিত থাকবেন বলে সূত্রের খবর। তিন রাজ্যের অভাবনীয় ফলের কৃতিত্ব ত্রিপুরা, মেঘালয় ও নাগাল্যান্ডের দলীয় কর্মীদেরই দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ইউক্রেনকে কোটি কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র দিচ্ছে আমেরিকা, খবর শুনে ভীষণ চটেছে রাশিয়া

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনকে কোটি কোটি টাকার আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে আমেরিকা। মার্কিন এক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, প্রায় ৪০ কোটি ডলারের অস্ত্র দিচ্ছে আমেরিকা। এই খবর শুনেই নাকি ভীষণ চটেছে রাশিয়া। তাতে আমেরিকা বলেছেন, রাশিয়াকে গোপনে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে চিন। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে নাকও গলাচ্ছে। বেজিং কেন রাশিয়ার সঙ্গে আলাদা জোট বাঁধছে সে প্রশ্নও তুলেছে পেন্টাগন। আমেরিকা যে ইউক্রেনকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে সে খবর আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি পেন্টাগন। তবে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সূত্রে জানা গেছে, আমেরিকা তাদের শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র নাসাম বা ন্যাশনাল অ্যাডভান্সড মিসাইল দিচ্ছে ইউক্রেনকে। এই মিসাইল ভূমি থেকে আকাশে যে কোনও লক্ষ্যে ছোড়া যায়। আমেরিকার কাছে কিছু ট্যাঙ্ক এবং বিমান ধ্বংসকারী ক্ষেপণাস্ত্রও চেয়ে পাঠিয়েছে ইউক্রেন। এই অস্ত্রগুলিও শীঘ্রই পাঠানো হবে বলে খবর শোনা গেছে। এ ছাড়া ইউক্রেনের সামনের সারির যোদ্ধাদের জন্য বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটও পাঠিয়েছে বাইডেন সরকার। এদিকে ইউক্রেনের উপর রুশ আগ্রাসন রুখতে জার্মান সরকার এক হাজার ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী অস্ত্র এবং ৫০০টি ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপকারী মিসাইল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য বারে বারেই রাশিয়াকে হুঁশিয়ারি দিয়েছে আমেরিকা। পাল্টা মস্কোও জানিয়েছে, পশ্চিম আরও অস্ত্র পাঠালে তাদের ভুগতে হবে। আমেরিকা-জার্মানি এর উত্তরে জানিয়েছে, চিন কেন এই যুদ্ধে নাক গলাচ্ছে তার উত্তর আগে দিক মস্কো। যদি চিনকে নাক গলাতেই হয় তাহলে যুদ্ধ বন্ধের চেষ্টা করুক। ইউক্রেন থেকে রুশ সেনা প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিক। উল্টে মস্কোকে গোপনে অস্ত্র পাঠিয়ে যুদ্ধকে আরও টেনে নিয়ে যেতে চাইছে চিন।

ছেলের বাইকে চাপিয়ে বউমাকে নিয়ে পালালেন শ্বশুর! হতবাক পুত্র

জয়পুর, ৪ মার্চঃ বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের অদ্ভুত ঘটনা ঘটল রাজস্থানে। বিয়ে করে বাড়িতে বউ এনেছিল ছেলে। কিন্তু শ্বশুরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন বউমা। ছেলে কাজে বেরিয়ে গেলেই শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতেন তাঁরা। এ ভাবেই বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক গভীর হয় তাঁদের মধ্যে। সম্প্রতি বউমার সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছেন শ্বশুর। ছেলের বাইকে ছেলের বউকে চাপিয়ে ওই ব্যক্তি পালিয়ে গিয়েছেন বলে অভিযোগ। কাজ থেকে ফিরে ছেলে জানতে পারেন তাঁর বাবা ও বউয়ের এই কীর্তি। এর পরই থানায় বাবার নামে অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। সম্প্রতি ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের বুন্দি জেলায়। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ওই এলাকায়। রাজস্থানের বুন্দি জেলার সদর থানার অন্তর্গত সিলর গ্রামে থাকেন

পবন বৈরাগী। বছর খানেক আগে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। ৬ মাসের বাচ্চাও রয়েছে। কিন্তু বাবার সঙ্গে স্ত্রীর পরকীয়া সম্পর্কের কথা ভ্রূণাক্ষরেও টের পাননি তিনি। কাজের জন্য প্রায়শই বাইরে থাকতে হত তাঁকে। সেই সুযোগে তাঁর স্ত্রী ও বাবা লিপ্ত হতেন যৌনতায়। সম্প্রতি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি থেকে পালান তাঁর বাবা রমেশ বৈরাগী। বাবার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগও করেছেন ছেলে। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর বাবা এর আগেও অনেক অনৈতিক কাজে জড়িয়েছিলেন। বাবার বিরুদ্ধে নিজের বাইক চুরির অভিযোগও এনেছেন তিনি। তবে ছেলের অভিযোগ, তাঁর বাবা ভুল বুঝিয়ে নিয়ে গিয়েছেন তাঁর স্ত্রীকে। থানায় অভিযোগ করা সত্ত্বেও পুলিশ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে না বলে অভিযোগ। যদিও সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে পুলিশ। এ ব্যাপারে এক পুলিশ অফিসার অরবিন্দ ভরদ্বাজ জানিয়েছেন, গুরুত্বের সঙ্গেই বিষয়টির তদন্ত করা হচ্ছে। বাইক সমেত শ্বশুর ও বউমার খোঁজ চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। যদিও এখনও পর্যন্ত পলাতকদের কোনও খবর মেলেনি বলে জানিয়েছেন তিনি। মাস খানেক আগেই রাজস্থানে সিরোহী জেলায় জামাইয়ের সঙ্গে শাশুড়ির পালানোর অভিযোগ উঠেছিল।

লোকায়ুক্ত স্বাধীন, অপরাধীদের অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে, পুলিশের অভিযানে মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোমাই

বেঙ্গালুরু, ৪ মার্চ ঃ কর্নাটকের চান্নাগিরির বিজেপি বিধায়ক মাদল বীরুপাক্ষাপ্পার ছেলে প্রশান্ত মাদলের বাড়িতে লোকায়ুক্তের দুর্নীতি দমন শাখার অভিযানের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোমাই বলেন, লোকায়ুক্ত স্বাধীন এবং এক্ষেত্রে অবাধ ও সুষ্ঠু তদন্ত হোক। মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোমাই জানিয়েছেন, লোকায়ুক্তকে পুনরায় চালু করার পিছনে কারণ হল রাজ্যে দুর্নীতি দমন করা। কংগ্রেস শাসনকালে এমন অনেক মামলা পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু পরে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। দুর্নীতি দমন শাখা লোকায়ুক্ত স্বাধীন এবং অবাধ ও সুষ্ঠু তদন্ত হতে দেয়। যারা দোষী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমাদের উদ্দেশ্য হল অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া, সমস্ত বিবরণ লোকায়ুক্তের কাছে আছে, কার টাকা ছিল, কোথা থেকে এসেছে, সবকিছু বেরিয়ে আসতে হবে বলেও তিনি যোগ করেন। তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস শাসনামল দুর্নীতি দমন ব্যুরো (এসিবি) অনেক দুর্নীতির মামলা এবং তদন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল। সবকিছুর তদন্ত হোক এবং সত্য বেরিয়ে আসুক, আমরা সেই সব মামলার তদন্ত করব। এর আগে শুক্রবার সকালে

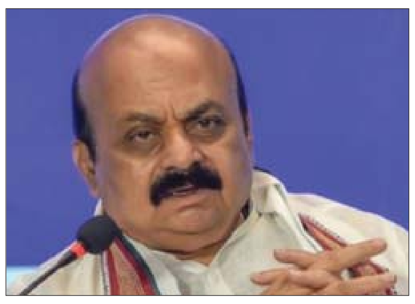

লোকায়ুক্তের দুর্নীতি দমন শাখা ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) বিধায়ক মাদল বিরুপাক্ষপ্পার ছেলে প্রশান্ত মাদলের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৬ কোটি টাকা নগদ উদ্ধার করে। বৃহস্পতিবার কর্ণাটকের লোকায়ুক্ত আধিকারিকরা ৪০ লক্ষ টাকা ঘুষ নেওয়ার সময় বিরুপাক্ষপ্পার ছেলেকে ধরে ফেলেন। কর্নাটকের চান্নাগিরির বিজেপি বিধায়ক মাদল বীরুপাক্ষাপ্পা শুক্রবার কর্ণাটক সোপস অ্যান্ড ডিটারজেন্টস লিমিটেডের (কেএসডিএল) চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। লোকায়ুক্তের দুর্নীতিবিরোধী শাখার বাড়িতে অভিযান চালানোর কয়েক ঘণ্টা পরে তার ছেলে প্রশান্ত মাদলের কাছ থেকে নগদ ৬ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

বিজেপি বিধায়ক বিরুপাক্ষপ্পা কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বাসভরাজ বোমাইয়ের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন।একটি চিঠিতে বিরুপাক্ষপ্পা দাবি করেছেন, তার পরিবারের বিরুদ্ধে কিছু ষড়যন্ত্র ছিল। তিনি চিঠিতে লিখেছেন, আমি কর্ণাটক সোপস অ্যান্ড ডিটারজেন্ট স লিমিটেডের (কেএসডিএল) নৈতিক দায়িত্বের অধীনে আমার পদত্যাগপত্র জমা দিচ্ছি কারণ আমার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ রয়েছে। প্রসঙ্গত, শুক্রবার সকালে লোকায়ুক্তের দুর্নীতি দমন শাখা ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) বিধায়ক মাদল বিরুপাক্ষপ্পার ছেলে প্রশান্ত মাদলের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৬ কোটি টাকা নগদ উদ্ধার করে।

জল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ভারতের জন্য অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণঃ রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ ঃ জল শক্তি অভিযান ক্যাচ দ্য রেইন ২০২৩

অভিযানের সূচনা করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শনিবার নতুন দিল্লিতে জল শক্তি অভিযান ক্যাচ দ্য রেইন ২০২৩ অভিযানের সূচনা করার পর রাষ্ট্রপতি বলেছেন, জল সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা ভারতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেহেতু দেশে মাত্র চার শতাংশ জলসম্পদ রয়েছে। তিনি বলেন, অপরিকল্পিত নগরায়নের কারণে দেশে জল সংরক্ষণের ঐতিহ্যবাহী উপায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। রাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে বলেছেন, এই কারণেই জলের ঘাটতি এবং বৈশ্বিক উষ্ণতার সমস্যাগুলির মুখোমুখি হচ্ছে বিশ্ব। তিনি যোগ করেন, নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে জল সংরক্ষণের চিরাচরিত পদ্ধতিগুলি পুনরুদ্ধার এবং পরিচালনা করা সময়ের প্রয়োজন। জল সংরক্ষণ এবং স্যানিটেশনে মহিলাদের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্রপতি স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ, জল জীবন মিশন এবং জাতীয় জল মিশনের বিভিন্ন বিভাগের অধীনে''স্বচ্ছ সুজল শক্তি সম্মান ২০২৩'' প্রদান করেছেন। স্বচ্ছ সুজল ভারত গড়ার যাত্রায় তৃণমূল স্তরের মহিলাদের নেতৃত্ব ও অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে ''জল শক্তি সে নারী শক্তি'' এবং একটি স্মারক ডাকটিকিট নিয়ে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি ''স্বচ্ছ সুজল শক্তি কি অভিব্যক্তি'' প্রকাশ করেছেন, যা স্বচ্ছ ভারত মিশন - গ্রামীণ, জল জীবন মিশন এবং জাতীয় জল মিশনের কেস স্টোরিগুলির একটি সংকলন। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে, জলশক্তি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারত জল শক্তি অভিযান-ক্যাচ দ্য রেইন এর অধীনে একটি পার্থিব সাফল্য অর্জন করেছে। মন্ত্রী যোগ করেছেন, অমৃত কাল জলের ক্ষেত্রে একটি সত্যিকারের বিপ্লব এবং জল সংরক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গিকে শক্তিশালী করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী পদে পদত্যাগ ডাঃ মানিক সাহার

আগরতলা, ৩ মার্চ ঃ নির্বাচনে জয়ী হলেও, প্রথা মেনে ফলাফল ঘোষণার পর আজ ত্রিপুরার রাজ্যপালের হাতে পদত্যাগ পত্র তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা। নতুন সরকার শপথ নেওয়া পর্যন্ত রাজ্যপাল তাঁকে তত্ত্বাবধায়ক মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনে অনুরোধ করেছেন। ২ মার্চ ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। বিজেপি জোট ৩৩টি আসনে জয়ী হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ত্রিপুরায় বিজেপি আইপিএফটি জোট পরবর্তী সরকার গঠন করতে চলেছে। কিন্তু, ফলাফল ঘোষণার পর পূর্ববর্তী সরকারের প্রধানের পদত্যাগের প্রথা রয়েছে।

ত্রিপুরা

এদিন ত্রিপুরার রাজ্যপাল সত্যদেও নারায়ণ আর্যর কাছে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পদত্যাগ পত্র তুলে দিয়েছেন ডা. মানিক সাহা। রাজভবন থেকে বেরিয়ে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, প্রথা অনুযায়ী আজ মুখ্যমন্ত্রী পদে পদত্যাগ করেছি। রাজ্যপাল তত্ত্বাবধায়ক মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের অনুরোধ করেছেন। খুব শীঘ্রই নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। তাঁর মতে, আগামী ৮ মার্চ নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, সেই তারিখ এখনো চূড়ান্ত হয়নি। বিজেপি সুত্রে খবর, আগামী ৯ মার্চ আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

পঞ্জিকা

শনিবারের পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১৯ ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ইংরেজী ৪ মার্চ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলি ৫১২৩, সৌর ২০ ফাল্গুন, চান্দ্র১২ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্বৎ, ২৫৬৬ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশ ১৯ ফাল্গুন ১৪২৯, ভারতীয় সিভিল ১৩ ফাল্গুন ১৯৪৪, মৈতৈ ১২ লমতা, আসাম ১৯ ফাগুন, মুসলিম ১১'শা'বান ১৪৪৪ হিজরী. গোবিন্দশ্রীনরসিংহ দ্বাদশী সূর্য উদয় সকাল ০৫৫৮০৮ এবং অস্ত বিকাল ০৫৩৮৩২। চন্দ্র উদয় বিকাল ০৩০০১২(৪) এবং অস্ত শেষ রাত্রি ০৪৪২১৯(৪)। শুক্ল পক্ষ ।তিথি দ্বাদশী (ভদ্রা) সকাল ঘ ১১৪৭৩৫ দং ১৪৩৩২২.৫ পর্যন্ত , দ্বাদশীর পারনা সকাল ০৫৫৮-সকাল ০৯৫১ পর্যন্ত নক্ষত্র পুষ্যা রাত্রি ০৬৫৪৩২ দং ৩২২০৪৫ পর্যন্ত পরে অশ্লেষা করণ বালব সকাল ঘ ১১৪৭৩৫ দং ১৪৩৩২২.৫ পর্যন্ত পরে কৌলব রাত্রি ১২৫২২২ দং ৪৭১৭৩০ পর্যন্ত পরে তৈতিল যোগ শোভন রাত্রি ০৮০০২৪ দং ৩৫৫২৫ পর্যন্ত পরে অতিগণ্ড অমৃতযোগ দিন ০৯৫১৪২ থেকে -১২৫৮২৮ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮০৬৩৩ থেকে-১০৩৪২৮ পর্যন্ত, তারপর ১২১৩৩৫ থেকে -০১৫১৪২ পর্যন্ত, তারপর ০২৪১০০ থেকে-০৪১৯৩৭ পর্যন্ত। কুলিকবেলা দিন ০৬৪৪৫৫ থেকে - ০৭৩১৩৭ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রি ০৫৩৮৩৭ থেকে - ০৬২৭৫৬ পর্যন্ত। বারবেলক দিন ০১১৫৫৯ থেকে-০২৪৩৩১ পর্যন্ত। কালবেলা দিন ০৫৫৮১৪ থেকে - ০৭২৫৪৭ পর্যন্ত, তারপর ০৪১১০৪ থেকে-০৫৩৮৩৭ পর্যন্ত। কালরাত্রি ০৫৩৮৩৭ থেকে -০৭১১০৪ পর্যন্ত, তারপর ০৪২৫৪৭ থেকে-০৫৫৮১৪ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)

রবি ১০১৯৪৭৫০ (২৪) ৪ পদ
চন্দ্র ৩২১২৩২১ (৯) ২ পদ
মঙ্গল ১২৪৩৭১৬ (৫) ১ পদ
বুধ ১০১২২৩৩১ (২৪) ২ পদ
বৃহস্পতি ১১১৮৫৭৩৭ (২৭)

পরিকাঠামোর উন্নয়ন হলে দেশের বৃদ্ধির পথও প্রশস্ত হয় ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ ঃ পরিকাঠামোর উন্নয়ন হলে স্বাভাবিকভাবেই দেশের বৃদ্ধির পথও প্রশস্ত হয়। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, সরকারের সমস্ত সেক্টরকে পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি আমি। শনিবার বাজেট পরবর্তী একটি ওয়েবিনারে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী, এই ওয়েবিনারের মূল বিষয় হল পরিকাঠামো ও বিনিয়োগ। এই ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পরিকাঠামো যত মজবুত হবে, তত বেশি মেধাবী তরুণরা কাজে এগিয়ে আসবে। তাই আমাদের দক্ষতা উন্নয়ন, প্রকল্প উন্নয়ন, এবং উদ্যোক্তার উপর ফোকাস করা উচিত। ভৌত পরিকাঠামোর পাশাপাশি আমাদের দক্ষতার দিকেও নজর দিতে হবে। ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, এবারের বাজেট পরিকাঠামো সেক্টরে নতুন প্রবৃদ্ধির শক্তি প্রদান করবে। একটি দেশের উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সবসময়ই একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।

নির্বাচনোত্তর রাজনৈতিক সন্ত্রাসে আক্রান্তদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা,৪ মার্চ ঃ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার

পর ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের আশ্রিত দুস্কৃতিদের হামলায় আক্রান্ত হয়েছেন শাসক দলের বিজেপির বহু কর্মী সমার্থক, এমনটাই অভিযোগ উঠেছে। তাঁরা বর্তমানে জি বি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন। শুক্রবার আক্রান্তদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে হাসপাতালে ছুটে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা।হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন,ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর বিশালগড়, শান্তিরবাজার ও ছাওমনু সহ বিভিন্ন জায়গায় বিরোধীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছে বহু বিজেপি কর্মী। বিরোধীরা তাদের পরাজয় মেনে নিতে পারছে না বলে এই ধরনে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে চলছে, ক্ষোভের সুরে বলেন তিনি। তাঁর দাবি,২০১৮ সালের পূর্বে ২৫ বছর যে ভাবে সন্ত্রাসের পরিবেশ কায়েম করা হয়েছিল, একইভাবে শাসকদলের কর্মীদের উপর কায়দা করে হামলা হুজ্জুতি ও আক্রমণে বিরোধী দলের আশ্রিত দুস্কৃতিরা লিপ্ত হয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন,বিরোধী দল সিপিএমের সংস্কৃতিই হামলা হজ্জুতি ও চক্রান্ত করা।তিনি কড়া ভাষায় হুশিয়ারি দিয়ে বললেন, এই সমস্ত সন্ত্রাসে সাথে জড়িতদের ছাড়া হবে না কাউকেই। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য রাজ্য পুলিশের মহানির্দশক ও জেলা পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি জোর গলায় বলেন, ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে আইন শৃক্ষলায় ত্রিপুরায় নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। তাই তিনি রাজ্যের সাধারন জনগনের কাছে শান্তি ও সমৃদ্ধির পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখতে আবেদন জানিয়েছেন।

করিমগঞ্জে ১৪৪ ধারা জারি, লাউডস্পিকারে নিষেধাজ্ঞা

করিমগঞ্জ (অসম) ৪ মার্চ ঃ করিমগঞ্জের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারার অধীনে এক আদেশ জারি করে চলতি মাধ্যমিক, অসম হাই মাদ্রাসা পরীক্ষা এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় সমগ্র করিমগঞ্জ জেলায় লাউড স্পিকার ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। বলা হয়েছে, চলতি পরীক্ষার দিনগুলিতে বিভিন্ন সংস্থা, মেলা, অনুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজকরা উচ্চ শব্দমাত্রায় মাইক্রোফোন ব্যবহার করার ফলে শব্দ দূষণ সৃষ্টি হচ্ছে। এতে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় মনোনিবেশে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে যা থেকে জনমনে শান্তি সম্প্রীতি বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া আরও বলা হয়েছে, এ ধরনের উশৃংখল কার্যকলাপের ফলে পরীক্ষায় ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় গুরুতরভাবে জনমনে শান্তি ও সম্প্রীতি বিঘ্নিত হতে পারে। তাই এই পরিস্থিতির বিবেচনায় করিমগঞ্জের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের জারি করা এই আদেশ অনুসারে সমগ্র করিমগঞ্জ জেলা জুড়ে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত কোনও সংস্থা, এনজিও এবং সংগঠনের দ্বারা আয়োজিত বিভিন্ন মেলা, শোভাযাত্রা, অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে মাইক্রোফোন, সাউন্ড এমপ্লিফায়ার সিস্টেম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি বিশেষ জরুরি কারণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে পূর্ব অনুমতি ছাড়া পরীক্ষা কেন্দ্রের ১০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে এ ধরনের মাইক্রোফোন, সাউন্ড এমপ্লিফায়ার সিস্টেম ইত্যাদি ব্যবহারেও নিষেধাজ্ঞা থাকছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনায় করিমগঞ্জের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের জারি করা এই আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে সমগ্র করিমগঞ্জ জেলায় বলবৎ হয়েছে এবং পরীক্ষা প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে।

আবহাওয়া

পূর্বাভাস মূলত আকাশ পরিস্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩০.৩ ও (৫) সর্বনিম্ন ১৮.৫০ ও (৩) আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭৮ এবং বৃষ্টিপাত নেই। জোয়ার সকাল ৭ টা ৪৩ মিনিট এবং রাত ৮ টা ৪১ মিনিট। ভাটা বেলা ১ টা ৪২ মিনিট এবং রাত ১ টা৪৫ মিনিট। সূর্য উদয় সকাল ৫ টা ৩২ মিনিট এবং অস্ত বিকেল ৫টা ৩৩মিনিট।

অ্যান্থনি আলবেনিজ-র বক্তব্য

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ ঃ ভারত সফরে আসার জন্য তিনি মুখিয়ে রয়েছেন বলে জানালেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবেনিজ। শনিবার এক বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এটি আমার প্রথম ভারত সফর, আমি অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের মধ্যে শক্তিশালী বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি আরও জানান, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক মজবুত, কিন্তু আরও শক্তিশালী হতে পারে। প্রসঙ্গত, আগামী ৮-১১ মার্চ ভারত সফরে আসছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবেনিজ। ভারতে একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর। শনিবার অ্যান্থনি আলবেনিজ জানিয়েছেন, শক্তিশালী ভারত অস্ট্রেলিয়া অংশীদারিত্ব আমাদের অঞ্চলের স্থিতিশীলতার জন্য খুবই প্রয়োজন। এর অর্থ আরও বেশি সুযোগ এবং আরও বাণিজ্য ও বিনিযগে, আমাদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং আমাদের জনগণকে সরাসরি উপকৃত করা।

ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি এবং কম ভোটে জয়ের রেকর্ড তিপরা মথার

আগরতলা, ৪ মার্চ ঃ ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনের ইতিহাসে সম্ভবত এই প্রথম একটি আসনে প্রার্থী ৮৬.৮১ শতাংশ ভোট পেয়েছে। টাকারজলা কেন্দ্রে তিপরা মথার প্রার্থী বিশ্বজিত কলই ৩৪৭১৭টি ভোট পেয়েছেন। ওই কেন্দ্রে মোট ৩৯৯৯৩টি ভোট পড়েছে। ফলে, তিনি ৮৬.৮১ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে তিপরা মথার ওই প্রার্থীই সবচেয়ে অধিক ভোট পেয়েছেন। এদিকে, সবচেয়ে কম ভোটও তিপরা মথার প্রার্থীই পেয়েছেন। আমবাসা কেন্দ্রে তিপরা মথার প্রার্থী চিত্ত রঞ্জন দেববর্মা ১৫৩১৭টি ভোট পেয়েছেন। তাঁর প্রাপ্ত ভোটের হার ৩৩.২৭ শতাংশ। ৬০টি বিধানসভা আসনে বিজয়ীদের মধ্যে তাঁর প্রাপ্ত ভোট সবচেয়ে কম।এদিকে, বিজেপি প্রার্থীদের মধ্যে রাধাকিশোরপুর কেন্দ্রে প্রণজিত সিংহ রায় সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন। তিনি ২৪৪২১টি ভোট পেয়েছেন। তাঁর প্রাপ্ত ভোটের হার ৫৬.০৭ শতাংশ। তেমনি, মনু কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী মাইলাফ্রু মগ দলের অন্যান্য বিজয়ী প্রার্থীদের তুলনায় সবচেয়ে কম ভোট পেয়েছেন। তিনি ১৫৪৬৯টি ভোট পেয়েছেন এবং তাঁর প্রাপ্ত ভোটের হার ৩৪.৫ শতাংশ।একইভাবে সিপিএম

প্রার্থীদের মধ্যে সোনামুড়া কেন্দ্রে শ্যামল চক্রবর্তী সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন। তিনি ২০০৩৯টি ভোট পেয়েছেন এবং তাঁর প্রাপ্ত ভোটের হার ৫০.৪৭ শতাংশ। এদিকে, ঋষ্যমুখ কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী অশোক চন্দ্র মিত্র দলের অন্যান্য বিজয়ী প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে কম ভোট পেয়েছেন। তিনি ১৯৯৮৬টি ভোট পেয়েছেন এবং তাঁর প্রাপ্ত ভোটের হার ৪৬.৩৭ শতাংশ। এছাড়া, কংগ্রেসের তিন বিজয়ী প্রার্থীদের মধ্যে কৈলাসহর কেন্দ্রে বীরজিৎ সিনহা সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন। তিনি ২৫৩০০ ভোট পেয়েছেন এবং তাঁর প্রাপ্ত ভোটের হার ৫৯.৬২ শতাংশ। এদিকে, শাসক জোট শরিক আইপিএফটির একমাত্র বিজয়ী প্রার্থী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া জোলাইবাড়ি কেন্দ্রে ১৭৬২১টি ভোট পেয়েছেন এবং তাঁর প্রাপ্ত ভোটের হার ৩৮.৫৪ শতাংশ।

খুলে দেওয়া হল জম্মুশ্রীনগর জাতীয় সড়ক

জম্মু, ৪ মার্চ ঃ শনিবার উভয় দিকে হালকা যান চলাচলের জন্য জম্মু শ্রীনগর জাতীয় সড়ক খুলে দেওয়া হয়েছে। বড় যানবাহনকে একমুখী চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, সংস্কার কাজের কারণে শুক্রবার জাতীয় সড়কটি বন্ধ রাখা হয়। এদিকে ঐতিহাসিক মুঘল রোড এখনও বন্ধ রাখা হয়েছে। এটি একটি বিকল্প জাতীয় সড়ক যা জম্মু অঞ্চলের রাজৌরি এবং পুঞ্চকে কাশ্মীর উপত্যকার শোপিয়ান জেলার সাথে সংযুক্ত করে। গত বছরের ডিসেম্বর থেকে সড়কটি বন্ধ রয়েছে।

ক্যান্সার মুক্ত জো বাইডেন, আপাতত চিকিৎসার আর প্রয়োজন নেই

ওয়াশিংটন, ৪ মার্চ ঃ ত্বকের ক্যান্সারে ভুগছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বুকে ত্বকের উপর সেই ক্যান্সার বিশেষ অস্ত্রপোচারের মাধ্যমে বাদ দেওয়া গিয়েছে। আমেরিকার সময় অনুযায়ী শুক্রবার এই তথ্য দিয়েছেন হোয়াইট হাউসের চিকিৎসক কেভিন ও'কনর। বাইডেনের আপাতত আর কোনওরকম চিকিৎসার প্রয়োজন নেই বলেও জানিয়েছেন তিনি। ত্বকের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ফেব্রুয়ারিতে অস্ত্রোপচারের পর তিনি এখন সুস্থ। হোয়াইট হাউসের ফিজিশিয়ান কেভিন ওকনার জানান, ফেব্রুয়ারি মাসেই অস্ত্রোপচার হয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের। তাঁর বুকের চামড়ার একটি অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। ওই অংশে বাসা বেঁধেছিল বাসাল সেল কার্সিনোমা, যা একধরনের ত্বকের ক্যানসার। অস্ত্রোপচার করে ওই অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে। বাইডেনের আর কোনও চিকিৎসার প্রয়োজন নেই বলেও জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। হোয়াইট হাউসের তরফে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ত্বকে ক্যানসার ধরা পড়তেই অস্ত্রোপচার করা হয়। সমস্ত ক্যানসারাস টিস্যু বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে অস্ত্রোপচারের ক্ষতস্থান সম্পূর্ণ সেরে গিয়েছে।

রাশিফল

১ মেষ রাশিঃ পাবলিক যানবাহন চালকরা সাবধানে গাড়ি চালান। নচেৎ দুর্ঘটনায় পড়তে পারেন। **২ বৃষ রাশি ঃ** কোনও অঘটনের যোগ নেই। অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়ার ফলে মানসিক অবসাদ।

৩ মিথুন রাশি ঃ চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য সময়টি শুভ। নিকট আত্মীয়ের সম্পত্তি পাওয়ার ব্যাপারে পারিবারিক অশান্তি দেখা দিতে পারে।

৪ কর্কট রাশি ঃসৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বাড়তি উপার্জনের হদিশ মিলতে পারে।

৫ সিংহ রাশিঃ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে। সপ্তাহের শেষান্তে পরিবারের সঙ্গে ছোটখাটো ভ্রমণের ব্যবস্থা করুন। আমদানি রপ্তানি ব্যবসায় বাড়তি সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। বিগত সপ্তাহের তুলনায় স্ত্রীর স্বাস্থ্যের উন্নতি।

৬ কন্যা রাশি ঃ কোনও ইচ্ছাপূরণ হতে পারে। সন্তানদের বিবাহের পূর্বে তাদের মতামতের গুরুত্ব দেবেন। এই রাশির জাতিকাদের আর্থিক উন্নতি সম্ভব হবে।

৭ তুলা রাশিঃ বহুদিনের কোনও আশাপূরণ হতে পারে। নতুন যানবাহন ক্রয়ের ক্ষেত্রে সময়টি শুভ।

৮ বৃশ্চিক রাশি ঃ সপ্তাহের শেষান্তে কোনও মূল্যবান সামগ্রী হারিয়ে ফেলতে পারেন। আত্মীয়ের সম্পত্তি পাওয়ার ব্যাপারে পারিবারিক অশান্তি

৯ ধনু রাশি ঃ বয়স্ক ব্যক্তিরা পুরনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করুন। এতে মানসিক অবসাদ কেটে যাবে।

১০ মকর রাশি ঃ দাঁতের রোগে কষ্ট পেতে পারেন। পুরনো দিনের কোনও ঋণ এই সময় আদায় হতে পারে।

১১কুম্ভ ঃ প্রাথমিক বিদ্যার ক্ষেত্রে বাচ্চাদের অমনোযোগিতার ফলে পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে না।

১২ মীন রাশি ঃবেহিসাবি খরচের জেরে ঋণশোধের পরিকল্পনা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। বিগত সপ্তাহের তুলনায় স্ত্রীর স্বাস্থ্যের উন্নতি।

কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যে বলছেন ঃ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া

বেঙ্গালুরু, ৪ মার্চ ঃ ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলেন কর্ণাটকের বিজেপি বিধায়ক মাদল বিরুপাক্ষর ছেলে। বিজেপি বিধায়কের ছেলে ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়ে যাওয়ার ঘটনায় শনিবার বেঙ্গালুরুতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল কংগ্রেস। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বাসভরাজ বোম্মাইয়ের ওপর ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারমাইয়া বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যে কথা বলেছেন। বিজেপি বিধায়কের ছেলে ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়েছেন, তার অভিযুক্তের বাবাকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস। সিদ্দারমাইয়া এদিন বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যে বলেছেন যে তাঁদের সরকার দুর্নীতিমুক্ত। তাহলে এসব কী হচ্ছে... আমরা কখনই সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করিনি। কংগ্রেস কেন সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করবে? অমিত শাহও বড় মিথ্যাবাদী।

চিনে এবার মানুষের দেহে মিলল বার্ড ফ্লুর ভাইরাস

বেজিং, ৪ মার্চ ঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আশঙ্কা সত্যি করে চিনে এক পুরুষ এবং এক মহিলার দেহে বার্ড ফ্লু ধরা পড়েছে। তবে দুই আক্রান্তের মধ্যে ৮০০ মাইলেরও বেশি ব্যবধান রয়েছে, তাই এখনই মানুষ খেকে মানুষে ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ছে, এটা বলার মতো অবস্থা তৈরি হয়নি। তবে, পাখি থেকে মানুষের দেহে ছড়িয়ে পড়ার মত জায়গায় যে পৌঁছে গিয়েছে ভাইরাসটি, সেই কথা বলাই বাহুল্য। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হাইলি প্যাথোজেনিক এভিয়ান ইন্ফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস বা বার্ড ফ্লু ভাইরাস কোটি কোটি পক্ষিকূলকে ধ্বংস করছে। এবার সেই ভাইরাস মানুষের দেহেও প্রবেশ করতে পারে বলে ক্রমে উদ্বেগ বাড়ছে। এরইমধ্যে খবর পাওয়া গিয়েছে, পূর্ব চিনের জিয়াংসু প্রদেশের এক ৫৩ বছর বয়সী মহিলা গত মাসে বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হয়েছেন। অন্যদিকে, দক্ষিণ চিনের গুয়াংডং প্রদেশের আরও এক ৪৯ বছর বয়সী পুরুষও কিছু পাখির সংস্পর্শে আসার পরই বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হয়েছেন। তবে, এই দুই আক্রান্তের দেহে বার্ড ফ্লু এর স্ট্রেন মানুষ থেকে মানুষে ছড়িয়েছে কিনা তা বোঝার কোনও উপায় নেই। এর কয়েক সপ্তাহ আগেই কম্বোডিয়ায় বার্ড ফ্লু তে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক কিশোরীর। তার বাবার দেহেও এই ভাইরাস পাওয়া গিয়েছিল। তারপর থেকেই বার্ড ফ্লু এর ভাইরাস পাখি থেকে মানুষের দেহে ছড়িয়ে পড়া নিয়ে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তবে, এখনও এই ভাইরাস মানুষ থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়ার মতো জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে কিনা, সেই বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞানীরা অবশ্য জানিয়েছেন তারা বার্ড ফ্লু ভাইরাসের যে স্ট্রেনে আক্রান্ত হয়েছিল, সেটি ছিল অভিযোজিত স্ট্রেন। যে স্ট্রেন আগের স্ট্রেনগুলির তুলনায় মানুষকে সংক্রামিত করতে অনেক বেশি সক্ষম। তবে, কম্বোডিয়ার ক্ষেত্রে ভাইরাসটি মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায়নি তা নিশ্চিত করা গিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য সতর্ক করেছেন যে, কম্বোডিয়ার এই ঘটনা ভাইরাসটির সম্ভাব্য মিউটেশনের প্রমাণ দিয়েছে। বার্ড ফ্লু ভাইরাসে মানুষের মৃত্যুর হার প্রায় ৫০ শতাংশ। সাধারণত, মানুষের

মধ্যে বার্ড ফ্লু সংক্রমণ বিরল। এখনও পর্যন্ত সারা বিশ্বে মাত্র ৮৭০টি ক্ষেত্রে মানুষের দেহে বার্ড ফ্লু ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে। তবে, একবার যদি এটি মানুষের দেহের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নিতে পারে, কোভিড ১৯-এর মতো আরও একবার থমকে যেতে পারে গোটা বিশ্ব। মানুষের চোখ, নাক, মুখে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভাইরাস প্রবেশ করলে মানুষ শ্বাসযন্ত্রের গুরুতর অসুস্থতায় ভুগতে পারে। আপাতত, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে চিনে জনসাধারণকে ভেজা বাজার এবং খামারগুলিতে যাওয়া এড়িয়ে চলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বছরের শুরুতেই বার্ড ফ্লু নিয়ে সতর্ক করেছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। তারা সাফ জানিয়েছিল, এখনও পর্যন্ত বার্ড ফ্লু এর ভাইরাস পাখির দেহেই পাওয়া গেলেও, শিগগিরই এই ভাইরাস বিবর্তিত হয়ে, করোনাভাইরাসের মতো মানুষ থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়ার মতো জায়গায় পৌঁছে যেতে পারে। আর সেই ক্ষেত্রে আরও এক বিশ্ব জোড়া মহামারি দেখা যেতে পারে। সেই আশঙ্কাই সত্যি হওয়ার উপক্রম হয়েছে। চিনে এক পুরুষ এবং এক মহিলার দেহে বার্ড ফ্লু ধরা পড়েছে। তবে দুই আক্রান্তের মধ্যে ৮০০ মাইলেরও বেশি ব্যবধান রয়েছে, তাই এখনই মানুষ খেকে মানুষে ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ছে, এটা বলার মতো অবস্থা তৈরি হয়নি। তবে, পাখি থেকে মানুষের দেহে ছড়িয়ে পড়ার মতো জায়গায় যে পৌঁছে গিয়েছে ভাইরাসটি, সেই কথা বলাই বাহুল্য।

ভারতে সক্রিয় কোভিড রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২,৬৮৬

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ ঃ ভারতে কোভিডের প্রকোপ ক্রমশ বেড়েই চলেছে, ৯৭ দিন পর ৩০০র গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল দৈনিক করোনা সংক্রমণ।বাড়ছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৩৩৪ জন। এই সময়ে আবার ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘঃটায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩৩৪ জন, দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,৪৬,৮৭,৪৯৬তে পৌঁছেছে। ৩ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৭৭৫-এ পৌঁছেছে। দেশে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২,৬৮৬-এ পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫৪,০৩৫ জন করোনা রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘঃটায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০৬ হাজার ৯৭৭ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৪,১৫,৪৮৪। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩ মার্চ সারা দিনে ভারতে ১,০৩,১৭০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

তথ্য ও প্রচারমাধ্যম, পরিবর্তিত আবহ নিয়ে শিক্ষাশিবির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চ ঃ মহিলাদের ওপর হিংসা কি বাড়ছে? বাড়লে কতটা, কী ধরণের? স্থির সিদ্ধান্তে আসতে গেলে তথ্যের প্রয়োজন। কিন্তু কোথাকার, কোন এবং ক'টি উৎসের তথ্য? প্রচারমাধ্যমের পাঠক বা দর্শকের কাছে সহজে পেশ করতে কিভাবে হবে সেই তথ্যের তুলনামূলক সঙ্কলন? সংবাদজগতের পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে এসব নিয়ে চর্চার প্রয়োজন বেড়েছে। তাই শনিবার প্রেস ক্লাব, কলকাতার সহযোগিতায় গুগুল নিউজ ইনিশিয়েটিভ এবং 'ডেটা ডায়ালগ' আয়োজন করল এক শিক্ষাশিবিরের। অনুষ্ঠানের শুরুতে গুগুলের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার পারুল গোস্বামী আয়োজনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি জানান, '২২-এর ডিসেম্বর থেকে ভারতের বিভিন্ন শহরে বসছে এরকম আলোচনাচক্র। ডেটা ডায়ালগ, ডেটা সোর্সিং, ক্লিনিং, ভেরিফিকেশন এগুলোর সংজ্ঞার পাশাপাশি সঠিক রূপায়ণের দিকনির্দেশ করেন বিশেষজ্ঞরা। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন রিসার্চের অ্যাসোসিয়েট প্রোফেসর ডঃ উমাশঙ্কর পাণ্ডে আলোচনায় ভাল সাংবাদিকের আবশ্যিকতা প্রসঙ্গে বলেন, টু অ্যাক্সেস রাইট কাইন্ড অফ পিপল, অ্যাট দি রাইট টাইম, ইন দি রাইট ওয়ে। সেই সঙ্গে 'পাঠক যা চায়' এটা যেমন মনে রাখতে হবে, তেমনই সতর্ক থাকতে হবে তথ্যের উৎস, বিশ্লেষণ এবং পরিবেশন নিয়ে। যাতে পাঠককূল পরিবেশিত বিষয়টা তাঁর নিজের ভাবনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম বিভাগের অধ্যাপক ঘাজালা ইয়াসমিন পাওয়ার পয়েন্ট প্রোজেকশনের মাধ্যমে দেখান, ১০ হাজার বছরের প্রাচীন গুহাচিত্র থেকে আধুনিক মহাজাগতিক গবেষণা সবই খবর। কিন্তু বদলে গিয়েছে, আরও বদলে যাচ্ছে এর ঘরানা। মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের নথিভূক্ত হিসেব সংখ্যার নিরিখে হরিয়ানার তুলনায় অন্ধ্রপ্রদেশে বেশি। কিন্তু মাথাপিছু হিসাবে ব্যাপারটা উল্টো। তাই ঠিক কীরকম সিদ্ধান্তে আসতে চাই, আগে সেটা বুঝতে হবে। ঘাজালা বলেন, এই তথ্য বিশ্লেষণ খবরের

মান এবং চরিত্র বদলে দেয়। একটি নামী ইংরেজি দৈনিক বিশেষ প্রতিবেদন করল বলিউডে একক গীত (সোলো সঙ) কমে যাচ্ছে। এর ভিত্তি ছিল তথ্য বিশ্লেষণ। সঠিক তথ্য এবং সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারা, কোন গোষ্ঠীর মধ্যে সমীক্ষা করেছে, এটা কি নমুনা সমীক্ষা (স্যাম্পেল সার্ভে) না 'প্রোজেক্টেড'- সেটা বুঝে এগোতে হবে। 'গুগুল ডেটা সেট সার্চ' বা এরকম সফটওয়্যারের সাহায্য আমরা কিভাবে নিতে পারি, ছোট পর্দায় তা তিনি হাতেকলমে বোঝানোর চেষ্টা করেন। গুগুলে যে সব তথ্যে এখন আর পাওয়া যায়না তা খুঁজতে 'ওয়েব্যাক মেশিন' সফটওয়্যারের হদিশ দেন তিনি। এই প্রসঙ্গে জানান, 'পাবলিক কজ রিসার্চ ফাউণ্ডেশন' (পিসিআরএফ)-এর ২০০৯এর ২২ জানুয়ারি থেকে '২৩-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৭৯৬ বিলিয়ন ওয়েব পেজ ওই সফটওয়্যারে রয়েছে। প্রসঙ্গত, রাজনীতিতে আসার আগে অরবিন্দ কেজরিয়াল তৈরি করেছিলেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পিসিআরএফ। কীভাবে হিন্দি গান, জাজ এবং কে পপ এই তিন ঘরানার 'মিউজিক' আমাদের প্রভাবিত করছে, 'গুগুল ট্রেণ্ডস'-এর মাধ্যমে তার লেখচিত্র ঘাজালা পেশ করেন শিক্ষার্থীদের কাছে। বোঝানোর চেষ্টা করেন 'এক্সেল', 'এইচটিএমএল', 'সিএসভি', 'ওয়ার্ডটেক্সট ফাইল' প্রভৃতির কার্যকারিতা। 'ডেটা লিডস'-এর প্রশিক্ষক অনুস্কা ডালমিয়া 'অটোডিটেক্ট টেবল'-এর মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেন নির্বাচন কমিশনের তালিকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাজকর্মের ব্যবচ্ছেদ আমরা কীভাবে করতে পারি। এই প্রসঙ্গে বোঝানোর চেষ্টা করেন 'ডেটা ক্লিনিং এবং 'ডেটা ভেরিফিকেশন'-এর কার্যকারিতা। শিক্ষাশিবিরে শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই ছিলেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকতার পড়ুয়া ও বিশ্লেষক। ছিলেন কিছু সাংবাদিকও। প্রেস ক্লাবের দুই কর্মকর্তা অরিজিৎ দত্ত এবং নিতাই মালাকার ছিলেন মূল ব্যবস্থাপনায়। ছিলেন গুগুল স্বীকৃত প্রশিক্ষক জয়দীপ দাশগুপ্ত, পুলকেশ ঘোষ। আলোচনার মূল সুর ছিল, খবরে তথ্যের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। এর জন্য বিষয়ের গভীরে গিয়ে অনুধাবন করাটা আবশ্যিক। আর তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, পরিবেশন সবেতেই বাড়ছে প্রযুক্তিনির্ভরতা। এ সবে সতর্কতা অবশ্যপ্রয়োজনীয়।

ডানকুনিতে মহিলা কংগ্রেস এর অবস্থান বিক্ষোভ

বনস্পতি দে, ডানকুনি,৪ মার্চ ঃ ডানকুনিতে রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে হুগলি জেলা মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে ডানকুনি ফ্লাইওভারের নিচে গ্যাসের সিলিন্ডার রেখে অবস্থান বিক্ষোভ। মহিলা কংগ্রেসের এই বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে যুব কংগ্রেস ও হুগলি জেলা কিষাণ কংগ্রেস হুগলি জেলা মহিলা কংগ্রেসের । এই বিক্ষোভ অবস্থানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কিষাণ কংগ্রেসের চেয়ারম্যান তপন দাস প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক সৌরভ ঘোষ হুগলি জেলা মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মিঠু নাগ রাজ্য কিশান কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ দেব জেলা মহিলা কংগ্রেস সম্পাদিকা রোশনি দে ডানকুনি কোল কমপ্লেক্সের আইএনটিইউসি সভাপতি গৌতম নাগ আই এন টিইউসি নেতা পার্থসারথি রায় আই এন টি ইউ সি নেতা দীনেশ সিং সহ নেতৃবৃন্দ। বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য কিষান কংগ্রেস এর চেয়ারম্যান তপন দাস বলেন কেন্দ্রীয় সরকার একের পর এক রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করেই চলেছে সাধারণ মানুষের কথা তারা ভাবে না। কংগ্রেস সাধারণ মানুষের কথা ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার তুঘলকি রাজ চালাচ্ছে এইভাবে চলতে পারে না। সাধারণ মানুষ এর জবাব দেবে আমাদের আংেদালন চলছে চলবে। একমাত্র কংগ্রেসই পারে ভালোভাবে দেশ চালাতে। কংগ্রেস আমলে বিজেপি সব রকম সমালোচনা করত। এখন তারা কি করছে? উজ্জ্বলা যোজনা পুরোপুরি ফ্লপ এর জবাব দিল সাগর দিঘির উপনির্বাচন।

মেয়েদের কটূক্তি, তারপর ব্যাগ ছিনতাই! ধৃত ৬

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ৪ মার্চ ঃ কোনও মেয়েকে এক দেখলেই পিছু ধাওয়া, কটূক্তি, তারপর সুযোগ বুঝে ব্যাগ নিয়ে চম্পট। এই চক্রের ৬ অভিযুক্তকে পাকড়াও করল বারুইপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৪টি মোবাইল ফোন এবং ৫টি চোরাই মোটর বাইক। গড়িয়া, মহামায়াতলা, রাজপুর, সোনারপুর, বারুইপুর এই সমস্ত এলাকা জুড়ে অপরাধ চালাত এই ৬ জন। অবশেষে তাদের ৬ জনকে গ্রেফতার করল বারুইপুর পুলিশ। শুরু হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদ। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই ছিনতাইবাজরা মূলত অল্পবয়সিদের টার্গেট করত। রাস্তায় কোনও তরুণী হাঁটছেন। আচমকা তাঁর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ত মোটর বাইক। অশালীন আচরণ করা হত ওই তরুণীর সঙ্গে। তিনি যখনই এর প্রতিবাদ করতে যেতেন, পিছন থেকে কেউ তরুণীর সঙ্গে থাকা ব্যাগ বা অন্যান্য জিনিস নিয়ে পালাত। এই ভাবে দিনের পর দিন ছিনতাইয়ের কাজ করত এক দল যুবক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার ভোরে পোলঘাট অঞ্চলের একটি কারখানার সামনে থেকে ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে মোবাইল, মোটর বাইক ছাড়াও ছিনতাইয়ের সরঞ্জামও উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম আসিফ খান, সাহিল মন্ডল, বিলুয়ার হোসেন গাজি, সাগির গাজি, জাহাঙ্গীর গাজি এবং রূপ নস্কর। তাদের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, তা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৪টি মোবাইল ফোন এবং ৫টি চোরাই মোটর বাইক।

এতো মানুষ আমাকে ভালবাসে ঃ নওশাদ সিদ্দিকি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চ ঃ মানুষের ভালবাসার আবেগকে আমি টাকার বিনিময়ে বিক্রি করতে পারিনা। বললেন সিদ্দিকি। ভাঙরের বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকি ৪২ দিন পর প্রেসিডেন্সি জেল থেকে এদিনই মুক্তি পান। আইএসএফ এর কর্মী সমর্থকরা নৌশাদকে শুভেচ্ছা জানান। দীর্ঘ বিয়াল্লিশ দিন পর জেল থেকে ছাড়া পেলেন আইএসএফ নেতা ভাঙরের বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকি। শনিবার ফুরফুরা শরীফে যাবার আগে হাওড়ার সাঁত্রাগাছিতে গড়ফায় কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে আইএসএফ কর্মী সমর্থকরা নৌশাদ সিদ্দিকিকে সম্বর্ধনা দেন। শনিবার সকাল থেকেই হাওড়ার গড়ফা মোড়ে ছিল সাজো সাজো রব। এদিন সিদ্দিকির গাড়ি এখানে আসতেই কর্মী সমর্থকরা ভাইজান বলে উল্লাসে ফেটে পড়েন। তাঁকে মালা পরিয়ে সমর্ধনা জানান তাঁরা। কর্মী সমর্থকরা বলেন ভাইজান এতদিন পর ছাড়া পেয়েছেন। আমরা খুব খুশি। সত্যের জয় হয়েছে বলে জানান এখানে উপস্থিত কর্মী সমর্থকরা। পুষ্পবৃষ্টি করেন কর্মীরা। তিনি বলেন, 'এতো মানুষ আমাকে ভালবাসে। তারজন্য ধন্যবাদ। এদের আবেগকে আমি সম্মান করি। এই আবেগকে আমি টাকার বিনিময়ে বিক্রি করতে পারিনা। আমার রাজনৈতিক জীবনে অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক, অসংসদীয়, অনৈতিক একটাও শব্দ আমি কখনো বলিনি। আমি সবসময় গঠনমূলক কথা বলার চেষ্টা করি। মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হবার কথা বলি।'

মিড ডে মিল প্রকল্পের যোগান বাড়ানো হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চ ঃ মিড ডে মিল প্রকল্পে শিশুদের পুষ্টিকর খাবারের যোগান বাড়াতে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সমস্ত স্কুলেই পুষ্টি বাগান তৈরির কাজ করা হবে। রাজ্যের উদ্যানপালন দফতর এবং বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর যৌথভাবে এই কাজ করবে। রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা সচিব মণীশ জৈন শুক্রবার সমস্ত জেলার স্কুল পরিদর্শকদের চিঠি দিয়ে জেলার উদ্যান পালন দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে স্কুলে এই ধরনের বাগান তৈরির প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া নির্দেশ দিয়েছেন। চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন উদ্যানপালন দফতরের তরফে স্কুলে রোপনের জন্য বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকর আনাজ ও ফলের গাছের চারা এবং বীজ সরবরাহ করা হবে। জেলা স্কুল পরিদর্শকরা তাদের কাছ থেকে ওই চারা ও বীজ সংগ্রহ করে স্কুলে তা বিতরণ করবেন। শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্যানপালন দফতরের সচিব সুব্রত গুপ্ত সম্প্রতি বিদ্যালয় শিক্ষা সচিব কে চিঠি লিখে দুই দফতরের যৌথ উদ্যোগে স্কুলগুলিতে পুষ্টিবাগান তৈরীর প্রস্তাব দেন। সম্প্রতি মালদা জেলার বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বাগান তৈরির জন্য পেঁপে,পেয়ারা, বেদানা, ড্রাগন ফুটের মতো গাছের চারা ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে, উদ্যান পালন দফতরের তরফে। ওই প্রকল্পের সাফল্য থেকে উৎসাহিত হয়ে রাজ্যের সমস্ত স্কুলে একই ধরনের বাগান তৈরির জন্য উদ্যান পালন সচিব-বিদ্যালয় শিক্ষা সচিব কে প্রস্তাব দিয়েছেন। এখন স্কুলে রোপন করার জন্য উদ্যানপালন দফতর থেকে পেঁপের বীজ সরবরাহ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। জুলাই থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত অন্যান্য নানা রকম ফল এবং সবজির গাছের বীজ এবং চারা বিতরণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

উত্তরপাড়ায় ভাগাড়ে আগুন লেগে ধোয়ায় সাধারণ মানুষের শ্বাসকষ্ট প্রতিবাদে বিক্ষোভ

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া,৪ মার্চ ঃ হুগলির উত্তরপাড়া পুরসভার কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডে ভাগাড়ে জঞ্জাল গ্রাউন্ডে হঠাৎ আগুন লেগে যায় শুক্রবার ঐ দিন বিকাল থেকে ব্যাপক ধোয়া হতে শুরু করে। মাখলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ও উত্তরপাড়া এলাকার জুড়ে ধোয়ার ফলে সাধারণ মানুষের শ্বাসকষ্ট শুরু হয় এবং সেই ধোঁয়া থেকে ছাই পড়তে শুরু করে মাটিতে পার্শ্ববর্তী কিছু বাসিন্দা ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় অভিযোগ এলাকার বাসিন্দাদের তারা জানিয়েছেন বিকাল থেকে ধোয়া ক্রমশ বাড়তে থাকে পরিবেশ দূষণ হয় রাত পর্যন্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধোয়া দূষণ ছড়িয়ে যায় । বিক্ষোভে ফেটে পড়ে সাধারণ মানুষ খবর পেয়ে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব ও উত্তরপাড়া পুরসভার সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন তারা দমকলকে খবর দেন। জানা গেল আটটি দমকল দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে জল দিয়ে আগুন নেভাতে থাকে অথবা বন্ধ করার চেষ্টা করে এই ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার রাতে মাখলা টি এন মুখার্জী রোডে কয়েক জায়গায় এলাকার বাসিন্দারা পথ অবরোধ করে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে অবরোধ উঠিয়ে দেয়। শনিবার ভোর থেকে উত্তরপাড়া পৌরসভার সার কারখানা যেখানে জঞ্জাল নিয়ে আসা হয় সেই সার কারখানার গেট অবরোধ করে

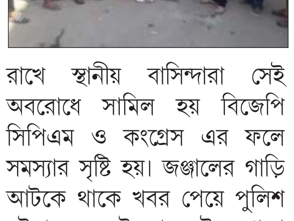

রাখে স্থানীয় বাসিন্দারা সেই অবরোধে সামিল হয় বিজেপি সিপিএম ও কংগ্রেস এর ফলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। জঞ্জালের গাড়ি আটকে থাকে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে উত্তরপাড়া থানার আইসি পার্থ শিকদার বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তিনি অবরোধ কারীদের বোঝাতে থাকেন ছুটে আসেন পুলিশের ঊর্ধ্বতন অফিসাররা অবরোধকারীদের সঙ্গে পুলিশের মধ্যে আলোচনা হয় ও স্থানীয় মানুষের বক্তব্য অবিলম্বে কারখানার থেকে যে গ্যাস নির্গত হয় তা বন্ধ করতে হবে এবং ধোঁয়া যাতে না ছড়ায় এবং ধোঁয়া বন্ধ করতে হবে। এবং তারা ডেপুটেশন দেয় পুলিশের কাছে জেলাশাসক ও মহকুমা শাসকের কাছে। এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন ধোয়া দূষণের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যাই আমি ও সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ সেখানে আমরা দু তিন ঘন্টা ছিলাম। আমাদেরও কষ্ট হয়েছে সাধারণ মানুষের খুব কষ্ট হয়েছে আমরা সেটা বুঝি চেষ্টা করা হয়েছে ধোয়া বন্ধ করার। দমকলকে খবর দেওয়া হয়েছে তারা এসে আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু এর নামে বিশৃঙ্খলা করেছে সার কারখানা অবরোধ করেছে জঞ্জাল প্রবেশ করা বন্ধ করেছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না আমরা দ্রুত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছি যাতে সাধারণ মানুষের কোনো অসুবিধা না হয়। কিন্তু বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না সাধারণ মানুষ এর জবাব দেবে শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। বিজেপির সভাপতি মোহন আদকের বক্তব্য পুরসভা একের পর এক ট্যাক্স বাড়িয়ে চলেছে পরিষেবা সাধারণ মানুষকে কিছুই দিচ্ছে না সাধারণ মানুষ এর জবাব দেবে , সিপিএম কংগ্রেসেরও একই বক্তব্য।

কংগ্রেস আজ কি বলতে চাইছে ঃ শশী পাঁজা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চ ঃ কংগ্রেসের মুখপাত্র কৌস্তভ বাগচী তার বক্তব্যে শুধু মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নন একজন নারীকে যেভাবে অসম্মান করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস তার করা সমালোচনা করেছে। দলের মুখপাত্র শশী পাঁজা আজ কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন ২০১১ সালের আগে বামপন্থী নেতাদের বিরুদ্ধে কিছু বললে খুন হয়ে যেতে হতো। কিন্তু বর্তমান সরকার গণতন্ত্র ও আইন মেনে ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে তিনি জানান। লোকসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি যখন সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে বলেছিলেন তখন তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সংসদরা তার প্রতিবাদ করেছিল বলে তিনি জানান। কিন্তু কংগ্রেস আজ কি বলতে চাইছে সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

কৌস্তভ বাগচীর মুক্তির দাবিতে হাওড়াতেও বিক্ষোভ কংগ্রেসের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ মার্চ ঃ কৌস্তভ বাগচীর গ্রেফতারির প্রতিবাদে হাওড়াতেও বিক্ষোভ কংগ্রেসের। কৌস্তভ বাগচীর গ্রেফতারির প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে বলে আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিল যুব কংগ্রেস। শনিবার দুপুরে হাওড়াতেও বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শুভ্রজ্যোতি দাসের নেতৃত্বে এদিন মধ্য হাওড়া কংগ্রেস কমিটির তরফে হাওড়ায় প্রতিবাদ হয়। অবিলম্বে কৌস্তভ বাগচীকে জামিনের দাবি তোলা হয়। শুভ্রজ্যোতি দাস বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যে মন্তব্য করেছিলেন কৌস্তভ বাগচী তার মৌখিক প্রতিবাদ করেছিলেন। তার জন্য পুলিশ অন্যায় ভাবে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। এর বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আন্দোলনে নামা হযেছে। আমাদের দাবি কৌস্তভকে নিঃশর্তে মুক্তি দিতে হবে। রাজ্যে বিভিন্ন বোর্ডের পরীক্ষা চলছে বলে আমরা আংেদালনের সময় রাস্তা অবরোধ বা মাইক ব্যবহার করা হযনি। উল্লেখ্য, শনিবার ভোরে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী তথা কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচীর বাড়িতে হানা দেয় কলকাতা পুলিশ। তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

বি সি রায় হাসপাতালে ফের মৃত্যু ৬ মাসের শিশুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চ ঃ গোটা রাজ্যজুড়ে প্রতিদিন একের পর এক শিশুর মৃত্যুর ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। শনিবার বি সি রায় হাসপাতাল থেকে ফের এক ৬ মাসের শিশুর মৃত্যুর খবর সামনে এল। হাসপাতাল সূত্রে খবর, মৃত শিশুটির বয়স ছ'মাস। সে কল্যাণীর বাসিন্দা। গত কয়েকদিন ধরেই জ্বর, সর্দি, কাশি নিয়ে ভুগছিল। এরপর কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় শিশুটিকে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি বি সি রায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এরপর এদিন ভোর চারটে নাগাদ মৃত্যু হয় শিশুটির। লাগাতার শিশুমৃত্যু রুখতে সর্বক্ষণ খোলা রাখা কংঃ ট্রোল রুম । একটি ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখা হেল্পলাইন নম্বরও চালু করা হয়েছে। টোল ফ্রি নম্বরটি হল ১৮০০-৩১৩-৪৪৪-২২২। সাধারণ মানুষরা এই হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে এই সংক্রান্ত উদ্বেগের কথা জানাতে পারবেন এবং হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজন কি না, তাও জানাতে পারবেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী স্টেশন সবার জন্য একটি চোখের চিকিৎসা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ০৪ মার্চ ঃ অরেঞ্জ লাইনের সমস্ত পাঁচটি মেট্রো স্টেশন, অর্থাৎ কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রসারিত যা প্রথম পর্যায়ে জনসাধারণের জন্য শীঘ্রই খোলা হতে চলেছে বাংলার আলোকিত ব্যক্তিদের নামে নামকরণ করা হয়েছে। বিখ্যাত কবি, লেখক, গায়ক, প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা সকলকেই ভারতীয় রেলওয়ের দ্বারা অনন্য উপায়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। এই করিডোরের একটি স্টেশনের নামকরণ করা হয়েছে বিখ্যাত বাঙালি লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নামে।জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী মেট্রো স্টেশনটি উভয় প্রান্ত থেকে ৫.৪কিমি প্রসারিত পাঁচটি স্টেশনের মধ্যে তৃতীয় স্টেশন হতে চলেছে। এই স্টেশনটি কলকাতার কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রথম ক্রমবর্ধমান এলাকা যেমন সন্তোষপুর, মুকুন্দপুর, পূর্বলোক এবং অজয় নগর বহির্ভূত ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের লোকেদের পরিষেবা দেবে। মেট্রো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারিও এই স্টেশন সংলগ্ন। এই স্টেশনটি রোগী ও স্বজনদের দীর্ঘদিনের দাবিও পূরণ করবে কারণ নিকটবর্তী মুকুন্দপুর এলাকায় কয়েকটি বিশিষ্ট বেসরকারি হাসপাতাল অবস্থিত। কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন হল একটি বহুমুখী স্টেডিয়াম যা মূলত ফুটবল ম্যাচের জন্য ব্যবহৃত হয়, যেটি এই স্টেশনের কাছেই অবস্থিত। তাই এখানে নামার পর সহজেই স্টেডিয়ামে পৌঁছাতে পারবেন ফুটবলপ্রেমীরা।নবনির্মিত জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী মেট্রো স্টেশনে অত্যাধুনিক যাত্রী সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এই স্টেশনে ৮ টি এসকেলেটর, ৪ টি লিফট দেওয়া আছে। এর বাইরে ০৬টি পাবলিক সিঁড়িও থাকবে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী স্টেশনেও ১৮০ মিটার দৈর্ঘ্যের দুটি প্রশস্ত প্ল্যাটফর্ম থাকবে। যাত্রীদের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত টিকিট কাউন্টার, বসার বেঞ্চ, প্রাথমিক চিকিৎসা কক্ষ, মহিলাদের জন্য টয়লেট, ভদ্রমহিলা এবং দিব্যাঙ্গজন, পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড, সিসিটিভি নজরদারি ব্যবস্থা, জরুরি

আলোর ব্যবস্থা থাকবে। অন্ধদের জন্য স্পর্শকাতর মেঝে সূচক। এগুলি ছাড়াও, এই স্টেশনে অত্যাধুনিক ধোঁয়া উত্তোলন, আগুন সনাক্তকরণ এবং দমন ব্যবস্থা রয়েছে। এই স্টেশনটিও সুন্দরভাবে ম্যুরাল এবং পেইন্টিং এবং শিল্পকর্ম দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। নান্দনিকভাবে ডিজাইন করা এই স্টেশনটি অবশ্যই শুধুমাত্র একটি অনন্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতাই দেবে না বরং একজনের চোখ এবং ক্ষতবিক্ষত স্নায়ুকে প্রশমিত করবে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী স্টেশন এখন প্রস্তুত, এই স্টেশনে স্বাগতম।

রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চ ঃ রাজ্য সরকার প্রস্তাবিত সুন্দরবন মাস্টার প্ল্যানের রূপরেখা ও খরচ নির্ধারণ করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি দপ্তরকে খসড়া খরচের পুনর্মূল্যায়ন করার পরে পৃথকভাবে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কৃষি বিপণন, ক্ষুদ্র সেচ, সুন্দরবন উন্নযন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মতো পনেরোটি দপ্তরকে আগামী ১৫ই মার্চের মধ্যে এই রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য সুন্দরবন এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয় জল, বাঁধ সংস্কার ও তাদের আয় বৃদ্ধির মত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এই জন্য প্রাথমিকভাবে খরচ ধরা হয়েছে ১৯ হাজার ৪৭০ কোটি টাকা।

পুলিশের উদ্যোগে দামী ফোন ফিরে পেলেন বৃদ্ধ দম্পতি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ মার্চ ঃ পুলিশের উদ্যোগে দামী ফোন ফিরে পেলেন বৃদ্ধ দম্পতি। এক বয়স্ক ব্যক্তির হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে তাঁর হাতে তুলে দিল হাওড়া সিটি পুলিশের বালি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, এদিন দুপুর তিনটের সময় শ্যামল কুমার সান্যাল নামের এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বালি থানায় এসে লিখিত অভিযোগ জানান। তিনি পুলিশকে বলেন, বালির রাসবাড়ি এলাকায় এক আত্মীয়ের বাড়ি তাঁরা আসেন এদিন দুপুরে। যখন তাঁরা ওই আত্মীয়ের বাড়ি যান তখন মোবাইলটা ট্যাক্সিতে ফেলে গিয়েছিলেন। এরপর বালি থানার পুলিশ নিজেদের সোর্স কাজে লাগিয়ে মোবাইলটি উদ্ধার করে। বিকেলেই তাঁদের ছেলের দেওয়া মোবাইল ফোন শ্যামলবাবুর হাতে তুলে দেয় পুলিশ। পুলিশের এই ভূমিকায় খুশি ওই বৃদ্ধ দম্পতি।

শ্যামপুরের খাড়ুবেড়িয়া অঞ্চলে উদ্ধার অসুস্থ পেঁচা

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ৪ মার্চ ঃ শনিবার সকাল ১০ টা নাগাদ শ্যামপুরের খাড়ুবেড়িয়া অঞ্চলের ২ নম্বর ব্লকের কৃষ্ণপুর ফুটবল মাঠ থেকে শুভদীপ মন্ডল ওয়াইল্ড লাইভ রেসকিউ টিম অফ শ্যামপুর গ্রুপ বন্যপ্রাণ উদ্ধারকারী সদস্য রবি ভৌমিক কে ফোন করে জানাই একটি পেঁচা রাস্তার ধারে পড়ে রয়েছে,খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ওয়াইল্ড লাইভ রেসকিউ টিম অফ শ্যামপুর গ্রুপে সদস্য কুমার তমাল মন্ডল, এরপর রাস্তাথেকে পেঁচা টিকে উদ্ধার করে। এবং লক্ষ্মী পেঁচাটিকে লক্ষ্য করে পেঁচাটি খুবই অসুস্থ, মুখ থেকে রক্ত ঝরছে,অনুমান করা হয় অন্য কোনো পাখির সঙ্গে পেঁচাটি মারামারি করে আহত হয়, অথবা গাছ থেকে পড়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। পরিবেশকর্মী তমাল কুমার মন্ডল পেঁচাটিকে নিজের কাছে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণে রাখে।পরবর্তীকালে উলুবেড়িয়া রেঞ্জার অফিসার রাজেশ মুখোপাধ্যায় কে ফোন করে পুরো বিষয়টা জানান, দেরি না করে ওয়াইল্ড লাইভ রেসকিউ টিম অফ শ্যামপুর গ্রুপ সদস্য। বনদপ্তরের কর্মীরা পেঁচাটিকে প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্র গড়চুমুকে নিয়ে যায় এবং বনবিভাগের কর্মীরা জানান অসুস্থ পেঁচাটির চিকিৎসা প্রয়েজন।

ডোমজুড়ে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ মার্চ ঃ হাওড়ার ডোমজুড়ের প্রশস্থ কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির পরিচালন সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সব আসনে জয় পেল শাসক দল। এই সমবায় সমিতিতে ৪২টি আসনের সবকটিতেই জয়ী হয়েছে তারা। বিরোধীরা অবশ্য কোনও প্রার্থী দিতে পারেনি বলে জানা গেছে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি এখানে মনোনয়নপত্র জমা দেবার শেষ দিন ছিল। শনিবার ছিল নির্বাচন। বিরোধী প্রার্থী না থাকায় ৪২টি আসনের সবকটিতেই জয়ী হয় তৃণমূল।

চুরি যাওয়া মোটর সাইকেল টি উদ্ধার করলো পুলিশ জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৪ মার্চ ঃ সিসিটিভি ক্যামেরার সূত্র ধরে চুরির কিনারা করলো পুলিশ জয়নগরে।বহড়ুর স্টেশন মোড়ের একটি মোটর সাইকেল গ্যারেজ থেকে চুরি হয়ে যাওয়া একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করলো পুলিশ। তবে চোর পলাতক।গত ২৬ শে ফেব্রুয়ারী জয়নগর থানার বহড়ু স্টেশন মোড়ের একটি মোটর সাইকেল গ্যারেজ থেকে একটি মোটর সাইকেল চুরি হয়ে যায়।আর তার পরেই ওই দিনই গ্যারেজ মালিকের পক্ষ থেকে জয়নগর থানায় গাড়ি চুরির অভিযোগ দায়ের করা হয়। আর তার পরেই জয়নগর থানার পুলিশ তদন্তে নেমে ওই গ্যারেজের সিসিক্যামেরার ফুটেজ দেখে চোর ও মোটরসাইকেল টি চিহ্নিত করে। এবং তদন্তের সূত্র ধরে শুক্রবার কুলতলি থানা এলাকা থেকে চুরি যাওয়া মোটরসাইকেল টি উদ্ধার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। তবে ঐ মোটর সাইকেল চোরটি পলাতক। তাঁর খোঁজ চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল।তবে এত দ্রুত তৎপরতার মধ্যে দিয়ে মোটর সাইকেল টি উদ্ধার করায় পুলিশকে ধন্যবাদ জানান ঐ মোটর সাইকেল গ্যারেজের মালিকপক্ষ।

দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এইচএসপিডিপির দুই বিধায়ক, সরকার গঠনে কনরাডকে করবেন সমর্থন

শিলং, ৪ মার্চ ঃ কনরাড সাংমা নেতৃত্বাধীন এনপিপিকে সরকার গঠনে সমর্থন করার সিদ্ধান্তে অটল এইচএসপিডিপির দুই বিধায়ক মেথোডিয়াস ডখার এবং শাকলিযার ওয়ারজরি। দুই বিধায়কের এই সিদ্ধান্তে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে দুই প্রেসার গ্রুপ হিনিউট্রেপ ইয়ুথ কাউন্সিল (এইচওয়াইসি) এবং হিনিউট্রেপ ইংটিগ্রেটেড টেরিটোরিযাল অর্গানাইজেশন (এইচআইটিও)। ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর কনরাড কঙ্গাল সাংমা নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল পিপলস ফ্রন্ট (এনপিপি)কে সরকার গঠনে দলের দুই বিধায়ক মেথোডিয়াস ডখার এবং শাকলিযার ওয়ারজরি সমর্থন করবেন বলে লিখিত প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন হিল স্টেট পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টির সভাপতি কেপি পাংনিযাং। কিন্তু গতকাল রাতে আচমকা একটি চিঠি পাঠিয়ে দুই বিধায়কের সমর্থন সংবলিত প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে এনপিপিপ্রধান তথা মুখ্যমন্ত্রী কনরাডের কাছে পাঠান এইচএসপিডিপির সভাপতি। কিন্তু এনপিপিকে সরকার গঠনে যে দুই বিধায়ক সমর্থন করবেন না বলে এইচএসপিডিপির সভাপতি প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, সেই দুই বিধায়ক মেথোডিয়াস ডখার এবং শাকলিযার ওয়ারজরি সরকার গঠনে এনপিপিকে সমর্থন করার সিদ্ধান্তে অটল রয়েছেন। এদিকে দুই বিধায়ক তাঁদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করায় প্রচণ্ড ক্ষেপে উঠেছেন দুটি প্রেসার গ্রুপ হিনিউট্রেপ ইয়ুথ কাউন্সিল (এইচওয়াইসি) এবং হিনিউট্রেপ ইন্টিগ্রেটেড টেরিটোরিযাল অর্গানাইজেশন (এইচআইটিও)-এর কর্মকর্তারা। সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, শিলঙের মটফ্রানে এইচওয়াইসি এবং এইচআইটিওর কর্মকর্তারা এনপিপিকে সরকার গঠনে আঞ্চলিক দল এইচএসপিডিপির দুই বিধায়কের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে নিন্দা করতে এক সভা করেছেন। সভার পর তারা এক প্রতিবাদী মিছিলও করেছেন আজ। এদিকে, 'কা সুর ইউ পেইডবাহ কা ব্রি ইউ হাইনিউট্রেপ' নামে আরেক খাসি সংগঠনও আজ শনিবার এইচএসপিডিপির দুই বিধায়কের এনপিপিকে সমর্থনের প্রতিবাদে মওলাই ফুদমুরির মদন হেহ তে এক সভা করেছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ৬০ বিধায়কবিশিষ্ট মেঘালয় বিধানসভা নির্বাচনে ৫৯টি আসনে ভোট হয়েছে। ভোটে বিজয়ীদের সংখ্যা যথাক্রমে ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি) ২৬, বিজেপি ২, আঞ্চলিক দল হিল স্টেট পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্ট্রি (এইচএসপিডিপি) ২, নির্দলীয় ২, আঞ্চলিক দল পিপলস ডেমোক্র্যাটিক ফ্রনট (পিডিএফ) ২, আঞ্চলিক দল ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (ইউডিপি) ১১, ভয়েস অব দ্য পিপল পার্টি (ভিপিপি) ৪, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ৫ এবং তৃণমূল কংগ্রেস ৫। একটি আসন ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (ইউডিপি)'র প্রার্থী এইচডিআর লিংডোহের মৃত্যুতে সোহিয়ং বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ স্থগিত করা হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৯৪ সংখ্যা, রবিবার, ২০ ফাল্গুন ১৪২৯

বিপ্লববাদের সেরা পীঠস্থান বাংলা

সম্পাদকীয় ১

বাংলা বিপ্লববাদের সেরা পীঠস্থান এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলার বিপ্লব নিয়ে একটি মহাভাতের মতো বই রচনা করা সম্ভব হয়ে যেতে পারে। বাংলার বিপ্লববাদের কথা বলতে গেলেই প্রথমেই বাংলার সেই যুগের কথাকে উত্থাপন করতে হয় যেযুগে বাংলার সাধারণ মানুষ একজনকে পছন্দ করে রাজা করেছিল এবং তাঁর হাতে বাংলাকে পরিচালনা করা দায়িত্ব দিয়েছিল। এটাই প্রথম গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা শুভ লক্ষণ বলা যেতে পারে। তখন গণতন্ত্র বলে কোনও কথা আবিস্কার হয়নি। রাজতন্ত্র ছিল বাংলার শাসন ব্যবস্থা। তার ফলে রাজাকে জনগণ দ্বারা পছন্দ করে আসনে বসার অধিকার বাংলা থেকে শুরু হয়েছিল ভাবতে অবাক লাগে। বিপ্লববাদের শুরু তাই বাংলা থেকে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলায় তখন রাজনৈতিক অরাজকতা চলছিল। সেই অরাজকতা শাসন থেকে বাংলার মানুষ মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা একজনকে নির্বাচিত করে রাজ সিংহাসনে বসায়। তার নাম ছিল গোপাল। পাল বংশের শাসন ব্যবস্থা বাংলা চালু করেছিল বাংলার জনগণ। এটাই গণতান্ত্রিক রাজ শাসন বলা যেতে পারে। রাজা গোপাল জনগণের দিকে তাকিয়ে শাসন করে গিয়েছিলেন। তারপরে তাঁর ছেলে ধর্মপাল এসে বাবার শাসনকে আরও শক্তিশালী করেছিলেন। বাংলা সুনাম তখন সারা ভারতব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। রাজ বংশ থেকে কোনও সন্তান সিংহাসনে বসেনি। অতি সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসেছিলেন গোপাল। আর তাকেই রাজা বলে গ্রহণ করে নিয়েছিল বাংলার জনগণ। এটাই হচ্ছে বাংলার গণতান্ত্রিক চেতনার স্বরূপ। বাংলার জনগণ সব সময়ে চাইছিল বাংলা শাসন ব্যবস্থায় যাতে কোনও গলদ না থাকে। বাংলায় যখনই শাসন ব্যবস্থায় গলদ দেখা দিয়েছে তখনই বাংলা ঘুরে দাঁড়িয়েছে বা রুখে দাঁড়িয়েছে। বাংলায় এক সময়ে তন্ত্র সাধনার পীঠস্থান ছিল। সেখানে কোনও প্রেম ধর্ম ছিল না। ছিল পুরোহিততন্ত্র। তাদের হাতে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আর্থিক ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। তার ফলে সমাজের নিচু স্তরের মানুষেরা খুবই কষ্ট পেতে থাকে। মঙ্গলকাব্যের যুগে বাংলার মানুষ খুব একটা আহামরি অবস্থায় বসবাস করতো না। তখন তন্ত্র সাধনা এত বেশি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাংলার মানুষ নতুন দিশা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে শুরু করে। ঠিক সেই সময়ে কবি জয়দেব বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণপ্রেমকে নিয়ে এলেন। কবি জয়দেব রচনা করলেন 'গীতগোবিন্দম' কাব্য। তখন হাতে হাতে লড়াই করে বিপ্লব সংগঠিত হতো না। তখন মানসিক শক্তি দিয়ে অশুভ শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে হতো। আমরা বাংলার ইতিহাসের পাতা খুললে দেখতে পাবো বারাবার বাংলায় বিপ্লবের সূচনা হয়েছে। সেই বিপ্লব এসেছে কোনও সময়ে রাজনৈতিক পথ ধরে। আবার কোনও সময়ের সাহিত্যের পথ ধরে।

কিভকে ঘিরে রুশ বাহিনীর আক্রমণ

সম্পাদকীয় ২

পোল্যাণ্ড বিমান বন্দরের পাশ ঘেঁষে রাশিয়ার বিমান বাহিনী আক্রমণ শানাতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে প্রায় বারো তের লক্ষ ইউক্রেন শরনার্থীরা হয়েছে। তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে পোল্যাণ্ড পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে নেটো বাহিনীর বিমান। যদিও তারা কিন্তু যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করছে না। কেবল মাত্র মহড়া চালু রেখেছে। আমেরিকা পরিস্কার করে বলে দিয়েছে পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হলে তারা কিন্তু চুপ করে বসে থাকবে না। তারাও পাল্টা আক্রমণ করতে শুরু করবে। কিভের মেয়র ভিটালি ক্লিৎসকো বলেছেন, শত্রুরা হামলা করতে শুরু করে দিয়েছে। দূরে কালো ধোঁয়ার মধ্যে সেন্ট্রাল কিভ দাঁড়িয়ে রয়েছে। এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম চালু রয়েছে বলে কিভকে রক্ষা করা গিয়েছে। নাহলে বহু বাড়ি নষ্ট হয়ে যেত রুশ হামলায়। কিভ শহরের প্রবেশ পথগুলিকে আটকে রেখে দিয়েছে রুশ বাহিনী। তারা আকাশ পথ ধরে কিভের ওপরে হামলা করতে শুরু করেছে বটে। কিন্তু শহরের মধ্যে প্রবেশ করতে ভয় পাচ্ছে। কারণ ইউক্রেন সেনারা গেরিলা আক্রমণ করে রাশিয়ার বহু ট্যাঙ্ক ধ্বংস করে দিয়েছে। রুশ সেনাদের আতর্কিতে হামলা করে মারতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে রুশ বাহিনী হঠাৎ করে এগিয়ে যেতে পারছে না। ইউক্রেনকে রাশিয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। নেটো যা করতে পারলো না ইউক্রেন সেনারা তা করে দেখাবে বলে বিশ্বাস করেন জেলেনস্কি। বিশেষ সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন বড় শহরগুলিকে আক্রমণ করতে গিয়ে যেন ভারি অস্ত্র ব্যবহার করার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এবারে সিদ্ধান্ত সম্মতি দান করেছ। ইউক্রেন এয়ার কন্ট্রোল সিস্টেমের কাছে পরাস্ত হতে হচ্ছে রুশ বায়ু সেনা বাহিনীদের। সেখানে হতাহতের সংখ্যা খুবই বেশি। এয়ার নিয়ন্ত্রণ আক্রমণ সচল থাকার ফলে সহজে ইউক্রেনের আকাশ পথে প্রবেশ করা সম্ভব হচ্ছে না। তার ফলে মূল শহরে এখন রুশ সেনারা প্রবেশ করতে পারেনি। সময় হাতে নিয়ে রাখতে হচ্ছে বলে রুশ সেনা আধিকারিকেরা বলতে শুরু করেছেন। তবে খুব দ্রুত তারা কিভ শহরে প্রবেশ করবে। এদিকে বৈঠক চলাকালীন আক্রমণ বন্ধ রাখতে আর্জি করেছে ইউক্রেন প্রতিনিধিরা। ক্রেমলিন জানিয়েছে চিনের কাছে রাশিয়া হাত পাতেনি। ইউক্রেনকে শায়েস্তা করার মতো শক্তি রাশিয়ার আছে। তার জন্য কারোর কাছে হাত পাততে হবে না।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

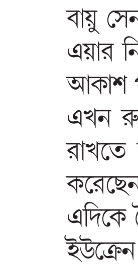

রম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেংদ্র করে সারা জগত প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত পতি। তিনি আছেন বলে সবাই সুস্থভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগ রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। ঠাকুর বলতেন, মা ভবতারিণীর পুজো করতে হবে। ভবতারিণী জগতমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তবেই তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন। পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণের জোরে সবাই জগতে টিঁকে রয়েছে। না হলে এই পৃথিবীতে কেউই চিরকারে জন্য বসবাসহীন হতো। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ। তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে।

শহীদ শতবর্ষে বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা

রবীন্দ্র কুমার শীল

(২০২৩ সাল বিপ্লবী গোপীনাথ সাহার অত্মত্যাগের শতবর্ষ। ১৯২৪ সালে ১ মার্চ তাঁর ফাঁসি হয়েছিল আলিপুর জেলখানায়। তখন তাঁর বয়স ছিল আঠারো বছর চার মাস। প্রায় শহিদ ক্ষুদিরামের সমবয়সী বলা

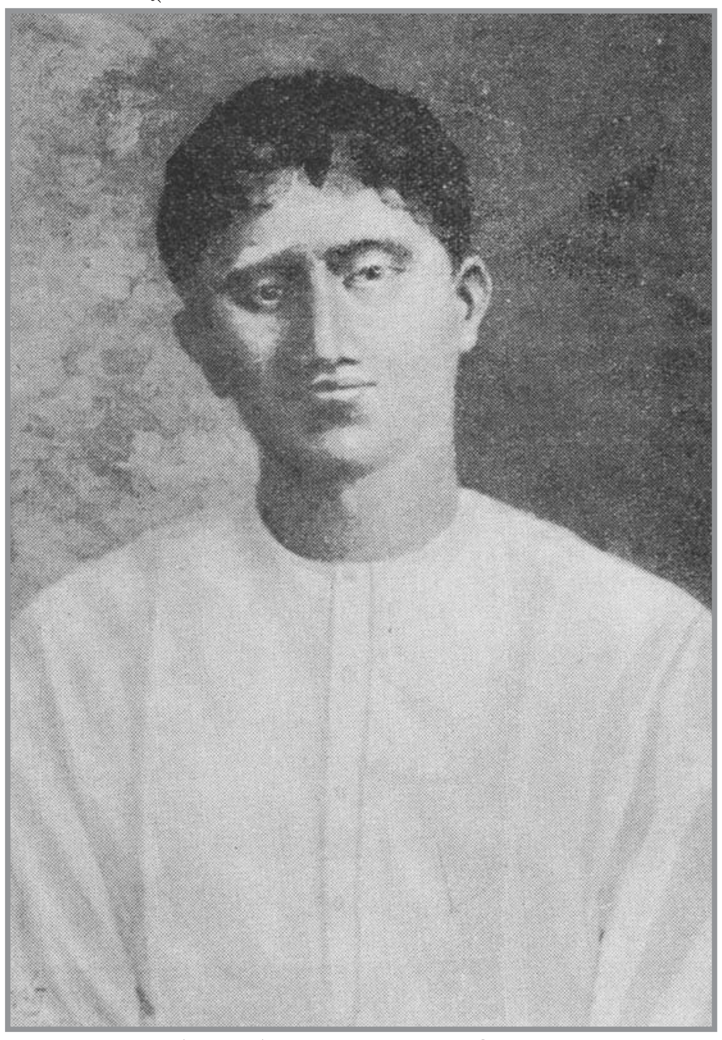

যেতে পারে। চালর্স টেগার্টের ওপরে বিপ্লবীদের একটা রাগ ছিল। সেই রাগে বশবর্তী হয়ে বিপ্লবীরা তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা রচনা করে। তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য বিপ্লবীরা নিয়োগ করেছিল গোপীনাথ সাহাকে। তবে চালর্স টেগার্ট খুব সাহসী পুলিশ কমিশনার ছিলেন। তাঁর মৃত্যু ভয় একেবারে ছিল না। বারবার তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা রচনা করে বিপ্লবীরা ব্যর্থ হয়। গোপীনাথ নজরুলের খুব ভক্ত ছিলেন। শোনা যায় পোগীনাথকে গোপনে বন্দুক চালানো প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন কবি নজরুল। কারণ একটি সময়ে নজরুল গোপনে হুগলিতে গিয়ে বিপ্লবীদের বন্দুক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। নজরুলের সেনা বাহিনীতে যোগদান করাটাও বিপ্লবীদের পবিকল্পনার দ্বারা রচিত। ইংজের সরকার সেনা বাহিনীতে 'বেঙ্গল রেজিমেন্ট' ভেঙে দিলে নজরুলের চাকরি যায়। নজরুলের বিপ্লবী শিক্ষাগুরু ছিলেন বিপ্লবী নিবারণ ঘটক। তিনি ব্রিটিশ সরকারের হাতে ধরা পড়লে নজরুলের মাসিক শিক্ষা বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কারণ সে তখন নিবারণ ঘটক কথা শুনে চলতো। পরে সরকার তাঁর বৃত্তিকে ফেরৎ দেয়। আরও জানতে পারা গিয়েছিল গোপীনাথ সাহার সঙ্গে চন্দননগরের বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। পিস্তলটা গোপীনাথের হাতে তুলে দিয়েছিল চন্দননগরের বিপ্লবী দল। আলিপুর জেলে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যা করার সময়ে চন্দননগর গোষ্ঠী স্পিল কারাগারের মধ্যে পৌঁছে দিয়েছিল। সেই পিস্তল দিয়ে সত্যেন বোস এবং কানাই লাল দত্ত রাজসাক্ষী নরেনকে হত্যা করে।)

১৯০৫ সালে ৭ অক্টোবর গোপীনাথ সাহা জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ছিল বিজয়কৃষ্ণ সাহা। মাতার নাম ছিল সুরবালা সাহা। স্বামীর আকস্মিক মৃত্য হলে নাবালক গোপীনাথকে বিজয়কৃষ্ণ সাহার পৈতৃত বাড়ি শ্রীরামপুরের অক্সফোর্ড স্ট্রীটে (আধুনা ক্ষেত্রমোহন সাহা স্ট্রিট) চলে আসেন। পোপীনাথ সাহারা ছিলেন চার ভাই। বড়জন শ্যামসুন্দর, মেজ মদনমোহন, গোপীনাথ এবং বিশ্বনাথ। গোপীনাথকে ইউনিয়ন ইন্সটিটিউশনে ভর্তি করে দেওয়া হল। কিন্তু স্কুলে ভর্তি করলে কী হবে তিনি বিপ্লবী কাজে অংশ গ্রহণ করতে এই ধরনীতে উপস্থিত হয়েছেন। সুতরাং তাঁর স্কুলে পড়াশনা আর বেশি দিন হয়নি। স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তিনি দেশের কাজ করতে শুরু করলেন। গুপ্ত সমিতির হয়ে কাজ করতে শুরু করলেন। তাঁকে বিপ্লবী মন্ত্রের দীক্ষিত করেছিলেন তাঁর স্কুলের শিক্ষক দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়। তিনি অধ্যাপক জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষের (মাস্টার মশাই) কাছে গোপীনাথকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন বাংলার বিপ্লবী সমিতির সব সদস্যরাই জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে খুবই শ্রদ্ধা এবং সম্মান দিতে। গোপীনাথ সাহা আবার কলকাতার আর্তত্রাণ সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনি আবার বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর যুগান্তর দলের সদস্য ছিলেন। পরিচয় ছিল ভগৎ সিং, শচীন্দ্রনাথ স্যানাল সহ বিপ্লবীদের সঙ্গেও। তখন বাংলার জুড়ে অংশ গুপ্ত সমিতির গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গিয়েছে। বরাহনগর গোষ্ঠী, মধ্য কলিকাতা গোষ্ঠী, চাঁপাতলা গোষ্ঠী, মলঙ্গা লেন গোষ্ঠী, শিবপুর গোষ্ঠী, চন্দননগর গোষ্ঠী, হাওড়া গোষ্ঠী, মেদিনীপুর গোষ্ঠী। এত গোষ্ঠী তৈরি হলেও কিন্তু সবার মধ্যে মিলমিশ ছিল। প্রয়োজন হলে সবাই সবার কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল না। বাংলা থেকে যখন অরবিন্দ ঘোষ বিপ্লবী আন্দোলন ত্যাগ করে পণ্ডিচেরী চলে গেলেন তখন সেই শূন্য স্থান পূরণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন রাসবিহারী বোস ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)। বাঘা যতীনের কাজ ছিল বাংলা থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে ইংবেজের সঙ্গে লড়াই করা। কারণ বাংলা তখন ইংরেজদের মূল ঘাঁটি ছিল। আর বাংলার বাইরে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন রাসবিহারী বোস। তবে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করার দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি রডা কোম্পানি অস্ত্র সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেন বাঘা যতীন। তার থেকে প্রমানিত হয় তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মারা যেতেই কিন্তু বিপ্লবীরা নড়েচড়ে বসলো। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে চালর্স টগার্টকে এবারে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। এছাড়া আর কোনও বিকল্প পথ খোলা নেই। এমন একজনকে বাছাই করতে হবে যাকে বিপ্লবী দলের সদস্যরা বেশি চেনে না। খুবই অল্প চেনে এবং যে বিপ্লবী দলের কাউকে বেশি জানে না। যদি সে ব্যর্থ হয় তাহলে সে কিন্তু ধরা পড়লে কারোর নাম ব্যক্ত করতে পারবে না। তাঁর ওপরে অকথ্য অত্যাচার নেমে আসবে। সেই অত্যাচারে সে কারা কারা তার সঙ্গে রয়েছে কোনও বিপ্লবী দলের সঙ্গে জড়িত রয়েছে তা বলে দিতে পারে। তার ফলে সবাইয়ের গ্রেফতার হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। সেই কারণে চালর্স টেগার্টকে মারতে গেলে দরকার হচ্ছে দক্ষ, চতুর, বুদ্ধি মান এবং শক্তিশালী তরুণ বিপ্লবী। খোঁজ খবর নেওয়া শুরু হয়ে গেল। গোপীনাথ সাহা চুঁচুড়াতে গভীর বনজঙ্গলে গিয়ে অস্ত্র প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেছেন। তবে সব কিছুই কিন্তু বিপ্লবী নেতার নির্দেশে পরিচালিত হতো। তাঁর কথাকে সবাই মান্য করতো। গোপীনাথ সাহাও চুঁচুড়ার গভীর জঞ্জলে প্রবেশ করে অস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। শুরু হয়ে যায় প্রস্তুতি পর্ব। চার্লস টেগার্ট হত্যা পর্ব। ১৯২৪ সালের ১২ জানুয়ারি ভোর বেলায় চৌরঙ্গী এলাকায় টার্লস টেগার্টকে ভেবে গোপীনাথ সাহা ভুল করে আর্নেস্ট ডে'কে হত্যা করে বসলেন। গ্রেফতার হলেন গোপীনাথ। ১৪ জানুয়ারি আদালতে বিচার শুরু হল। আনন্দবাজার 'চৌরঙ্গী হত্যাকাণ্ড' শিরোনামে মামলার পূর্ব বিররণ প্রকাশ করতে শুরু করলো। তবে তঁকে দেখতে একবার টেগার্ট আদালতে গিয়েছিলেন তাঁর হত্যাকারীকে দেখতে। এতো অল্প বয়সের ছেলেরা এই রকম দুঃসাহসিক কাজ করার উৎসাহ কী ভাগে গ্রহণ করে তা ভেবে অবাক হন তিনি। কলকাতা হাইকোর্টে আবার মামলাটা শুরু হয়েছিল ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার পিটারসনের এজলাসে। এতদিন তাঁর পক্ষে কোনও উকিল ছিল না। পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কথায় গোপীনাথকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন এইচ এম বসু, এন এম চ্যাটার্জি, মিসচার ব্যানার্জি এর মতো প্রখ্যাত উকিলরা। কিন্তু গোপীনাথ যে ধরনের স্বীকারোক্তি দিতে শুরু করে দিয়েছিল তার থেকে একপাও পিছনে হাঁটতে একেবারে নারাজ ছিলেন। তিনি যে কাজ করতে রিভলবার সংগ্রহ করেছিলেন সেই কাজ সফল হয়নি বটে। তবে তিনি আশাবাদী ছিলেন যে তাঁর অসমাপ্ত কাজ তাঁর পরবর্তী দেশমাতৃকার জন্য বল্গিপ্রদত্ত তরুণরা সমাপ্ত করতে পারবে। ১৯২৪ সালের ১ মার্চ গোপীনাথের ফাঁসি দিন ধার্য করা হয়েছিল। কথা ছিল যে মরদেহ নিয়ে মিছিল করে শ্মশানযাত্রা হবে। কিন্তু ইংরেজ সরকার আগে এই নিয়ে বিস্তর ঝামেলায় পড়েছিল। কানাইলাল বোসের মৃতদেহ নিয়ে বিশাল মিছিলকে পুলিশ সামাল দিতে পারেনি। সেই কারণে সত্যেনকে কারাগারেই পোড়ানো হয়েছিল। সেটাই হল। গোপীনাথের মরদেহ জনতার হাতে তুলে দেওয়া হল না। কারাগারে তাঁকে পোড়ানো হল। সুভাষচন্দ্র বোস তখন সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর উত্তরীয় সংগ্রহ করে গলায় জড়িয়ে নিয়ে রাস্তায় শোক মিছিল করে হরিশ পার্কের দিকে রওনা হন।

রয়ে গেল সৃষ্টি, চলে গেলেন সৃষ্টিকর্তা

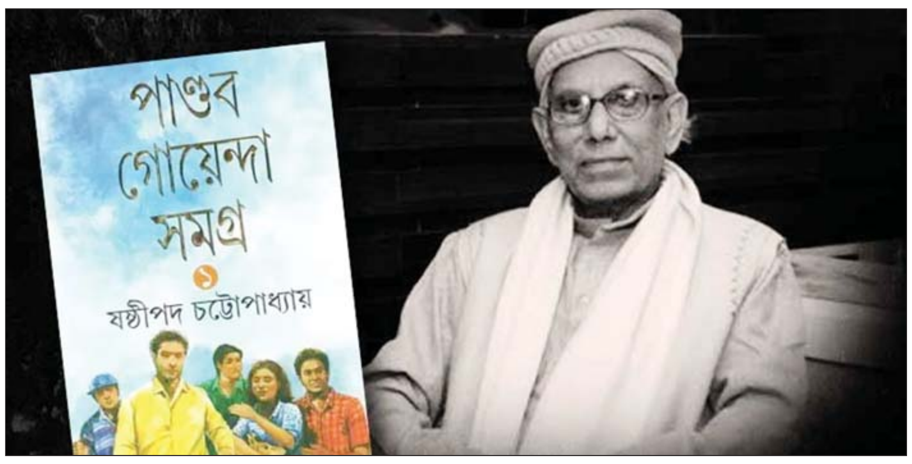

বিশেষ প্রতিনিধি

কথা সাহিত্যিক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ইহলোক ত্যাগ করলেন। বাংলার সাহিত্য আসন ক্রমশ শূন্য হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। কীভাবে তা ভরাট হবে তা কিন্তু কেউ বলতে পারছে না। বাংলার বই এর হাল একেবারে খারাপ বলা যেতে পারে। তার ওপরে আর নতুন করে বাংলার সুসাহিত্যিক পাদপ্রদীপের সামনে এসে উপস্থিত হতে পারছে না। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বহু বাঙালি সাহিত্যিক চলে যেতে শুরু করে দিয়েছেন। সেই সব খালি আসন পূরণ করার মতো কোনও শক্তিশালী বাঙালি লেখক তৈরি হচ্ছে না বলে আক্ষেপ করতে শুরু করে দিয়েছে সাহিত্য মহল। ভরাট বাংলায় এখন জোয়ার দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। ঠিক সেই সময়ে চলে গেলেন বাংলার বিখ্যাত আর একজন সাহিত্যিক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়। হাওড়া জেলার খুরুট ষষ্ঠীতলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলেই তাঁর পিতামাতা ষষ্ঠীপদ নামটি তাঁকে দিয়েছিলেন। জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৪১ সালে ৯ মার্চ। আর পরলোগমন করলেন ৩ মার্চ ২০২৩ সালে। তাঁর জন্ম এবং মৃত্য মাস একই থাকলো। রহস্য এবং গোয়েন্দা কাহিনী লিখে তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর সৃজনশীল জনপ্রিয় কাহিনী পাণ্ডব গোয়েন্দা শিশুদের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করে। শুধু মাত্র শিশু কিশোর মাত্র কাছে কেন সবার কাছে এই পাণ্ডব গোয়েন্দা অতি প্রিয় সাহিত্যে পরিণত হতে শুরু করে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা যেমন বাংলায় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল ঠিক সেই রকমভাবে 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' একটি সময়ে জনপ্রিয় শিশু কিশোর সাহিত্যে পরিণত হয়। তাঁর সেরা রহস্য কাহিনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'সোনার গণপতি হীরের চোখ', 'কাকাহিগড়. অভিযান', 'সেরা রহস্য পঁচিশ', 'সেরা গোয়েন্দা পঁচিশ', 'কিবদন্তীর বিক্রমাদিত্য' ইত্যাদি। তিনি একটি বিখ্যাত বাংলা দৈনিক পত্রিকার রবিবাসরীয় সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৮১ সালে তিনি সাহিত্যে পাণ্ডব গোয়েন্দার উপস্থিত করালে কিশোর মহলে হইচই পড়ে যায়। পাণ্ডব গোয়েন্দা ছাড়াও প্রাইহভেট ডিটেকটিভ অম্বর চ্যাটার্জি, কিশোর গোয়েন্দা তাতার জনপ্রিয় হয়েছিল। বাঙলা সাহিত্যে বহু বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্র এসে উপস্থিত হয়েছে। তার মধ্যে সেরা স্থান অধিকার করেছিল কিরীটা রায়, শরদিন্দু'র ব্যোমকেশ, সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা সহ আরও বেশ কয়েকটি চরিত্র। ২০১৭ সালে তিনি বাংলা আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। প্রথমে 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকাতে তিনি যোগদান করেছিলেন। সেখান থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁক কর্ম জীবন। তারপরে তিনি রমাপদ চৌধুরী এবং সাগরময় ঘোষের অনুরোধে আনন্দবাজার পত্রিকাতে যোগ দিয়েছিলেন। পরে তিনি ভারতীয় রেলে কাজ করেন এবং ঘাটশিলায় কর্মসূত্রে থাকতে লাগলেন। ঘাটশিলাকে তিনি ভালোবেসে ফেলেছিলেন। তিনি এই ঘাটশিলাকে একটি তীর্থক্ষেত্র বলে মনে করেতন। তাঁর কারণ এই ঘাটশিলাতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতেন এবং অমর সাহিত্য রচনা করেছিলেন যার নাম 'আরণ্যক' উপন্যাস। ঘাটশিলার প্রাকৃতিক রূপে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। লিখতে শুরু করলেন ভ্রমণ কাহিনী। তবে পাণ্ডব গোয়েন্দা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তিনি বলেছেন, ঘাটশিলাতে থাকার ফলে তাঁর মনের মধ্যে যে জঙ্গল দেখে ভীতি সঞ্চায় হয়েছিল এবং পাশাপাশি একটা ভালোবাসা এবং ভালোলাগার অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল যার প্রভাব পাণ্ডব গোয়েন্দা গল্পের মধ্যে পড়ে। কাহিনীকে কৌতুক এবং রহসময় করে তুলেত ঘাটশিলা অপূর্ব প্রকৃতি বেশ কাজে দিয়েছিল। প্রয়াত সাহিত্যিক রেখে গেলেন তাঁর সৃষ্ট বাবলু, বাচ্চু, বিলু, ভোম্বল, বিচ্চু ও পঞ্চুকে। এই সব চরিত্রগুলি কিন্তু একেবারে গ্রামীণ চরিত্র থেকে নেওয়া। গ্রামের ছেলেরা দুরন্ত প্রকৃতির হয়। তার একটি মাত্র কারণ তারা শৈশব থেকেই খোলামেলা প্রান্তর পেয়ে যায় একেবারে হাতের নাগালে। শহরের শিশুদের মতো সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে বেড়ে ওঠে না বা খেলাধুলা করে না। তারা বিশাল প্রান্তরে মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠে তাদের জীবন। তার ফলে তাদের দস্যিপনাও বৃদ্ধি পায়। শহরের ছেলেমেয়েরা দস্যিপনার মধ্যে একটি সীমা থাকে যা চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে যায়। কিন্তু গ্রামের ছেলেদের দস্যিপনা সীমাহীন। সেখানে তাদের জীবন চঞ্চলের চাঞ্চল্য সকলের চোখে ধরা পড়ে। আর লেখক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় তা নিয়ে শিশুদের দস্যিপনাকে কেন্দ্রীভূত করে একেবারে রহস্যঘন কৌতুম মিশ্রিত এক একটি চরিত্র নির্মাণ করেছেন এবং সেই সব চরিত্রগুলি বাংলার সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করে।

চিনের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করলেন জয়শঙ্কর

বিশেষ প্রতিনিধি

চিনের বিদেশ মন্ত্রী কিন গ্যাংয়ের সঙ্গে বৈছক করেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর। ভারত চিন সীমান্ত মীমাংসার সূত্র বের কারর ব্যাপরে দুই বিদেশ মন্ত্রী সহমত প্রকাশ করেছেন। বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বজায় রেখে দুই যাতে এক সঙ্গে কাজ করে তার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়ার দরকার। ভারত এখন এশিয়ার দিকে করে ঝুঁকে পড়তে শুরু করেছে। চিনও এখন সেই পথকে অনুসরণ করে চলছে। এদিকে রাশিয়া এশিয়ার সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করার ওপরে বেশি করে জোর দিতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে আগামি বিশ্বে এশিয়া আর অগ্রগতির দিকে ধাবিত হতে থাকবে সেটা নিশ্চিত করা যেতে পারে। ভারত চিনের সঙ্গে কোনও দ্বন্ধ নেই। একমাত্র সীমান্ত সমস্যা ছাড়া। সীমান্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে ভারত চিন সহমত পোষণ করে আর্থিক উন্নতি দিকে হাত প্রসারিত করতে পারে। তার ফলে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি হওয়ার পাশাপাশি ব্যাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরি হতে থাকবে। চিনের নয়া বিদেশ মন্ত্রী ভারত সফর দিয়ে শুরু করলেন তাঁর বৈদেশিক সম্পর্কে কূটনীতি। তিনি বলেছেন, চিন ভারত সীমান্ত সমস্যা ছাড়া আর কোনও সমস্যা আপাতত নেই। সেই কারণে তিনি সীমান্ত সমস্যার সমাধান করতে আগ্রহী। চিনের বিদেশ মন্ত্রী কিন ঝিং শুধু আগ্রহী হলে তো চলবে না, প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকেও এ ব্যাপারে আগ্রহী হতে হবে। তিনি তো গালওয়ানকে সামনে রেখে রাজনীতি করতে শুরু করে দিয়েছেন। চিনা কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলন চলাকালীন গালওয়ানকে সামনে রেখে বক্তব্য রাখতে শুরু করে দিয়েছিলেন। পরে আমরা দেখতে পেলাম চিন প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং গালওয়ান উপত্যাকায় এসে চিনা সেনাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের আর বেশি করে উৎসাহ দিয়ে গিয়েছেন। তার ফলে চিনে ভারত সীমান্তে আরও বেশি উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। জি-২০ সম্মেলনের ফাঁকে চিন বিদেশ মন্ত্রীর সঙ্গে জয়শঙ্কর বৈঠক করে নিয়েছিলেন। সেখানে তিনি চিন ভারত সীমান্ত সমস্যাকে বেশি করে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। রাশিয়া পাশে থাকায় ভারত বেশ অসুবিধা হয়ে গিয়েছে। চিন রাশিয়া ক্রমশ কাছাকছি

আসতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে ভারত কী ভূমিকা পালন করে এবং রাশিয়া কতখানি ভারতের পক্ষ নিয়ে কথা বলে তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। ১৯৬২ সালে চিন ভারত আক্রমণ করলে তখন রাশিয়া কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। আজকে যখন চিন রশিয়ারা একেবারে পাশাপাাশি তখন সেখানে রাশিয়া আবার ভারত ব্যাপারে কতখানি পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে ভারতে বিদেশ মন্ত্রক। বিদেশমন্ত্রী বলেছেন সব কিছু স্বাভাবিক থাকলে আগামি বছর চিনের বেজিং যাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেতে পারে। এদিকে পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী বিলাবলের দিল্লি আসার কথা ছিল। কিন্তু তিনি আসেননি। জি-২০ বিদেশমন্ত্রীদের সম্মেলনে পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রীকে ভারত জি-২০ সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে ছিল। ভারত কাউকে বঞ্চিত করেনি। সাবাইকে সমান মর্যাদা দিয়ে আমন্ত্রণপত্র পাঠায়। এদিকে জাপানের বিদেশমন্ত্রী জি-২০ সম্মেলনের যোগদান না করলেও কোয়াড বৈঠকে এসে উপস্থিত হয়েছেন। জাপানের বিদেশমন্ত্রী ইয়োশিমাসা হায়াশি রাতের বেলায় দিল্লিতে এসে উপস্থিত হন। এই কোয়াড বৈঠকে অংশ গ্রহণ করেছিলেন বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর, অস্ট্রেলিয়া বিদেশ মন্ত্রী পেনি ওং, আমেরিকার বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লাঙ্কেন এবং জাপানের বিদেশমন্ত্রী। কোয়াড বৈঠকে কোনও দেশের নাম না করে চিনকে নিশানা করা হয়। এই দেশটি ভারত এবং প্রশান্ত মহাসাগরের ওপরে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করেছে। তবে বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে কোনও রকম বল প্রয়োগ না করে শান্তিপূর্ণ অবস্থান এবং নৌ বাহিনী চালানোর স্বাধীনতাকে গভীরভাবে বিশ্বাস করা। কোয়াড বৈঠকে জাপানের বিদেশ মন্ত্রী বলেছেন আমরা হচ্ছি 'ব্রিটিশ ব্যাণ্ড বিটলস'। কোয়াড সদস্যরা হচ্ছে বিটলসের মতো একটি ব্যাণ্ড। সদস্যরা সকলেই স্থায়ী এবং গত একশো বছর ধরে আমরা পা মিলিয়ে এগিয়ে চলেছি। এদিকে বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বাংলাদেশ জি-২০ সম্মেলনের সদস্য নয়। তবে ভারত সভাপতি দেশ হিসাবে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রীকে বিশেষ অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ করে ডেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে কথা হয়েছে দুই দেশের মধ্যে।

প্রতিটি হাসপাতালে পেডিয়াট্রিক টেলিমেডিসিন হাব খোলার নির্দেশ রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, নাগরাকাটা, ৪ মার্চ ঃ কলকাতায় অ্যাডিনোভাইরাসের দাপটে শহরের শিশু হাসপাতালগুলিতে আইসিইউ ও জেনারেল বেডের অভাব, পরিস্থিতি ভীষণ উদ্বেগজনক। সর্দি, কাশি, জ্বর, ফুসফুসে সংক্রমণের মতো উপসর্গ দেখা যাচ্ছে। এই ভাইরাসে মূলতঃ আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরাই। পাশাপাশি ক্ষুদেদের জ্বর, সর্দি-কাশির সমস্যাও এখন প্রায় ঘরে ঘরে। এমন পরিস্থিতিতে গ্রাম-গঞ্জ সহ প্রত্যন্ত এলাকাগুলির দিকে তাকিয়ে শিশুদের টেলিমেডিসিন পরিষেবার ওপর আরও জোর দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে স্বাস্থ্য দফতরের । বর্তমানে ‘স্বাস্থ্য ইঙ্গিত’ নামে একটি পোর্টালের মাধ্যমে চালু থাকা পেডিয়াট্রিক টেলিমেডিসিন হাবগুলির পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ রয়েছে এমন সমস্ত হাসপাতালেই নয়া পেডিয়াট্রিক টেলিমেডিসিন হাব খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের উত্তরবঙ্গের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (জনস্বাস্থ্য) ডাঃ সুশান্ত রায় বলেন, শিশুদের রোগ মোকাবিলায় সমস্ত হাসপাতালই প্রস্তুত আছে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে ভেন্টিলেটারও এসেছে। টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে শিশু রোগ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেলার সুযোগ করে দেওয়া একটি বাড়তি উদ্যোগ। এর ফলে প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দারা আরও বেশী করে উপকৃত হবে। জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, নির্দেশিকা মোতাবেক জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে পেডিয়াট্রিক টেলিমেডিসিন হাব গড়ে তোলা হচ্ছে। তবে এসময়ে শিশুদের জ্বর, সর্দি, কাশি সহ যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিচ্ছে তা নিয়ে ভয় বা উদ্বেগের কিছু নেই। স্বাস্থ্য দপ্তর নিবিড় নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে বছর দুয়েক আগে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির (পূর্বতন উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র) মাধ্যমে টেলিমেডিসিন পরিষেবা চালু হয়। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে শিশুদের আলাদা করে ওই পরিষেবার আওতাভুক্ত করার জন্য টেলি-পেড্রিয়াটিক হাব তৈরি করা হয়। এজন্য কলকাতার বিধানচন্দ্র রায় শিশু হাসপাতাল সহ অন্যান্য মেডিকেল কলেজের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ওই হাব থেকে কাজে লাগানো হচ্ছিল। তাঁরা নিজেদের হাসপাতাল থেকেই অনলাইনে রাজ্যের নানা স্থানের সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসা শিশুদের রোগ ভোগের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান সহ চিকিৎসা করতেন। এবারে অ্যাডিনো ভাইরাসের সমস্যা সহ শিশুদের শ্বাস যন্ত্রের সংক্রমণ (এআরআই) ক্রমশ বাড়তি আকার ধারন করতেই টেলিমেডিসিন পরিষেবাকে চিকিৎসার কাজে আরও নিবিড়ভাবে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। বাড়তি হিসেবে মেডিকেল কলেজ, জেলা, সুপার স্পেশালিটি, মহকুমা, রাজ্য সাধারণ হাসপাতালগুলির মতো সরকারী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের যেখানে শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ রয়েছেন তাঁদেরকে কাজে লাগিয়ে নতুন হাব তৈরির নির্দেশ দেওয়া হল।

তৃণমূলের গুন্ডা বিস্ফোরক নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আপনারাও রক্ষায় ত্রিশূল-তলোয়ার তুলে নিন ঃ রাজু ব্যানার্জি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনীদের রুখতে হাতে তুলে নিন ভগবানের দেওয়া অস্ত্র ত্রিশূল তলোয়ার শনিবার শিলিগুড়িতে পুরানো একটি মামলার জামিন নিতে

এসে এমনই মন্তব্য করলেন বিজেপি রাজ্য সহ-সভাপতি রাজু ব্যানার্জি। জানা গিয়েছে ২০১৯ সালের একটি পুরনো মামলার জামিনেতে আজ শিলিগুড়ি আদালত চত্বরে আসেন তিনি। সেখানেই তিনি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন রাজ্যে কোনরকম আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নেই। বিরোধীরা আন্দোলন করতে গেলে একের পর এক মিথ্যে মামলা দিয়ে ফাঁসানো হচ্ছে। এর আগে শিলিগুড়িতে এনআইএ তদন্তের দাবি তুলে বিজেপি আন্দোলন করেছিল তাতে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনেও তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনীরা বোমা বারুদ নিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তাই এখন রাজ্যের মানুষকে ও মা বোনেদের আমি আবেদন করব ত্রিশূল তলোয়ার হাতে তুলে নিন।

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম মাঠ পরিদর্শন করেন মেয়র গৌতম দেব

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ ঃ গত ২১ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে জনসভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় স্টেডিয়ামে বেশ কিছু গর্ত করা হয়। সেই গল্পগুলো ভর্তি করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে পাশাপাশি মাঠে যে সমস্ত জায়গায় ঘাস নষ্ট হয়েছিল জল দিয়ে সেই সমস্ত জায়গা কার ঘাস ঠিক করা হচ্ছে। আজ মাঠের পরিদর্শন করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন আমি বলেছিলাম একমাস সময় দিলে আমি এই মাঠ পুনরায় খেলারযোগ্য করে দেব। আমি তিন চারদিন আগে এসে যে পরিস্থিতি দেখেছিলাম মাঠে তার পরিবর্তন হয়েছে আশা করছি আর ১০-১৫ দিনের মধ্যে খেলার যোগ্য হবে। সামনেই শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রিয়া পরিষদের পক্ষ থেকে ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে আশা করছি সেই টুর্নামেন্ট সঠিক সময় এবং সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। এরপর এই স্টেডিয়ামের মাঠের আবার নতুন করে চাষ করা হবে এবং ইন্টারন্যাশনাল মাঠে যে ধরনের ঘাস ব্যবহার করা হয় সেই ঘাস লাগানো হবে। যতদিন না মাঠের কাজ সম্পন্ন হবে ততদিন পর্যন্ত খেলা পরিচালনা করার জন্য বিকল্প মাঠ তৈরি করা হচ্ছে যেখানে খেলা পরিচালনা করা হবে।

বিষ্ণুপুরের তৃণমূল নেতাকে খুনে জলপাইগুড়ি থেকে গ্রেফতার শার্প শুটার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ মার্চ ঃ বিষ্ণুপুরের তৃণমূলের বুথ সভাপতি সাধন মণ্ডল খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত শুটারকে গ্রেফতার করল পুলিশ।

শনিবার জলপাইগুড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আরও কয়েকজনের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ফেব্রুয়ারির ১৯ তারিখ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের দুর্গাবাটিতে খুন হন তৃণমূল বুথ সভাপতি সাধন মণ্ডল। ঘটনার প্রায় ২ সপ্তাহ পর শুটারকে গ্রেফতার করা হল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ভাড়াটে খুনির নাম উজ্জ্বল সরকার। বাড়ি জলপাইগুড়ির কোতোয়ালি থানা এলাকায়। উজ্জ্বলকে এই খুনের সুপারি কে বা কারা দিয়েছিল, তা এখনও অজানা। এই নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। প্রসঙ্গত, বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত আন্ধারমানিক গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাবাটি এলাকার ২১৮ ও ২১৯ নম্বর বুথের তৃণমূল বুথ সভাপতি সাধন মণ্ডলকে গুলি করে খুন করা হয়। তারই তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে ভাড়াটে খুনির মাধ্যমে এই খুন করা হয়েছিল। ওই সুপারি কিলারের নাম উজ্জ্বল সরকার। বাড়ি জলপাইগুড়রি কোতোয়ালি থানা এলাকায়। তবে উজ্জ্বলকে এই খুনের সুপারি কে বা কারা দিয়েছিল, কেনই বা এত দূরের জেলার এক ভাড়াটে খুনিকে দিয়ে কাজটি করানো হল, এসব নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ।

মন্ত্রী গোলাম রাব্বানী পাঞ্জিপাড়ে দিদির নিরাপত্তায় অংশ নেন

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৪ মার্চ ঃ গোয়ালপোখরের পাঞ্জিপাড়াতে

দিদির সুরক্ষা কবজ কর্মসূচিতে অংশ নিলেন রাজ্যের সংখ্যা লঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। জানা গিয়েছে গোয়ালপোখর ১ নম্বর ব্লকের পাঞ্জিপাড়া এলাকায় দিদির সুরক্ষা কবজ কর্মসূচিতে আসেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। তিনি পাঞ্জিপাড়ার গরু হাট্টি এলাকায় কর্মসূচি চলাকালীন এলাকার মহিলাদের মহিলাদের অভাব অভিযোগের কথা শুনেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। অন্যদিকে সেখান থেকে পাঞ্জিপাড়া এলাহী বক্স হাইস্কুলে পরিদর্শন করতে যান মন্ত্রী। সেখানে আবার শিক্ষকদের অভাব অভিযোগ শোনার পাশাপাশি পড়ুয়াদের পড়াশোনা ঠিকমতো করানোর জন্য শিক্ষকদের পরামর্শ দেন তিনি। এরপর পাঞ্জিপাড়া এলাকায় এক তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে দুপুরের খাবার খান গোলাম রব্বানি।

তৈরি হয়নি সেতু, ঝুঁকি নিয়ে নদীর জলের উপর দিয়েই যাতায়াত মানুষের

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ৪ মার্চ ঃ মালবাজার মহকুমার মেটেলি ব্লকের কৃষিপ্রধান বিধাননগর পঞ্চায়েতের গোবরাবস্তি ও চালসার মাটিয়ালি বাতাবাড়ি ১ নম্বর পঞ্চায়েতের গোয়ালডাঙা এলাকার কুর্তি নদীর উপর সেতু তৈরির জোরালো দাবি উঠেছে। জানা যায়, রোজ বহু মানুষ কুর্তি নদীর ওই এলাকা দিয়ে যাতায়াত করেন। বিধাননগর পঞ্চায়েতের গোবরাবস্তি, শালবাড়ি, মাথাচুলকা প্রভৃতি এলাকার বহু মানুষ কুর্তি নদীর ওই এলাকা হয়ে চালসা, মঙ্গলবাড়ি যাতায়াত করেন। মেটেলি ব্লক প্রশাসনের সমস্ত ব্লক কার্যালয় রয়েছে চালসায়। রোজ বহু লোক নানা কাজে ওই সমস্ত অফিসগুলিতে যান এই পথেই। রোজ বহু স্কুল পড়ুয়াও ওই এলাকা দিয়ে যাতায়াত করেন। এই মরসুমে নদীতে জল কম থাকায় বাইক, সাইকেল, টোটো ও ছোট গাড়ি অনায়াসেই নদী পার হয়। কিন্তু বর্ষায় নদীতে বেশি জল থাকায় সাধারণ মানুষকে ঘুরপথে শালবাড়ি মোড় ও বাতাবাড়ি ফার্ম বাজার এলাকা হয়ে যাতায়াত করতে হয়। ফলে সমস্যা হয়। বিধাননগরের বহু কৃষকও তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করার জন্য ওই পথেই চালসার মঙ্গলবাড়ি বাজারে নিয়ে যান। নদীর ওই এলাকায় সেতু হলে এলাকার জনগণ, স্কুলপড়ুয়া-সহ কৃষকদেরও যাতায়াতের সুবিধা হবে। কয়েকজন বাসিন্দা জানান, রোজ নানান কাজে চালসায় যেতে হয়। এই মরসুমে নদীতে জল কম থাকায় যাতায়াতের কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু বর্ষায় নদীতে জল থাকায় প্রায় ১০-১২ কিমি ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয়। এ বিষয়ে বিধাননগর পঞ্চায়েতের প্রধান জানান, ওই এলাকায় নদীর উপর সেতু তৈরির দাবির বিষয়ে বিধাননগর ও চালসার মাটিয়ালি বাতাবাড়ি ১ নম্বর পঞ্চয়েত যৌথভাবে রেজুলেশন করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ২ বছর আগেই তা পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এখনও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, সেতু তৈরির জন্য ইতিমধ্যে মাটি পরীক্ষাও হয়ে গিয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তরা বর্মনও ওই এলাকা পরিদর্শন করে গিয়েছেন। তবে ঘটনাচক্রে এখনও সাধারণ মানুষের দাবি পূরণ হয়নি।

ভর্তির প্রয়োজন নেই, অনুব্রতর স্বাস্থ্যপরীক্ষার পর জানালেন চিকিৎসকেরা

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৪ মার্চ ঃ ভর্তির প্রয়োজন নেই অনুব্রতর মন্ডলের। শনিবার আসানসোল জেলা হাসপাতালে স্বাস্থ্যপরীক্ষার পর এমনটাই জানালেন চিকিৎসকেরা। পরীক্ষার পরে জানা যায়, তার বর্তমান ওজন ৯৫ কেজি। এতদিন ধরে ওজন কমছিল। এবার গত ২ সপ্তাহে ১ কেজি ওজন বাড়ল অনুব্রত মণ্ডলের। শনিবার কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার থেকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় গরুপাচার মামলায় জেলবন্দি তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে । শুক্রবার আদালত শুনানি চলকালীন বিচারককে তিনি ফিসচুলার সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন। বিচারক পর্যাপ্ত চিকিৎসার আশ্বাস দেওয়ার পরই এদিন হাসপাতালে আনা হয় কেষ্টকে। জেলা হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষার পরে জানা যায়, তার বর্তমান ওজন ৯৫ কেজি । এর আগে গত ২০ ফেব্রুয়ারি শেষবার যখন আসানসোল জেলা হাসপাতালে আনা হয়েছিল, তখন অনুব্রতর ওজন ছিল ৯৪ কেজি। ২০২২ সালের ২০ নভেম্বর যখন জেলা হাসপাতালে অনুব্রতর শারীরিক পরীক্ষা করা হয়েছিল শেষবার তখন তাঁর ওজন ১০০ কেজি ছিল । গত নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিন মাসে তার ওজন কমেছিল ৯ কেজি । এদিন জেলা হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগ লাগোয়া অবজারভেশন ওয়ার্ডে কেষ্ট

মণ্ডলের শারীরিক পরীক্ষা করার সময় উপস্থিত ছিলেন ইমার্জেন্সি বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ সঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়, সার্জেন ডাঃ মহঃ আহমেদ ও ফিজিশিয়ান ডাঃ অমিয়সিন্ধু দাস। সকাল পৌনে এগারোটা থেকে প্রায় ৩০ মিনিট ধরে অনুব্রতর শারীরিক পরীক্ষা করা হয়। সোয়া এগারোটা নাগাদ পরীক্ষা শেষে পুলিশের গাড়িতে জেলা হাসপাতাল থেকে আবার জেলে নিয়ে যাওয়া অনুব্রতকে। পরীক্ষা শেষে সুপার ডাঃ নিখিল চন্দ্র দাস বলেন, ‘চিকিৎসকেরা সবকিছু পরীক্ষা করেছেন। বড় কোনও সমস্যা পাওয়া যায়নি যারজন্য ভর্তি করা যেতে পারে। শুক্রবার ফিসচুলা ফেটে যাওয়ায় কিছু শারীরিক সমস্যা হয়েছিল। বাকি সব ঠিক আছে।’ সুপার আরও বলেন, ‘অনুব্রত মন্ডলের ওজন বর্তমানে ৯৫ কেজি, ব্লাড প্রেশার-১০৬৮০, সুগার-১৩৬, অক্সিজেন স্যাচুরেশন-৯৬ ও পালস-৮২।’

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ডোমকলে পুড়ে ছাই চারটি বাড়ি, আতঙ্কিত এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, ডোমকল, ৪ মার্চ ঃ রান্নাঘর থেকে ছড়াল বিধ্বংসী আগুন , পুড়ে ছাই চারটি বাড়ি। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ডোমকলের বর্তনাবাদ এলাকায়। জানা গিয়েছে, রান্নার সময় অসাবধানতা বসত উনুনের আগুন থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। ঘটনার পর দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ততক্ষণে চারটি বাড়ি পুড়ে গেছে। দুটি বাড়ির ছাদ বসে গিয়েছে। ওই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় বর্তনাবাদ এলাকায়। আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রত্যক্ষদর্শী আবদুস সামাদ বিশ্বাস জানান, নওসাদ মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে গৃহবধূ উনুনে রান্না করছিল। ঠিক সেই সময় অসাবধানতা বসত আগুন লাগে পাটকাঠিতে। পরমুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে একের পর এক বাড়িতে। ওই আগুনে মোট চারটি বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। জানা গিয়েছে,

আগুনে নওসাদ মণ্ডল-সহ, এজাদুল শেখ, আবদুস সালাম ও আলাউদ্দিন সেখের বাড়ি ও বাড়ির যাবতীয় জিনিস, নগদ টাকা, জমির কাগজ, পরিচয়পত্র সব পুড়ে গিয়েছে। আগুন লাগার পর বাড়ির মহিলাদের চিৎকার শুনে প্রথমে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। টিউবয়েল ও বাড়ির ট্যাংকির জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু আগুন আয়ত্বে আসে না। তার মধ্যেই ঘটনাস্থলে ডোমকল থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন আসে ও আগুন নিযন্ত্রণের চেষ্টা করে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান তৃণমূলের ডোমকল ব্লকের সহ সভাপতি সালামতুল্লাহ শেখ। তিনি গ্রামের মানুষদের দুর্গত পরিবারদের পাশে থাকার আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি ব্যক্তিগতভাবেও সাহায্য করার আশ্বাস দেন। এনিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। তৃণমূল নেতার কথায়, গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির কারণেই এসব ঘটছে। সাধারণ মানুষ মূল্যবৃদ্ধির জন্য গ্যাসের সিলিন্ডার কিনতে পারছেন না। পাটকাঠি বা গাছের পাতা দিয়ে রান্না করতে গিয়েই এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে।

জেলা পরিষদের সভাপতির বাড়ির সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৪ মার্চ ঃ সন্ত্রাসমুক্ত ও অবাধ পঞ্চায়েত নির্বাচন, শিক্ষা দুর্নীতি, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা নিয়ে চা মালিকদের গড়িমসি এবং সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ আদায়ের দাবিতে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি শীলা দাস সরকারের কুমারগ্রামের বাড়ির সামনে আপাতত তিন দিনের বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু করেছে বিজেপি।যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন কুমারগ্রামের বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওঁরাও।

ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে ড্রাম ভর্তি বোমা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ৪ মার্চ ঃ মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানার ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে পরিত্যক্ত জায়গা থেকে ড্রাম ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার হল। শুক্রবার রাতের এই বোমা উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও বোম্ব ডিস্পোজাল স্কোয়ার্ড পৌঁছে যায়। এলাকায় চাঞ্চল্য এড়াতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। জানা গিয়েছে, স্থানীয়রা নদীর ধারে বোমাগুলি দেখতে পান। তারপর তাঁরা পুলিশে খবর দেয়। বড়ঞা থানার পুলিশ জানিয়েছে, কে বা কারা কি উদ্দ্যেশ্যে বোমা মজুত করেছিল ইতিমধ্যে তাঁরা তার তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। উল্লেখ্য, শুক্রবার সকালে মুর্শিদাবাদ থানার ডাঙ্গাপাড়ায় হাসানপুর রাজেশ্বরী বিদ্যাপীঠে সকালে একাধিক সকেট বোমার সন্ধান মেলে। স্কুলের সাফাইকর্মীরা ঝাঁট দেওয়ার সময় ছাদে এবং ফুলের বাগানে ওই বোমাগুলি দেখতে পান। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে একেরপর এক বোমা উদ্ধারের ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন স্থানীয়রা। তবে শনিবার সকাল পর্যন্ত কারও গ্রেফতারের খবর নেই।

ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত লটারির দোকান

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ৪ মার্চ ঃ শনিবার ভোর রাতে ভয়াবহ আগুন লাগলো পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শহরের কুইকোটাতে থাকা পুরসভার মার্কেট কমপ্লেক্সে। আগুনে পুড়ে ছাই লটারি টিকিটের দোকান। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। শট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছিল বলে প্রাথমিক অনুমান স্থানীয়দের। জানা গিয়েছে, শনিবার ভোররাতে মার্কেট কমপ্লেক্সে থাকা বিশ্বজিত দাস নামে এক ব্যবসায়ীর লটারি টিকিটের দোকানে আগুন লাগে। ভিতরে বিপুল পরিমান লটারির টিকিট মজুত ছিল। ফলে মুহূর্তের মধ্যে আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এলাকায় আরও দোকান রয়েছে। ফলে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। ঘটনাস্থলে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের প্রায় ৪০-৪৫ মিনিটের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। শট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছিল বলে প্রাথমিক অনুমান স্থানীয়দের। দমকল দ্রুত তৎপর না হলে আরও ভয়াবহ ক্ষতি হতে পারতো বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

কেশিয়াড়ির হাতিগেড়িয়া জঙ্গলে আগুন

দুরন্ত বার্তা, কেশিয়াড়ি, ৪ মার্চ ঃ আবার বিধ্বংসী আগুন জঙ্গলে । এবার আগুন লাগল পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ির হাতিগেড়িয়া জঙ্গল। শনিবার সকালে আগুন লাগে । আগুনের ভয়াবহ রূপ দেখে আতঙ্কিত জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের মানুষজন । ঘটনাস্থলে বনকর্মীরা। মেদিনীপুরের জঙ্গলে আগুন লাগছে বারংবার। শনিবার সকালে আগুন লাগে হাতিগেড়িয়া জঙ্গলে। মুহূর্তে আগুন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। গ্রামের মানুষজন খবর দেন বন দফতরে। তড়িঘড়ি আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বন দফতরের কর্মীরা। আসে দমকলও। বনকর্মীরা জঙ্গলের গাছের ডালপালা ভেঙে আগুনে আঘাত করে এবং শুকনো পাতা সরিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন। আতঙ্কে রয়েছেন জঙ্গল লাগোয়া স্থানীয় গ্রামগুলির বাসিন্দারা।

আটক ৯ বালির গাড়ি, গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৪ মার্চ ঃ বালির অবৈধ পাচার রুখতে ধারাবাহিক ভাবে অভিযান চালিয়ে আবার সাফল্য পেল রামপুরহাট থানার পুলিশ। পুলিশের কাছে খবর ছিল, দিনের পুলিশি কড়াকড়িতে রাতের দিকে বালি পাচার হচ্ছে। সেই খবর মোতাবেক শুক্রবার রাতে রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্রের নেতৃত্বে রামপুরহাট থানার পুলিশ কুসুম্বা নারায়ণপুর রোডে অভিযান চালিয়ে নয়টি বালির ট্রাক্টর আটক করা হয় এবং একজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ব্যক্তিকে শনিবার রামপুরহাট আদালতে তোলা হলে তার জেল হেফাজত হয়।

এনবিএমসিএইচ-এ ভর্তি হওয়া কোনও শিশুর অ্যাডিনোভাইরাসের লক্ষণ নেই- গৌতম দেব

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ ঃ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অ্যাডিনো ভাইরাস নিয়ে মেডিকেল কলেজের প্রেন্সিপাল এবং ডিন সহ একাধিক উচ্চপদস্থ

ডাক্তারদের সাথে বৈঠকে করলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান গৌতম দেব। বৈঠক শেষে গৌতম দেব বলেন, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এখনো পর্যন্ত যে সমস্ত শিশুরা বিভিন্ন সিনটম নিয়ে ভর্তি হচ্ছে তাদের মধ্যে কারুরই অ্যাডিনো ভাইরাসের সিমটম দেখা যায়নি। স্বাভাবিকভাবেই যেহেতু কোনরকম সিনটম দেখা যায়নি তাই অ্যাডিনো ভাইরাস টেস্ট করার কোন কথাই আসে না। তবে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আসা প্রত্যেকটি শিশুর ওপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। যদি কারো মধ্যে অ্যাডিনো ভাইরাস সংক্রান্ত কোন সিমটম দেখা যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে সেই শিশুর অ্যাডিনো ভাইরাস টেস্ট করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মমতা সরকারকে নিয়ে যারা মন্তব্য করেন, তারা জেলে পুড়বেন, পশ্চিমবঙ্গে প্রজাতন্ত্র নেই-শঙ্কর মালাকার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ ঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে মন্তব্য করবে তাকেই

জেলে পোড়া হবে। বললেন দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শংকর মালাকার। প্রসঙ্গত কৌস্তব বাগচীর গ্রেফতারের প্রতিবাদে শিলিগুড়ি থানা ঘেরাও কর্মসূচি করেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য সদস্যরা। এদিন থানার সামনে এসে রাস্তায় বসে প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন শংকর মালাকার ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। কিজন্য কৌস্তব কে রাত ৩ টের সময় মারতে মারতে জেলে পোড়া হলো তার জবাব দিতে হবে সরকার কে তিনি আরো বলেন এই রাজ্যে গনতন্ত্র নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাগল হয়ে গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র বলে কিছু নেই, দল করলে বিরোধী দল থাকবেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে যেই কিছু মন্তব্য করবে তাকেই জেলে যেতে হবে।

হাট করে বাড়ি ফেরার পথে দুস্কৃতি দলের হামলায় গুরুতর জখম বাবা ও ছেলে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ মার্চ ঃ চা বাগানের হাট করে বাড়ি ফেরার পথে দুস্কৃতি দলের হামলার মুখে পড়লেন বাবা ও ছেলে। দুজনকেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয়েছে। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মালবাজার থানার রাঙামাটি চা বাগান থেকে মালবাজার শহরের দিকে আসার রাস্তায়। । গুরুতর জখম দুজনকেই মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা হয়। বাবা উত্তম পাল ও যুবক ছেলে অভিজিত পাল নিজস্ব টোটো নিয়ে হাটে চিঁড়ে , মুড়ি, ডিম নিয়ে ব্যবসা করতে যেতেন। শুক্রবার এরকম ভাবে রাঙ্গামাটি চাবাগানের হাটে পশরা নিয়ে গিয়েছিল। এদিন হাটের শেষে রাতে অন্ধকারে সেভাবেই তারা যখন চা বাগানের নির্জন অন্ধকার পথ দিয়ে ফিরছিলেন সেই সময় একটি ছোট গাড়ি তাদের পথ রোধ করে এবং সেই গাড়ি থেকে তিন থেকে চার জন ব্যক্তিঃ ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পরে। কিন্তু জখম হয়েও অভিজিত টোটো চালিয়ে পালাতে সক্ষম হন। দ্রুতই পুলিশ এরপর তাদের উদ্ধার করে এবং টোটো টিকেও থানা তে নিয়ে আসা হয়। এসডিপিও রবীন থাপা সব দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানান। তবে বাবা ছেলে কারোর টাকা এবং ব্যবসার সামগ্রী চুরি হয় নি, তাই এই ঘটনার সঙ্গে ছিনতাই করার উদ্দেশ্য নাও থাকতে পারে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। স্থানীয় মানুষদের অনুমান কোন পুরানো শত্রুতার কারণে এই হামলা হয়েছে।

মেকানিক্যাল কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল/২৯/০৬_২০২৩/কে/২১১৪, তারিখ: ০১-০৩-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং: ০৬_২০২৩, কাজের নাম: মেকানিক্যাল কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ ... শিলিগুড়ি ... টেন্ডার মূল্য ... টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ... তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই (জি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

উত্তর মধ্য রেলপথ

ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিশ নংঃ ২৩ / ১৬, তারিখঃ ০৩.০৩.২০২৩

ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিশ

ভারতের রাষ্ট্রপতির হয়ে, প্রিন্সিপাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, উত্তর মধ্য রেলপথ, প্রয়াগরাজ, (একটি আই এস ও ৯০০১ঃ২০১৫ স্বীকৃত সংস্থা) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডারের আহ্বান জানাচ্ছে

এস নং	টেন্ডার নং	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমান	টেন্ডার খোলার তারিখ
১	৬৪২২৫০৬১	গাইড রড ট্যাম্পিং ইউনিটের জন্য	৪৭২ সংখ্যক	২৭.০৩.২০২৩

নোটঃ উপরের ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখুন আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে https://www.ireps.gov.in দেখুন।
341/23 (D)

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @northcentralrailway @CPRONCR

Panchghara Gram Panchayat
Joykrishnapur, Begampur, Hooghly.
NOTICE OF INVITING TENDER
The Pradhan, Panchghara Gram Panchayat invited interested agencies or bidder or participator to participate for the following tenders: **NIT NO: PGP/153/2023, DT: 03/03/2023, Sl No: 1 to 3 and NIT NO: PGP/154/2023, DT: 03/03/2023, Sl No: 1 to 2** Bid submission start date (Online) **04/03/2023 at 9.30** am and last date for online Bid submission up to **10/03/2023 3.00 pm**. The details information and uploading / Downloading are available in the website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan,
PANCHGHARA GRAM PANCHAYAT.

OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY
HOWRAH
E-TENDER NOTICE
wbtenders.gov.in
Sealed tenders are invited from the bonafide/reliable contractors vide Notice no- : NIT-162 Dated-03.03.23(E-NIT), Fund-15th FC(11NOS OF WORK)
SD/- Executive officer
JB PUR Panchayet Samity
Munshirhat, Howrah

রসনা

দোলে শান্তিনিকেতন ভুলে পুরুলিয়ায় ভিড় পর্যটকদের

পলাশের দেশে কে না চায়। সকলেই এই সময়টা বাইরে বেড়াতে যেতে চান। তাই কিছু না ভেবেই বেড়িয়ে পড়ুন পলাশ ফুলের উদ্দেশ্যে। এর মানে হচ্ছে দোলে বেড়িয়ে পড়ুন পুরুলিয়া বা শান্তিনিকেতন। একেবারে মন হারানোর ঠিকানায়। আক্ষরিক অর্থেই 'পিঁদাড়ে পলাশের বন।' তাই মনও উড়ু উড়ু। দোলহোলির ছুটিতে পলাশ বনে হারিয়ে যেতে একেবারে নিশ্চিন্ত ঠিকানা হল এই দুটো স্থান। রাঙা পলাশে একেবারে আগুন ঝরাচ্ছে এই বনমহল। জঙ্গলের পর জঙ্গলজুড়ে শুধুই লাল পলাশের আভা। অযোধ্যা পাহাড় থেকে বড়ন্তি। দুয়ারসিনি থেকে দোলাডাঙা। গড়পঞ্চকোট থেকে জয়চন্ডী পাহাড়। সর্বত্র লালে লাল। তবে লাল পলাশ ছাড়াও পুরুলিয়াতে এবার বাসন্তী পলাশের দেখা মিলেছে। দেখা মিলেছে বিরল শ্বেত পলাশের। আর এই তিনরঙা পলাশ দেখতে এখন থেকেই দোলহোলির আগে পর্যটকদের ঠাসা ভিড়। দোলহোলিতে যে পুরুলিয়া হাউসফুল। হোটেল, লজ, সরকারি অতিথি আবাস, কটেজ, রিসোর্ট কোথাও কোনও খালি নেই। আসলে বোলপুরে বসন্ত উৎসব বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পর্যটকরা এখন পলাশের দেশে পুরুলিয়ামুখী হচ্ছেন। ফলে পুরুলিয়া জুড়ে চলছে বসন্ত উৎসবের প্রস্তুতি। বাহা পরবের তোড়জোড়। আসলে এই বসন্তে সুন্দরী পুরুলিয়া আরও অনন্যা। একদিকে পলাশ। সেই সঙ্গে ঝরা পাতার মরশুম। অন্যদিকে কুসুমের লাল কচি কচি পাতা আর মহুয়ার মাতাল করা গন্ধ। সবে মিলিয়ে ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় পুরুলিয়া ডাকছে। পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার জানালেন, পলাশে এখন রঙিন পুরুলিয়া। দোলহোলি পর্যন্ত এই পলাশকে ধরে রাখতে আমাদের সচেতনতার প্রচার চলছে বিভিন্ন ভাবে। কোনভাবেই যাতে পলাশ ফুল কেউ না তোলেন। ডাল না ভাঙেন। এই সময় এই জেলায় শুধুমাত্র পলাশ দেখতেই বিপুল সংখ্যক পর্যটক আসেন। এই কথা মাথায় রেখেই জেলা জুড়ে যে এলাকায় ঘন পলাশের জঙ্গল রয়েছে সেখানে আমরা নতুন করে

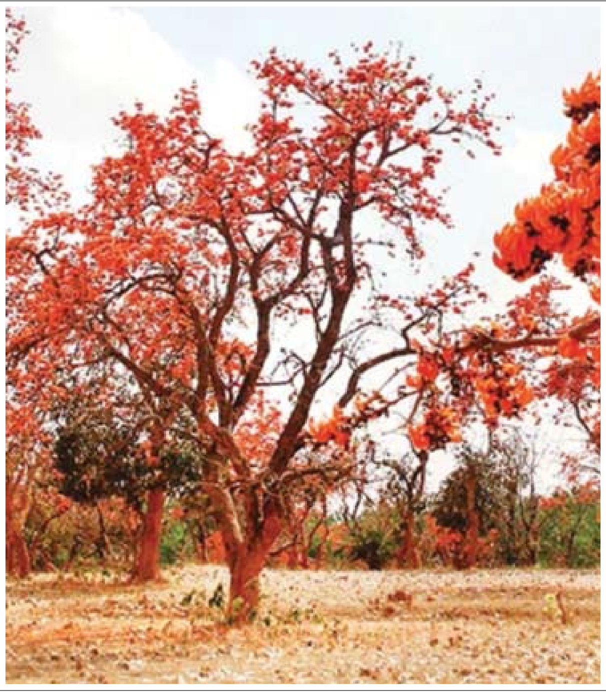

আরও ১২ টা পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র খুলেছি। যাতে পর্যটকদের সুবিধা হয়। দোল-হোলিকে ঘিরে বিভিন্ন কটেজ, রিসোর্টে নানান প্যাকেজও দেওয়া হয় বলে শোনা গিয়েছে। ওই প্যাকেজের মধ্যে বসন্ত উৎসব বা বাহা পরব দেখিয়ে দেওয়ার বিষয়টিও রয়েছে। মিলবে নানা লোকনৃত্য দেখার স্বাদ। ঝুমুর, বাউল তো শনিতে পাবেনই। আবার যেতে পারেন পাহাড়জঙ্গল আর নীল জলরাশি মাইথনে। সেখানকার পর্যটন শিল্পে দিশা দেখাচ্ছে 'পলাশ উৎসব'। মন কেমন করা দোলে বসন্ত প্রেমিকদের অনেকেই একদিনের জন্য যান কবিগুরুর শান্তিনিকেতনে। কিন্তু শান্তিনিকেতনের বাইরে বসন্ত উপভোগের নতুন হাতছানি এখন ছোটনাগপুর মালভূমির 'পলাশ উৎসব'। রূপনারায়ণপুরের একটি সংস্থা আয়োজিত 'পলাশ উৎসব' জনপ্রিয় হচ্ছে। এবার এই 'পলাশ উৎসব' পা দিচ্ছে ১৭ বছরে। মাইথনের জল, জঙ্গল আর পাহাড়ের মাঝে বসন্ত উপভোগের নতুন ঠিকানা। নৌকো করে দামোদর পেরিয়ে দ্বীপের মধ্যে জঙ্গলের ভেতর এই উৎসব হয়। এখানে ফকিরি গানের তাল কাটে না বেসুরো গলায়। এখানে সোনাঝুরির ছায়ায় ফুটে থাকা জংলি ফুল মাড়িয়ে দেয় না কাচ ভাঙা মদের বোতল। শান্তির নির্জনতা শেষ হয় না যেখানে। দোলের উৎসবের দিন ভোর ৬ টা থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে, চলবে রাত পর্যন্ত। মাইথনের কাছে ছোট্ট দ্বীপ, কেওটজালির পলাশ বন। আসানসোল থেকে যেতে হলে রূপনারায়ণপুর পেরিয়ে বৃন্দাবনি গ্রাম হয়ে, নৌকো করে দামোদর পেরিয়ে পৌঁছতে হবে কেওটজালির পলাশ বনে। নিঝুম জঙ্গলের মাঝে চলে উৎসব। গানেকবিতায়নাচেগল্পেছবি আঁকার আনন্দে, এক সঙ্গে হুল্লোড়, খাওয়াদাওয়া। পলাশ প্রকৃতিকে আপন করে নেওয়ার উৎসব। আর পাঁচটা বংক্রাউড থেকে একটু আলাদা। এমন এক জঙ্গল যেখানে আগুনরঙা পলাশ তো আছেই, সঙ্গে দেখা মিলবে হলুদ পলাশেরও। রোজগার মাপা জীবনের বাইরে জঙ্গলে অন্য এক অ্যাডভেঞ্চার। সংস্থার পক্ষে দিবাকর দাস জানান, কবিগুরুর বসন্ত উৎসবের ঘরানা, সীমান্তের এই এলাকায় ছিল না। হিন্দি ভাষাভাষীদের এলাকায় বরং ফাগুয়ার চল রয়েছে। একটা দিন অন্যভাবে কাটানোর এমন উৎসব সম্ভবত এ বাংলায় খুব একটা দেখা যায় না। তাই প্রকৃতিকে ভালোবেসে 'পলাশ উৎসব' জনপ্রিয় হচ্ছে ক্রমশ। কলকাতা হোক বা জেলা, যে কেউ আসতে পারেন, পরিবার বা আত্মীয় নিয়ে। হঠাৎ করে পৌঁছে গেলেও বিমুখ হবেন না। বসন্ত এসে গেলেই অপেক্ষা থাকে পলাশ উৎসবের। ২০০৫ সালে ৩০ জনকে নিয়ে শুরু করা এই উৎসবে এখন অংশগ্রহণ করেন ৫০০ জন। সারা বছর প্রকৃতির পলাশ বনকে আগলে রাখে রূপনারয়াণপুরের এই সংস্থা। এবার পর্যটকদের উত্তরবঙ্গমুখী করে তোলার প্রচেষ্টা রাজ্য পর্যটন দপ্তরের। 'উত্তরবঙ্গ পাখি উৎসব'-এর আয়োজন করা হয়েছে বলে শোনা গিয়েছে। এই উৎসব শুরু হয়েছে, চলবে মার্চের ১০ তারিখ পর্যন্ত। এই উৎসবে চার দেশের ৩০ জন প্রতিনিধি অংশ নিচ্ছেন। তাঁদের বিভিন্ন জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে রকমারি পাখি দেখানো হবে। আর এই পদ্ধতিতেই পর্যটকদের উত্তরবঙ্গে আরও বেশি করে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা পর্যটন দপ্তরের।

জঙ্গলে ঘেরা উত্তরবঙ্গে প্রায় ৭৫০ রকমের পাখি রয়েছে। দোয়েল, কোয়েল, ময়না, ঈগল, পাল্লাস ফিশ ঈগল, শিকরা, ফিনের তাঁতি, পাইড হর্ন বিলসহ আরও অনেক রকমের পাখি দেখা যায় এখানে। উত্তরে পর্যটকরা এলেও তাঁরা এ ব্যাপারে বেশি কিছু জানেন না। পাহাড় কিংবা জঙ্গল ঘুরেই তাঁরা ফিরে যান। পাখি দেখার আগ্রহ কেউ দেখায় না। কিন্তু গোটা দেশে ১২৭০রকমের পাখি রয়েছে, তার মধ্যেই উত্তরেই রয়েছে ৭৫০ রকম। তাই এই পাখিকে কেন্দ্র করেই এবার পর্যটনকে আরও ছড়িয়ে দিতে প্রস্তুত পর্যটন দপ্তর। গত ২ বছর ধরে এই উৎসব করে আসছে রাজ্য পর্যটন দপ্তর। প্রথম দু'বছর একটু ছোট করে হলেও এবার বৃহৎ আকারে তা করা হচ্ছে। পাখি উৎসবে উপস্থিত রয়েছে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটানসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা। শুক্রবারই তাঁরা চলে এসেছেন শিলিগুড়িতে। আজ শনিবার তাঁদের নিয়ে ডুয়ার্সে যাওয়া হয়। রবিবার ও সোমবার প্রতিনিধি দলকে নিয়ে চিলাপাতা ও কোদালবসতির জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হবে পাখি দেখানোর জন্য। এরপর ভুটান সীমান্তের বক্সা পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার তাদের সেখানেই পাখি দেখানোর ব্যবস্থা করা হবে। পাখিরা কীভাবে থাকে, কী খায়-সেসব বিষয়েও তাদের জানানো হবে। রাজাভাতখাওয়াতে এই উৎসবের সমাপ্তি ঘটবে। এ প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের ইকো ট্যুরিজম বিভাগের চেয়ারম্যান রাজ বসু জানান, রাজ্য সরকার চায় উত্তরের পাখিদেরও দেশে বিদেশের পর্যটকদের কাছে তুলে ধরতে। তাই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখন আমাদের এখানে পর্যটকরা পাহাড় কিংবা জঙ্গল দেখতেই আসে। আমরা চাই পর্যটকরা পাখির টানেও এখানে আসুন। তাঁরা জঙ্গলে গিয়ে পাখি দেখুক। কারণ, উত্তরে যত রকমের পাখি রয়েছে অন্য কোথাও তা নেই।

বরাক উপত্যকা সহ অসমের পাঁচ জেলায় আক্রান্ত শতাধিক গবাদি পশু

লাম্পি ভাইরাস

গুয়াহাটি, ৪ মার্চ ঃ অসমে ফের হামলা চালিয়েছে লাম্পি ভাইরাস। লাম্পি ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ইতিমধ্যে রাজ্যের শতাধিক গবাদি পশু আক্রান্ত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। গবাদি পশুদের মারণ এই চর্মরোগের দ্রুত সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সরকারের সাহায্য চেয়েছেন উদ্বিগ্ন গোপালকরা। রাজ্যের পশুপালন ও ভেটেরিনারি দফতর সূত্রে জানা গেছে, লাম্পি ভাইরাস স্কিন ডিজিজ (এলএসডি)-এর প্রদুর্ভাব দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকার কাছাড়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ, কামরূপ গ্রামীণ এবং বরপেটা জেলায় সবচেয়ে বেশি দেখা দিয়েছে। লাম্পি ভাইরাস এর মতো চর্মরোগটি প্রথম ২০১৯ সালের আগস্টে ওড়িশার চারটি জেলা ময়ূরভাং, বালাসোর, ভদ্রক, কেন্দ্রপাড়া এবং কটকে আবিষ্কৃত হয়েছিল। এর পর এই সংক্রমণ উত্তর পূর্ব সহ রাজস্থান, গুজরাতেও ছড়িয়ে পড়ে। রাজস্থানে চার হাজারেরও বেশি গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছিল। আক্রান্ত হয়েছিল ৯৪ হাজারেরও বেশি গবাদি পশু। এছাড়া একাধিক জেলায় এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে গত বছরের জুলাই আগস্টে। সবচেয়ে পরিস্থিতি খারাপ হয়েছিল রাজস্থানের ১৬টি জেলায়। এছাড়া গুজরাটের কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র, উত্তর গুজরাট এবং দক্ষিণ গুজরাট অঞ্চলের ১৪টি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে এই সংক্রমণ। তবে উদ্বেগের বিষয়, ওই ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে নির্দিষ্ট কোনও ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক বের হয়নি। তাই সমস্যা বাড়ছে পশু চিকিৎসায়। সূত্রটি বলেছে, লাম্পি ভাইরাস কেবল গবাদি পশু নয়, অন্য প্রজাতির পশুর মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পশুপালন দফতরের আরও খবর, শেষবার কোভিড-১৯ সংকটকালে অসমে লাম্পি ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে প্রায় ১৭ হাজারের বেশি গৃহপালিত শূকরকে মেরে ফেলা হয়েছিল।এদিকে অসমে শত শত গবাদি পশু লাম্পি ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় গোপালকরা সরকারের কাছে সাহায্যের আহ্বান জানিয়েছেন। এই রোগে আক্রান্ত হয়ে সীমাহীন সংখ্যক গবাদি পশুর মৃত্যুর আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

বি.আর. সিং হাসপাতালের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ০৩.৩.২০২৩ তারিখে শিয়ালদহের সাগর অফিসার্স ক্লাবে পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগের সমস্ত অফিসার এবং তাদের পত্নীদের জন্য একটি এক্সিকিউটিভ হেলথ চেকআপ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল।

যুবশক্তির কাছ থেকে অনেক আশা রয়েছে ঃ অনুরাগ সিং ঠাকুর

রোপার, ৪ মার্চ ঃ কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর পঞ্জাবের রোপার থেকে যুব উৎসব ইন্ডিয়া ২০৪৭-এর সূচনা করেছেন। তিনি ইভেন্ট চলাকালীন যুব উৎসবের ড্যাশবোর্ডও চালু করেছেন। নিজের ভাষণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেন, প্রথম পর্যায়ে ৩১ মার্চ পর্যন্ত যুব শক্তিকে উন্নীত করার জন্য সমগ্র দেশে ১৫০টি জেলায় যুব উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। প্রথম পর্বে জেলার স্কুল কলেজে কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, দেশ যখন আজাদি কা অমৃত মহাৎসব উদযাপন করছে, এটা গর্বের বিষয় যে পঞ্জাব থেকে যুব উৎসব শুরু হয়েছে যা স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যাপক অবদান রেখেছে। তিনি দেশের যুবসমাজকে দেশের উন্নয়ন, ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধকে উচ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য অবদান রাখার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ভারত গণতন্ত্রের জননী এবং সবচেয়ে বড় যুবশক্তি রয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, জনভাগীদারিতে যুবশক্তির কাছে অনেক আশা রয়েছে। তিনি তরুণদের দেশ গঠনে কাজ করতে আহ্বান জানান।

গোইল্কেরাতে নতুন স্টপেজ

৪ মার্চ ঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে যাত্রীদের সুবিধার্থে চক্রধরপুর বিভাগের গোইলকেরা স্টেশনে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির স্টপেজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১৮০৩০-১৮০২৯ শালিমার-লোকমান্য তিলক (টি)-শালিমার এক্সপ্রেস ০৭.০৩.২০২৩ তারিখে গোইলকেরাতে থামবে। ১৮০৩০ শালিমার-এলটিটি এক্সপ্রেস ২১.৪৭ টায় গোইলকেরা পৌঁছাবে এবং ২১.৪৮ টায় ছাড়বে। উল্টো দিকে, ১৮০২৯ LTT শালিমার এক্সপ্রেস ০৪.২১ টায় গোইলকেরা পৌঁছাবে এবং ০৪.২২ টায় ছাড়বে। ১৩২৮৭-১৩২৮৮ দুর্গ-রাজেন্দ্রনগর-দুর্গ দক্ষিণ বিহার এক্সপ্রেস ০৭.০৩.২০২৩ তারিখে গোইলকেরাতে থামবে। ১৩২৮৭ দূর্গ- রাজেন্দ্রনগর এক্সপ্রেস ১৬.২১ টায় গোইলকেরা পৌঁছাবে এবং ১৬.২২ টায় ছাড়বে। বিপরীত দিকে, ১৩২৮৮ রাজেন্দ্রনগর-দুর্গ এক্সপ্রেস ০৯.৩০ টায় গোইলকেরা পৌঁছাবে এবং ০৯.৩১ টায় ছাড়বে। পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে ছয় মাসের জন্য স্টপেজ দেওয়া হবে।

প্রতিবাদে সোচ্চার ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবককুল, তদন্তে পুলিশ

ত্রিপুরা, মিড ডে মিলের চাল চুরি, উত্তপ্ত চুড়াইবাড়ির বাঘন স্কুল

চুড়াইবাড়ি (ত্রিপুরা), ৪ মার্চ ঃ মিড ডে মিলের চাল চুরির ঘটনায় উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ত্রিপুরা-অসম আন্তঃরাজ্য সীমান্ত বর্তী উত্তর ত্রিপুরার চুড়াইবাড়ি থানাধীন বাঘন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। সংশ্লিষ্ট স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের নামে বরাদ্দ চাল চুরির প্রতিবাদে পড়ুয়া এবং তাদের অভিভাকরা ব্যাপক সোচ্চার হয়ে ওঠেন। খবর দেওয়া হয় থানায়। থানা থেকে পুলিশের দল অভিযান চালিয়ে চুরির চাল উদ্ধার করেছে। তবে চাল চুরির দায়ে এই খবর লেখা পর্যন্ত অভিযুক্তকে আটক বা গ্রেফতারের খবর পাওয়া যায়নি। তিনি ফেরার বলে জানা গেছে। জানা গেছে, শনিবার সকাল ছয়টা নাগাদ বাঘন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মিড ডে মিলের অর্গানাইজার আব্দুল মন্নান স্কুলের মিড ডে মিলের গুদাম থেকে এক বস্তা চাল তাঁর বাইসাইকেলে করে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁকে বাধা দেন স্থানীয় কতিপয় যুবক। তাঁদের বাধা উপেক্ষা করে ওই চালের বস্তা তিনি তার বাড়িতে নিয়ে যান। তখন প্রতিবাদী যুবকরা চুড়াইবাড়ি থানায় খবর দিলে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। ততক্ষণে এলাকার মানুষ স্কুল চত্বরে জমায়েত হয়ে প্রতিবাদে যোগ দেন। পুলিশ তদন্ত অভিযান চালিয়ে অর্গনাইজার আব্দুল মন্নানের বাড়িতে তার রান্নাঘর থেকে চাল সমেত একটি বাইসাইকেল উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। তবে অভিযুক্তকে ধরতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। এদিকে অভিযানকারী পুলিশ দলের ওপর অর্গানাইজারের আব্দুলের বাড়ির সদস্যরা হামলা চালিয়েছেন বলে অভিযোগ। আব্দুল মান্নানের বাড়ির এক মহিলা কর্তব্যরত সাব ইনস্পেক্টের আঙুল কামড়ে দিয়ে তাঁকে ঘায়েল করেছেন বলেও খবর পাওয়া গেছে। অপরদিকে স্কুলের কচিকাঁচা শিক্ষার্থী সহ মিড ডে মিলের রাঁধুনিরা জানান, অর্গানাইজার আব্দুল মান্নান নাকি প্রায়ই মিড ডে মিলের চাল ডাল এভাবে চুরি করে তার বাড়িতে নিয়ে যান। দীর্ঘদিন ধরে তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি বলে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন অভিযোগকারীরা।

কিছু মেইলএক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচি সংশোধিত কিছু ট্রেনের ভ্রমণ সময় হ্রাস

মালিগাঁও, ০৪ মার্চ ঃ পরিকাঠামোর ধারাবাহিক উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কয়েকটি স্টেশনে কিছু মেইলএক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচি সংশোধন করা হয়েছে। এই ট্রেনগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ১৩২৪৬ (রাজেন্দ্র নগর টার্মিনাল নিউ জলপাইগুড়ি) ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস, ১৩২৪৮ (রাজেন্দ্র নগর টার্মিনাল কামাখ্যা) এক্সপ্রেস, ১৫৪৮৪ (দিল্লি-আলিপুরদুয়ার) সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেস ও ০৭৫২৬ নিউ বঙাইগাঁওশিলিগুড়ি জং. ডেমু স্পেশালের ভ্রমণের সময় হ্রাস করার জন্য গতি বৃদ্ধি করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের অধীনে এই সমস্ত ট্রেনের ভ্রমণের সময় ২৪ মিনিট পর্যন্ত হ্রাস করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী, ১৩২৪৬ নং. রাজেন্দ্র নগর টার্মিনাল নিউ জলপাইগুড়ি ক্যাপিটাল এক্সপ্রেসের সময় ৯ মার্চ, ২০২৩ তারিখ থেকে লাভা, খুরিয়াল, আজমনগর রোড, বারসোই জং., সুধানি, তেল্‌তা, ডালখোলা, কিষানগঞ্জ, ঠাকুরগঞ্জ ও বাগডোগরা স্টেশনে সংশোধন করা হয়েছে। ট্রেনটি লাভা থেকে ০৭.৫৮ ঘণ্টার পরিবর্তে ০৭.৪৭ ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং বাগডোগরা থেকে ১১.৫২ ঘণ্টার পরিবর্তে ১১.১৭ ঘণ্টায় রওনা দিবে। ১৩২৪৮ নং. রাজেন্দ্র নগর টার্মিনাল কামাখ্যা এক্সপ্রেসের সময় ৮ মার্চ, ২০২৩ তারিখ থেকে লাভা, খুরিয়াল, আজমনগর রোড, বারসোই জং., সুধানি, তেল্‌তা, ডালখোলা, কিষানগঞ্জ, ঠাকুরগঞ্জ, বাগডোগরা, শিলিগুড়ি জং., নিউ মাল জং., বিন্নাগুড়ি, দলগাঁও, হাসিমারা ও আলিপুরদুয়ার জং. স্টেশনে সংশোধন করা হয়েছে। ট্রেনটি লাভা থেকে ০৭.৫৮ ঘণ্টার পরিবর্তে ০৭.৪৭ ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং আলিপুরদুয়ার জং. থেকে ১৬.৩৩ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৬.২০ ঘণ্টায় রওনা দিবে। ১৫৪৮৪ নং. দিল্লিআলিপুরদুয়ার জং. সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেসের সময় ৮ মার্চ, ২০২৩ তারিখ থেকে কাটিহার জং., লাভা, আজমনগর রোড, বারসোই জং., ডালখোলা, কিষানগঞ্জ, আলুয়াবাড়ি রোড, ঠাকুরগঞ্জ, বাগডোগরা, শিলিগুড়ি জং., নিউ মাল জং., বিন্নাগুড়ি, দলগাঁও, হাসিমারা ও আলিপুরদুয়ার জং. স্টেশনে সংশোধন করা হয়েছে। ট্রেনটি কাটিহার থেকে ০৯.৫০ ঘণ্টার পরিবর্তে ০৯.৩৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে আলিপুরদুয়ার জং. পৌঁছবে ২০.২০ ঘণ্টায়। পুনরায়, ০৭৫২৬ নং. নিউ বঙাইগাঁও-শিলিগুড়ি জং. ডেমু স্পেশালের সময় ১০ মার্চ, ২০২৩ তারিখ থেকে নিউ বঙাইগাঁও, ডাংতল, বাসুগাঁও, সালেকাটি, কোকরাঝাড়, ফকিরাগ্রাম জং., সাপটগ্রাম, টিপকাই, মংলাঝড়া, বাশবাড়ি ও মটেরঝাড় স্টেশনে সংশোধন করা হয়েছে। ট্রেনটি নিউ বঙাইগাঁও থেকে ০৬.০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে মটেরঝাড় পৌঁছবে ০৭.৪০ ঘণ্টায়। আশা করা হচ্ছে যে সংশোধিত সময়সূচি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে উন্নত ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। যাত্রা করার পূর্বে যাত্রীদের ন্যাশনাল ট্রেন এনকোয়ারি সিস্টেম (এনটিইএস)-এ ট্রেন চলাচলের স্থিতি ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ রিয়াল টাইমের ভিত্তিতে যাচাই করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ভারতের বিচার ব্যবস্থা শীঘ্রই কাগজবিহীন হয়ে যাবে ঃ কিরেন রিজিজু

ভুবনেশ্বর, ৪ মার্চ ঃ ভারতের বিচার ব্যবস্থা শীঘ্রই কাগজবিহীন হয়ে যাবে। বললেন কেন্দ্রীয় আইন ও বিচারমন্ত্রী কিরেন রিজিজু। শনিবার ওড়িশার ভুবনেশ্বরে আয়োজিত ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির কেন্দ্রীয় সরকারের কাউন্সেলদের প্রথম সম্মেলনে কেন্দ্রীয় আইন ও বিচারমন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেছেন, ন্যায়বিচার প্রদানকে ডিজিটাল করার লক্ষ্যে ই কোর্ট প্রকল্পের তৃতীয় ধাপ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, এর ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা হাইকোর্টের পৃথক বেঞ্চ গঠনের দাবি পূরণ হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আদালতে বিচারাধীন প্রায় চার কোটি নব্বই লক্ষ মামলার মধ্যে সিংহভাগই দেশের নিম্ন আদালত পরিচালনা করছে। মন্ত্রী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। রিজিজু স্থানীয় আদালতে এমনকি হাইকোর্টে নিজ নিজ মাতৃভাষা প্রবর্তনের মাধ্যমে ন্যায়বিচারের সহজতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

শীঘ্রই চালু হবে মুম্বই-গোয়ার মধ্যে বন্দে ভারত ট্রেন

মুম্বই, ৪ মার্চ ঃ শীঘ্রই মুম্বই গোয়ার মধ্যে বন্দে ভারত ট্রেন চালু হতে চলেছে। কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী রাওসাহেব দানভে এক বৈঠকে মহারাষ্ট্রের বিধায়কদের একটি প্রতিনিধি দলকে এ কথা জানিয়েছেন বলে দাবি করেছেন এক বিধায়ক। কোঙ্কন গ্র্যাজুয়েটস কনস্টিটুয়েন্সি কেন্দ্রের বিধায়ক নিরঞ্জন দাভখারে এই তথ্য জানিয়েছেন।সূত্রের খবর, শুক্রবার কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী রাওসাহেব দানভের সঙ্গে দেখা করেন বিধায়কদের প্রতিনিধি দল। মিটিং চলাকালীন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ওই দলকে বলেন, মুম্বই এবং গোয়ার মধ্যে একটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন চালানো হবে। মুম্বই এবং গোয়ার মধ্যে যাত্রার সময় কমানোর জন্য এই এক্সপ্রেস ট্রেনটি মুম্বই শিরডি এবং মুম্বই সোলাপুর রুটে চালানো হবে। মুম্বই গোয়া রেলপথের বিদ্যুতায়নের কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। রেলের তরফে পরিদর্শনের পরে নতুন ট্রেন পরিষেবা চালু করা হবে বলে মন্ত্রী প্রতিনিধিদলকে জানিয়েছেন। ওই বৈঠকে থানে ও কোঙ্কন অঞ্চলে রেল সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

কাঠগোদাম-মুম্বাই সেন্ট্রাল সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর, ৪ মার্চঃ রেল প্রশাসনের দ্বারা আসন্ন হোলি উৎসব এবং গ্রীষ্মের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, ০৯০৭৫-০৯০৭৬ মুম্বাই সেন্ট্রাল-কাঠগোদাম-মুম্বাই সেন্ট্রাল সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট বিশেষ ট্রেনটি ০৮, ১৫, ২২, ২৯ তারিখে মুম্বাই সেন্ট্রাল থেকে চলবে। মার্চ, ১৫, ১২, ১৯, ২৬ এপ্রিল, ০৩, ১০, ১৭, ২৪, ৩১ মে এবং ০৭, ১৪, ২১ এবং ২৮ জুন, ২০২৩ প্রতি বুধবার এবং কাঠগোদাম থেকে ০৯, ১৬, ২৩, ৩০ মার্চ, ০৬, ১৩ , ২০, ২৭ এপ্রিল, ০৪, ১১, ১৮, ২৫ মে এবং ০১, ০৮, ১৫, ২২ এবং ২৯ জুন, ২০২৩ প্রতি বৃহস্পতিবার ১৭ রাউন্ডের জন্য করা হবে। এটিতে ভ্রমণকারী যাত্রীদের কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সময়ে সময়ে জারি করা সমস্ত মান অনুসরণ করতে হবে। ০৯০৭৫ মুম্বাই সেন্ট্রাল - কাঠগোদাম- মুম্বাই সেন্ট্রাল সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট বিশেষ ট্রেন ০৮, ১৫, ২২, ২৯ মার্চ, ১৫, ১২, ১৯, ২৬ এপ্রিল, ০৩, ১০, ১৭, ২৪, ৩১ মে এবং ০৭, ১৪, ২১ এবং ২৮ জুন , ২০২৩ দিন প্রতি বুধবার মুম্বাই সেন্ট্রাল থেকে ১১.০০ টায় বোরিভালি ছেড়ে ১১.৪৬ টায়, ভাপি ১৩.২৪ টায়, ভালসাদ ১৩.৪৭ টায়, সুরাট ১৪.৪৩ টায়, ভাদোদরা ১৬.৩৮ টায়, ভাদোদরা ১৬.৩৮ টায়, রাতলাম ২ ঘন্টায়, কোটা ২ ঘন্টায়। ০২.৫২ এ সিটি, ০৩.২৫ এ হিন্দাউন সিটি, ০৫.০৫ এ ভরতপুর, ০৫.৫৫ এ আছনেরা, মথুরা জং হাতরাস শহর থেকে ০৭.৪৪ এ, কাসগঞ্জ ০৯.১০ এ, বাদাউন ১০.০১ এ, বরেলী ১০.৫০ এ, বেরেলি শহর ১১.০৫ এ, ইজ্জতনগর ১১.২৫ এ, বাহেদী ১২.২২ এ, কিছা ১২.৪০ এ, কিছা ছেড়ে ৩১.৩০ মিনিটে এবং লালকুয়ান ৫.৩১০ এ পৌছাবে। ঘন্টা০৯০৭৬ কাঠগোদাম-মুম্বাই সেন্ট্রাল সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট বিশেষ ট্রেন ০৯, ১৬, ২৩, ৩০ মার্চ, ০৬, ১৩, ২০, ২৭ এপ্রিল, ০৪, ১১, ১৮, ২৫ মে এবং ০১, ০৮, ১৫, ২২ ।

বড়সড় জরিমানা

মুম্বই, ৪ মার্চ ঃ অ্যামাজন পে ইন্ডিয়া লিমিটেডকে ৩ কোটি ৬ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা জরিমানা করেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। প্রিপেড পেমেন্ট ও কেওয়াইসি সম্পর্কিত বিধিভঙ্গের জন্য এই জরিমানা করেছে আরবিআই। শীর্ষ ব্যাঙ্কের নোটিশে বলা হয়েছে, অ্যামাজন পের বক্তব্যে অসঙ্গতি রয়েছে। প্রিপেড লেনদেন ও কেওয়াইসি উপভোক্তাদের সঙ্গে চুক্তি নিয়ে নানা অনিয়ম লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। একটি প্রেস রিলিজে আরবিআই জানিয়েছে, এই পদক্ষেপটি নিয়ন্ত্রক সম্মতির ঘাটতিগুলির উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে।

Name Change

I, AGNISHWAR MANDOL (old name) S/o SUSANTA MANDOL Resident of Puratan Thana Polick Barrack Road, PS-Baruipur, Pin-700144 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) AGNISHWAR MONDAL(DOB-14/12/1996), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 04/03/2023. AGNISHWAR MANDOL and AGNISHWAR MONDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, SHANTA KUMAR BARDHAN(old name) S/o Late Jiban Bardhan Resident of 1/79A, Bijoygarh, Jadavpur, Kolkata-700032 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SHANTA KUMAR BARDHAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 04/03/2023. SHANTA KUMAR BARDHAN and SHANTA KUMAR BARDHAN both are same and one identical person.

Name Change

I, VINITA GUPTA (old name) D/o Late Rajesh Gupta residing of Atghara Jhawtala, Hatiara, Dist-North 24 Parganas, Teghoria Rajarhat Road, PS-Baguiati, Kolkata-700157 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) PRIYANKA GUPTA (LIC Policy No. 418241167), vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Sealdah on 14/02/2023. VINITA GUPTA and PRIYANKA GUPTA all are same and one identical person.

Name Change

I, BABY BEGUM (old name) W/O DELAYA MOLLAH Resident of VILL KHANJADAPUR, PO BIRSHIBPUR, PS ULUBERIA, HOWRAH 711316 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as)BEBI BEGAM, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 04/03/2023. BABY BEGUM and BEBI BEGAM both are same and one identical person.

Name Change

I, MAJIBAR MONDAL (old name) S/O MOTHER MANDAL Resident of Vill-ARSINGRI, PO-TANGRA COLONY,BONGAON, NORTH 24 PGS-743251WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as)MUJIBAR MANDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 04/03/2023. MAJIBAR MONDAL and MUJIBAR MANDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, HEMANT PATEL (old name) S/O KIRIT KUMAR M PATEL Resident of 64, Padda pukur Road, Vaibhav Appartment, Bhawanipore, L.R. Sarani, Kolkata-700020 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) HEMANT K PATEL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 03/03/2023. HEMANT PATEL and HEMANT K PATEL both are same and one identical person.

Name Change

I, SEKH SHOYEL(old name) S/O INTEJA SHAIKH Resident of Kashla, PO-Ranisai, PS-RAMNAGAR, EAST MEDINIPUR-721446 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as)SHAIKH SHOYEL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 04/03/2023. SEKH SHOYEL and SHAIKH SHOYEL both are same and one identical person.

Name Change

I, MAKEKA BEGAM alias MALEKA BEGAM (old name) W/O ABUL KALAM Resident of JHINKIA, KHALISADI, HAROA, BASIRHAT, NORTH 24 PGS-743425 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MALEKA KHATUN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 04/03/2023. MAKEKA BEGAM, MALEKA BEGAM and MALEKA KHATUN both are same and one identical person.

Name Change

I, DELOYAR MOLLAH alias DELAYOR MOLLAH (old name) S/O SAHAJAHAN MOLLAH Resident of VILL KHANJADAPUR, PO BIRSHIBPUR, PS ULUBERIA, HOWRAH 711316 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as)DELAYA MOLLAH, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 04/03/2023. DELOYAR MOLLAH, DELAYOR MOLLAH and DELAYA MOLLAH both are same and one identical person.

NIQ No-09/DPD-VI, DPMU II, WBMIFMP OF 2022-23

Sealed quotation is invited by Deputy Project Director(Civil)-VI, DPMU-II, WBMIFMP, I & W Dte, Jalasampad Bhawan, 9 th Floor, Kol-91 from Bonafied Agencies/Organization, Contractors & General order suppliers for "Procurement of Cartridge for DPIU Howrah(I) Divn, WBMIFMP" Last date of receiving application is-14/03/2023 up to 02.00PM. All document and details can be obtained from the office of DPMU- II, WBMIFMP, 9 th Floor, Jalasampad Bhawan, Kol-91".

Sd/- Deputy Project Director (Civil)-VI, DPMU-II, WBMIFMP Irrigation & Waterways Dte.

আলিপুরদুয়ার জেলা আদালত শীঘ্রই শুরু হচ্ছে, পরিকাঠামোও দেখে গেলেন হাইকোর্টের জোনাল জর্জ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৪ মার্চ ঃ শীঘ্রই আলিপুরদুয়ার জেলা আদালত চালু হচ্ছে। আলিপুরদুয়ার জেলা হয়েছে ৮ বছর। কিন্তু এখনও জেলা আদালত চালু হয়নি। কলকাতা হাইকোর্ট থেকে হয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা আদালত চালুর জন্য পরিকাঠামো দেখে গেছেন। শনিবার আলিপুরদুয়ার এলেন হাইকোর্টের জোনাল জর্জ জাস্টিস রবিকিষান কাপুর। এদিন আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতের বিভিন্ন কিছু পরিদর্শন করেন। খতিয়ে দেখেন সব কিছু। আগামী এক মাসের আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতের কাজকর্ম শুরু হয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সরকারী আইনজীবী সুব্রত মজুমদার। তিনি বলেন আজ জাস্টিস রবিকিষন কাপুর সব পরিদর্শন করে গেলেন। অচিরেই জেলা আদালত চালু হচ্ছে। আলিপুরদুয়ার পূর্ণাঙ্গ জেলা। কিন্তু জেলা জর্জকোর্ট এখনও চালু না হওয়ায় তা সম্ভব হচ্ছে না। তাই আমরা জেলা জর্জকোর্ট চালুর দাবিতে এর আগে আন্দোলন হয়েছে। আলিপুরদুয়ার বার অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা গেছে, আলিপুরদুয়ার জেলা হওয়া সত্ত্বেও এখনও এখানে জেলা আদালত গঠন হয়নি। তবুও এখানে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ১,২ এবং ৩, এসিজেএম ১ ও ২, অ্যাসিস্টেন্ট সেসন জর্জ, ফাস্ট ট্রাক ১ ও ২, সিভিল আদালত, ক্রেতা সুরক্ষা আদালত সহ ১০ টি কোর্ট আছে। আলিপুরদুয়ার বার অ্যাসোসিয়েশনের আছেন ৩০০ জন এর উপর আইনজীবী। আদালত সূত্রে জানাগেছে, আলিপুরদুয়ারের এই আদালত গুলিতে স্বাভাবিক সময়ে প্রতিদিন কমবেশি দেওয়ানি ও ফৌজদারি মিলিয়ে প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ টি মামলা দাখিল হয়। দ্রুত সে গুলি বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। কিন্তু জেলা আদালত চালু না হওয়ায় এখনও এই জেলার বাসিন্দাদের জলপাইগুড়ি ছুটতে হয়। জানা গেছে, ইতিমধ্যেই আলিপুরদুয়ার জেলা জর্জ কোর্টের স্থায়ী পরিকাঠামো গড়তে ৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। ওই টাকায় জি প্লাস সিক্স ক্যাটাগড়ির সাত তলা বিল্ডিং তৈরি হবে। সেখানেই আলিপুরদুয়ার জেলার আইন সংক্রান্ত সব ধরনের কাজ হবে বলে জানানো হয়।

গাছ কাটার সময় ডাল পড়ে জখম ৫

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৪ মার্চ ঃ মুর্শিদাবাদের ডোমকলের শিবনগর এলাকায় গাছ কাটার সময় সেই গাছের ডাল পড়ে জখম হলেন ৫ জন ব্যক্তি। আহতদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। শনিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জখম ব্যক্তিদের নাম যথাক্রমে জলিল মণ্ডল, রেজাউল শেখ, মহিদুল মণ্ডল, আরমান হোসেন মণ্ডল ও জালাল মণ্ডল। স্থানীয়রা জানান, এদিন সকালে ডোমকলের শিবনগর ঈদগাহ ময়দানের বড় কৃষ্ণচূড়া গাছ কাটা চলছিল। গাছের একাংশ কাটার পর হঠাৎ বিশাল ওই কৃষ্ণচূড়া গাছের একাংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। জখম হন ৫ জন। গাছটি আগেই বিক্রির জন্য নিলাম হয়েছিল। যিনি নিলামের মাধ্যমে গাছটি কিনেছিলেন তিনি লোকজন নিয়ে শনিবার সেটি কাটতে এসেছিলেন। আহতদের উদ্ধার করে এদিন তড়িঘড়ি ডোমকল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা পাঁচজনকে স্থানান্তর করার পরামর্শ দেন। এরপর জখমদের নিয়ে যাওয়া হয় বহরমপুর মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ইতিমধ্যে হাসপাতালে পৌঁছেছে পুলিশ।

বেহাল রেল গেটে গাড়ি ঠেলছে গেট ম্যান, ভোগান্তি যাত্রীদের

প্রীতম সাধুর্খাঁ, হুগলি, ৪ মার্চ ঃ বেহাল রেল গেটের মধ্যের রাস্তা, লেগেই রয়েছে নিত্য দুর্ঘটনা। পুরসভার তরফ থেকে একাধিকবার রেলকে জানানো হলেও কোন ফল মেলেনি। ভোগান্তির মুখে শহরবাসী। হাওড়া তারকেশ্বর

লাইনের চার নম্বর রেলগেটে মেরামতি করার জন্য কয়েকমাস আগে গেটের মাঝের রাস্তা সারাই হচ্ছিল। শহরবাসী অভিযোগ ওই রেলগেটে দিয়ে প্রতিদিন সাইকেল থেকে ট্রাক সব ধরনের যানবাহনই চলাচল করে। রাস্তার হাল খারাপ হওয়ায় সমস্যায় মুখে পড়ছেন চালকেরা। সব থেকে বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সে যাওয়া রোগীদের। এর ফলে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে জি টি রোডে। শুধু তাই নয়, দুভোগের শিকার হচ্ছে স্কুল পড়ুয়ারাও। চরম অসস্তিতে পড়েছেন দায়িত্বে থাকা গেট ম্যান। শুধু তাই নয় তাকে নিজে ঠেলে পার করতে হচ্ছে ছোট যানবাহনকে আবার শুনতে হচ্ছে সাধারণ মানুষের শাসানি। সাধারণ মানুষের দাবি অবিলম্বে রেল বেল কর্তৃপক্ষ ওই অংশের রাস্তা সারানোর ব্যবস্থা করুক। যে কোন সময় বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে হতে পারে প্রাণহানিও। এক নিত্যযাত্রী অমল কৃষ্ণ মন্ডলের অভিযোগ, এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছি কিন্তু কতদিন করবো তা জানিনা, তার আগেই মনে হয় অকালে পটল তুলতে হবে এই রাস্তা মানুষের চলাচলের জন্য নয়। এক টোটো চালক জানান, এই রাস্তায় মানুষ পড়ে মাথা ফেটে যাচ্ছে, তবুও স্থানীয় প্রশাসনের কোন নজর নেই সেই দিকে। ওখানকার এক স্থানীয় বাসিন্দা জানান ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে নিত্য যাত্রীদের, যেকোনো সময় টোটো উল্টে দুর্ঘটনা ঘটছে। বৈদ্যবাটি পুরসভার পুরপ্রধান পিন্টু মাহাতো জানান রেলের জায়গায় পৌরসভা যদি কাজ করতে পারে না, তা আমরা বারবার রেলকে জানিয়েছি ওই ভাঙ্গা অংশকে ঠিক করার জন্য, তারপরও রেল কে চিঠি করা হয়েছে। এরপরেও যদি কাজ না হয় তাহলে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।

আমার বিরুদ্ধে দুর্নীতি নেই বলেই ক্লিনচিট দিয়েছে ইডি ঃ বিভাস

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৪ মার্চ ঃ আমার বিরুদ্ধে দুর্নীতি নেই বলেই ক্লিনচিট দিয়েছে ইডি। কিন্তু আমাদের সংঘের একটা গোষ্ঠী আমার বদনাম করতে মিথ্যা প্রচার করছে। তাদের হাতে আমি খুন হয়ে যেতে পারি। আমি আইনের দ্বারস্থ হব। নিয়োগ দুর্নীতি প্রসঙ্গে শনিবার এমনই মন্তব্য করলেন বিভাস চন্দ্র অধিকারী। এদিন ছিল শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের ১৩৫ তম শুভ আবির্ভাব মহা মহোৎসব। এই উপলক্ষ্যে বীরভূমের নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের নব-হিমাইতপুর গ্রামে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। সর্বধর্ম এই শোভাযাত্রায় সহস্রাধিক মহিলা অংশগ্রহণ করেন। বেলার দিকে মন্দিরে শুরু হয় পুজো পাঠ এবং যজ্ঞ। দুদিনের অনুষ্ঠানে কীর্তন, বাউল গানের পাশাপাশি থাকছে ধর্মীয় আলোচনা। মন্দিরের কর্ণধার বিভাস চন্দ্র অধিকারী বলেন, প্রতিবছর আমরা ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি পালন করে আসছে শ্রদ্ধার সঙ্গে। দুদিনের অনুষ্ঠানে সমস্ত ধর্ম নিয়ে আলোচনা হবে। এছাড়া বহিরাগত শিল্পী দ্বারা সঙ্গীত পরিবেশন করা হবে। দুদিন ধরে ঠাকুরের প্রসাদ বিতরণ করা হবে। লক্ষাধিক ভক্ত দুবেলা ঠাকুরের প্রসাদ পাবেন। শুধু বীরভূম নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা আশ্রমে চলে এসেছেন। এদিকে শিক্ষক দুর্নীতি প্রসঙ্গে নাম জড়ানো বিভাস চন্দ্র অধিকারী বলেন, ইডি আমার কলকাতার ফ্ল্যাট সিল করে দিয়েছিল। কিন্তু আমাকে জেরা করে এবং সব দিক দেখে ক্লিনচিট দিয়েছে। তারাই আমার ফ্ল্যাটের চাবি খুলে দিয়েছে। বিভাসবাবুর দাবি, আমাদের সংঘের জেলা সম্পাদক অনিল চক্রবর্তী উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছে। কারণ আমি চন্দ্রপুর থানার হরিপুর গ্রামে ঠাকুরের নামে মেডিক্যাল কলেজ করছি। অনিলবাবু ব্যর্থ হয়েই মিথ্যাচার করছে। আমি আইনের দ্বারস্থ হব। নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করে বিভাস চন্দ্র অধিকারী বলেন, আমি ঠাকুরের ভজন করি। আমার নিজের বলতে কিছু নেই। যদি আমি দোষী প্রমাণিত হই তাহলে জেল খাটতে প্রস্তুত। মনে রাখবেন আমি ঠাকুরের ভজনা করি বলেই দুর্ঘটনার পরেই বেঁচে রয়েছি। যদিও অনিল চক্রবর্তী বলেন, আমি খুন করার জন্য জন্মায়নি। ওসব মিথ্যা কথা।

সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস এসে স্থানীয়দের সঙ্গে বচসায় জড়ালেন সেচমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, তুফানগঞ্জ, ৪ মার্চ ঃ সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাসে এসে স্থানীয়দের সঙ্গে বচসায় জড়ালেন সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। মন্ত্রী চলে

যেতেই উধাও সরকারি ব্যানার ও পোস্টার। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকায়। শাসকদলকে খোঁচা দিতে ছাড়েনি বিজেপি। শনিবার সকালে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের নাজিরান দেওতিখাতা এলাকার ঘটনা। জানা যায়, শনিবার সকালে আলিপুর জেলা সেচ দপ্তরের উদ্যোগে, আলিপুর জেলার ভলকা গ্রাম পঞ্চায়েত হয়ে, কোচবিহার জেলার রামপুর-১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে নাজিরান দেওখাতা পর্যন্ত চাষের জমির উপর ক্যানেল, প্রকল্পের শিলান্যাস আসেন রাজ্যের সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক সহ তুফানগঞ্জ -২ ব্লক বিডিও প্রসেনজিত কুণ্ডু সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্তারা। ঠিক সে সময় স্থানীয়দের সঙ্গে বচসায় জরালেন মন্ত্রী। স্থানীয়দের ধমক দিতে শোনা যায় তৃণমূল নেতাও কর্মীদের। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়, মন্ত্রী চলে যেতেই উধাও শিলান্যাসের ব্যানার ও পোস্টার।

বারুদের স্তুপে বীরভূম

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৪ মার্চ ঃ যতই পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় এগিয়ে আসছে, ততই বোমার উত্তাপে তেতে উঠছে বীরভূম। শুক্রবার রাতে পাড়ুই থানার ভেড়ামারিতে তৃণমূলের অঞ্চল কমিটির সদস্য হাফিজুল সেখের শৌচাগার মাটিতে গুড়িয়ে যায়। টিনের চাল দুমড়ে মুচড়ে যায়। এমনকি পিলারও ভেঙে যায়। কোন উদ্দেশ্যে এই বোমা মজুত করা হয়েছিল ক্ষতিয়ে দেখছে পুলিশ। সাত্তোর অঞ্চলের তৃণমূল নেতা তথা অঞ্চল কমিটির সদস্য সেখ মোস্তফা বলেন, সাত্তোর অঞ্চল কমিটির সদস্য হাফিজুল সেখের বাস বাড়িতে অর্থাৎ শৌচাগারে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। তবে সেই সময় বাড়িতে কেউ না থাকায় কোনো হতাহতের খবর মেলে নি। বোমা বিস্ফোরণের তীব্রতা এত বেশি যে, ভো।মারি থেকে সাত্তোর পর্যন্ত তার শব্দ মানুষের কানে পৌঁছায়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় হাফিজুল সেখের বা।রি শৌচাগার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বীরভূমের পাড়ুই থানার ভেরামরি গ্রামে। কিন্তু কী ভাবে শৌচাগারে বিস্ফোরক এল কিংবা আগেই থেকে সেখানে বিস্ফোরক মজুত ছিল কি না, তা তদন্ত করছে পুলিশ। বিস্ফোরণের পেরই এস ডি পিওর নেতৃত্ব ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। কেউ আহত হয়েছেন কি না, পুলিশের তরফ থেকে তা স্পষ্ট করা হয়নি। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, তাঁর বিকট শব্দ ১২ থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে বোলপুরেও শোনা গেছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। বীরভূমে ধারাবাহিকভাবে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছে। উদ্ধার হচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্রও। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে যা উদ্বেগ বাড়িয়েছে জেলা প্রশাসনেও। ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সেই যে বীরভূমে বোমা-বন্দুকের আস্ফালন শুরু হয়েছিল তা চলছেই। এর মাঝে একাধিক ঘটনা ঘটেছে। গতমাসেই বীরভূমের মাড়গ্রামে ফের বোমা উদ্ধার হওয়ার ঘটনা সামনে আসে। তপন গ্রামে জেলবন্দি সিপিএম নেতার বাড়ির পাশ থেকে দু ড্রাম ভর্তি বোমা উদ্ধার করে পুলিশ । গ্রামবাসীদের একাংশের অভিযোগ, সিপিএম নেতা ইয়াকুব শেখকে ফাঁসানোর জন্য তাঁর বাড়ির পাশে বোমা রেখে গেছেন তৃণমূল কর্মীরা।

ইটভাটার মালিকের নির্দেশে ফুলহার নদী থেকে অবৈধ ভাবে মাটি কাটার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ মার্চ ঃ আবার নদী থেকে অবৈধ ভাবে মাটি কাটার অভিযোগ। সেই মাটি চলে যাচ্ছে অবৈধ ইঁটভাটাতে। মাটি কাটার অনুমতি প্রশাসন কি ভাবে দিল তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ট্যাংটা ঘাট ব্রিজের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ফুলহার নদীর একাংশ। সেখান থেকেই এবার মাটি কাটার অভিযোগ উঠছে। ছুটির দিনে শনিবার এবং রবিবার করে কাটা হচ্ছে মাটি। এছাড়াও নিয়ম না মেনে প্রায় ১০ থেকে ১১ ফিট করে মাটি কাটা হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীযদের। এলাকায় রোজ ভাটা নামে একটি ইটভাটা রয়েছে। সূত্রের খবর এই ইটভাটা বৈধ নয়। রোজ ইটভাটার মালিকের নির্দেশেই এই মাটি কাটা হচ্ছে বলে জানা গেছে। সেই মাটি চলে যাচ্ছে ইটভাটাতে।

এমনকি বিহারে পাচার হচ্ছে বলেও অভিযোগ। প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। অবৈধ মাটি কাটা রুখতে প্রশাসন বারবার কড়া বার্তা দিলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন হচ্ছে না বলে দাবি এলাকাবাসীর। অবৈধ ভাবে মাটি কাটলে কেউ ছাড় পাবে না, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বার্তা জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়ার। মালদা জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক জম্মু রহমান বলেন, মাটি কাটার কথা শুনতে পেয়েছি। যদি অবৈধভাবে কাটা হয় অবশ্যই বলব প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে।এরমধ্যে কোন রাজনীতি দেখা হবে না।বিজেপির মালদা জেলা কমিটির সদস্য কিষান কেডিয়া বলেন, এই ভাবে মাটি কাটার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। প্রশাসন পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে হাইকোর্টে যাচ্ছে মালদা জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ মার্চ ঃ ২০১৮ সালের অভিজ্ঞতা থেকে পুলিশে আর ভরসা রাখতে পারছে না মালদা জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়ে উচ্চ আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিল মালদা জেলা কংগ্রেস কমিটি। শনিবার দুপুরে মালদা টাউন হল প্রেক্ষাগৃহে জেলা কংগ্রেসের প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন

দলের জেলা সভাপতি তথা দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের সাংসদ আবু হাশেম খান চৌধুরী ওরফে ঢালু বাবু। কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির প্রতিনিধির উপস্থিতিতে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের রণকৌশল নিয়ে বিভিন্ন ব্লকের নেতারা টাউন হলের বৈঠকে আলোচনা করেন। শাসক দল তৃণমূলকে হারাতে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনই যথেষ্ট বলে কংগ্রেস নেতৃত্ব মনে কড়ছে। সুজাপুরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা জেলা কংগ্রেস নেতা খান চৌধুরী জানান, শান্তিপূর্ণ ভোটের ব্যবস্থা যেমন করতে হবে তেমনি গণনা কেন্দ্রগুলিও ঠিকঠাক জায়গায় করতে হবে। এইসব একগুচ্ছ দাবি নিয়ে আদালতে যাচ্ছে জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব।

রাজ্যসভার সাংসদের চিঠি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৪ মার্চ ঃ বিশ্বভারতী উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর কিভাবে বিশ্বভারতীতে অশান্তির বাতাবরণ গড়ে তুলেছেন সেই বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে চিঠি দিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ জহর সরকার। চিঠিতে উদ্বেগ জানিয়ে তিনি বলেন, বিদ্যুৎ চক্রবর্তী উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকে বিশ্বভারতী স্বায়ী অশান্তির জায়গাতে পরিণত হয়েছে। এর আগেও বাইশ সালের পয়লা অগাস্ট কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে চিঠি পাঠিয়ে বিশ্বভারতীতে উদ্ভূত পরিস্থিতি সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিটি পাঠানোর আবেদন জানিয়েছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ জহর সরকার। তার আগেও সেই বছরের ৬ জুন সাংসদ সরকার একইভাবে চিঠি পাঠিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সাংসদ জানান, উনিশ সালের জানুয়ারি মাস থেকে বাইশ সালের ১৫ জুলাই পর্যন্ত কলকাতা উচ্চ আদালত ও সুপ্রিম কোর্ট মিলে একানব্বইটি মামলা দায়ের হয়েছে। যার অধিকাংশর নিষ্পত্তি হয় নি। ইতিমধ্যে সেই সংখ্যা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই চিঠিতে সেই তালিকাও সাংসদ কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছেন। অধ্যাপক, শিক্ষা কর্মী ও ছাত্ররা উচ্চ আদালতে সঠিক রায়দান পেয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। কারণ উপাচার্য আদালতের রায় তালিম না করে আইনী জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা বাড়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ অপচয় করতে সেই মামলা গুলোকে সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে যাচ্ছেন। এর ফলে কেন্দ্র সরকার বা বিশ্বভারতীর মাধ্যমে উকিলরা লাভবান হচ্ছেন। যে অধ্যাপক বা শিক্ষা কর্মী ও ছাত্ররা প্রতিষ্ঠানের কাছে পরিত্রান পেতে আইনের আশ্রয় প্রার্থী, তাদের উপর ব্যক্তিগত রাগ মেটাতে উপাচার্য বিশ্বভারতীকে ব্যবহার করছেন। কারণ মামলাকে বিভিন্ন ভাবে তিনি দীর্ঘায়িত করছেন।

বিচারাধীন ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৪ মার্চ ঃ ব্যাঙ্ক জালিয়াতির অভিযোগ। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল দুর্গাপুর সংশোধনাগারের বিচারাধীন এক ব্যাঙ্ক ম্যানেজারে। ঘটনাকে ঘিরে বিস্তর চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শিল্পাঞ্চলজুড়ে। সংশোধনাগর সূত্রে জানা গেছে, মৃত বিচারধীনের নাম শান্তনু মন্ডল। শনিবার দুপুর নাগাদ বর্ধমানের অনাময় হাসপাতালে মৃত্যু হয় তার। প্রসঙ্গত, একটি বেসরকারী ব্যাঙ্কের পান্ডবেশ্বরের বহুলা শাখার ম্যানেজার ছিলেন তিনি। ওই ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ১৬ কোটি টাকা লোপাটের দায়ে অভিযুক্ত ছিলেন। জালিয়াতির অভিযোগে গত ২০২২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার হয়েছিলেন ব্যাংক ম্যানেজার শান্তনু মন্ডল। সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছিল ওই ব্যাংকেরই এক মহিলা কর্মী স্মৃতি ভট্টাচার্য্যকে। অভিযোগ ছিল ওভারড্রাফটের মাধ্যমে প্রায় ১৬ কোটি টাকা ৮টি অ্যাকাউন্ট-এ সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বহুলা শাখার টাকা সরানোর অভিযোগ ওঠে। ঘটনাটি নজরে আসতেই ব্যাংকের আঞ্চলিক অফিসের পক্ষ থেকে অন্ডাল থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ দাযের করেন আধিকারিক সৌরভ কুমার লায়েক। ২৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ পুলিশ অভিযুক্ত ব্যাংক ম্যানেজার শান্তনু মন্ডলকে গ্রেফতার করে। আর এই জালিয়াতি কান্ডে ব্যাংক ম্যানেজারকে সঙ্গত দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় ওই ব্যাংকেরই অপর এক মহিলা কর্মী স্মৃতি ভট্টাচার্য্যকে। পরে দুর্গাপুরের এক ব্যবসায়ী প্রনব রুজকেও এই প্রতারনাকান্ডে গ্রেফতার করা হয়। কয়েকদিন পুলিশি হেফাজতে থাকার পর জেল হেফাজত হয়েছিল ব্যাঙ্ক ম্যানেজার শান্তনু মন্ডলের। তারপর থেকে দুর্গাপুর ফুলঝোর সংশোধনাগারেই বিচারাধীন বঃিদ ছিলেন তিনি। দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক সৌরভ চ্যাটার্জী জানান গত ২ মার্চ ফুলঝোর সংশোধনাগারে কয়েদিদের রুটিন পরীক্ষা হয়। যদিও ওই সময় কোন সমস্যা ধরা পড়েনি। ৩ মার্চ মধ্যরাতে প্রায় ৩ টা নাগাদ শারীরিক অস্বস্তি হওয়ায় ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে তড়িঘড়ি দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সিসিইউ তে চিকিৎসার পর ওই বন্দিকে ভোরেই স্থানান্তরিত করা হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে শারিরীক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বর্ধমান অনাময় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে ছোট একটি অস্ত্রোপচারও হয়। শনিবার দুপুর নাগাদ ওই হাসপাতালেই মৃত্যু হয় শান্তনু মন্ডলের। ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় এদিনই দুর্গাপুর আদালতে তাঁর হাজিরার তারিখ ছিল।

আদিবাসী মহিলাকে গণধর্ষণ, গ্রেফতার ৪

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৪ মার্চ ঃ গত বুধবার রাতে পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামে আদিবাসী মহিলার উপর গণধর্ষণের অভিযোগে চারজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে আউশগ্রাম থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতে এদের প্রত্যেকের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার এদের মেডিকেল পরীক্ষার পর বর্ধমান আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। ধৃতদের নাম হলো দেবাই সরেন মঙ্গল হেমব্রমমঙ্গল হেমব্রম, সোম মূর্মু। প্রথম তিনজনের বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের যদুগোড়িয়া চতুর্থজনের বাড়ি গলসীর লোয়াপুরে। এদের বিরুদ্ধে আই পি সি ৩৭৬ ডি ধারায় মামলা করেছে পুলিশ। পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের জঙ্গলে এক মাঝবয়েসী আদিবাসী মহিলাকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। জানা গেছে বুধবার গভীর রাতে ওই মাঝবয়েসী মহিলা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে জঙ্গলে গিয়েছিলেন। তখনই কয়েকজন দুস্কৃতী তাকে আক্রমণ করে। আক্রমণকারীরা তাকে গণধর্ষণের পর ফেলে যায় বলে অভিযোগ। নির্যাতিতাকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নির্যাতিতার বয়ান নিয়ে তার মেডিকেল পরীক্ষা করা হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। শুক্রবার দুপুরে বর্ধমান হাসপাতালে আসেন জেলার উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসাররা। তারা নির্যাতিতা মহিলার সাথে কথা বলেন। বছরখানেক আগেও ওই এলাকায় গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এই নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে এলাকায়।

অনুষ্ঠিত হল ১৩ তম কুমুদ সাহিত্য মেলা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৪ মার্চ ঃ ওদের কেউ খুবই বিখ্যাত নিজ গুণে যাদের খ্যাতি বাংলার সীমা ছাড়িয়ে পৌঁছে গ্যাছে দেশের অন্যান্য বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায়। কারও পরিচিতি আবার দেশের সীমা অতিক্রম করে পৌঁছে গ্যাছে প্রবাসী বাঙালিদের ঘরে ঘরে। কেউ আবার খুব সাধারণ হয়েও মানুষের মঙ্গলের জন্য অসাধারণ সব কাজ করে চলেছেন। এই রকম একঝাঁক কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষক, সমাজসেবী, আইনজীবী, সাংবাদিক সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের উপস্থিতিতে কুমুদ সাহিত্য মেলা কমিটির উদ্যোগে পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের ১৪১ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ৩ মার্চ কবির জন্মভিটে মঙ্গলকোটের কোগ্রামের 'মধুকর' প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় 'কুমুদ সাহিত্যমেলা'। সবার উপস্থিতিতে গমগম করে ওঠে মেলা প্রাঙ্গন। কবির স্মৃতিচারণার সঙ্গে সঙ্গে চলে স্বরচিত কবিতা পাঠ, সঙ্গীত পরিবেশন, বই প্রকাশ ও সাহিত্যচর্চা। সব মিলিয়ে সাহিত্যের আদর্শ পরিবেশ গড়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্টবেঙ্গল বার কাউন্সিলের কার্যনির্বাহী চেয়ারম্যান বিশিষ্ট আইনজীবী শ্যামল ঘটক, কলকাতা হাইকোর্টের এ.জি.পি আনসার মণ্ডল, বিধান শিশু উদ্যানের সম্পাদক গৌতম তালুকদার, পুলিশ সমাজের গর্ব মঙ্গলকোট থানার আই.সি তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী পিণ্টু মুখার্জ্জী, পল্লী কবির নাতনি মহাশ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্রোহী কবির নাতনি সোনালী কাজী, কলকাতা হাইকোর্টের দুই বিখ্যাত আইনজীবী তথা সাহিত্যিক জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও শীর্ষেন্দু সিংহরায়, সংবিধান বিশেষজ্ঞ তথা সুপ্রিম কোর্ট ও কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী বৈদুর্য ঘোষাল, অন্তরা সিংহরায়, সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান তথা বিশিষ্ট চিকিৎসক মমতাজ সংঘমিতা সহ আরও অনেকে। বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন বিশিষ্ট কবি কাজী নূর। মেলা কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত প্রতিটি ব্যক্তির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে তাদের হাতে স্মারক হিসাবে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্মৃতি বিজড়িত মেমেণ্টো তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও কুমুদ সাহিত্য মেলার প্রচার ও প্রসারের জন্য ত্রিশ জন সাংবাদিকের হাতে স্মারক তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত প্রতিটি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মেলা কমিটির সম্পাদক তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক মোল্লা জসিমউদ্দিন জানিয়েছেন, পল্লীকবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের জন্মদিন উপলক্ষ্যে কো-গ্রামের কবির জন্মভিটেতে ১৩ তম কুমুদ সাহিত্য মেলার আয়োজন করা হল। আগে শ্যামলাল মকদমপুরি কুশল কুমুদ লিটল ম্যাগাজিনের সৌজন্যে এই মেলার আয়োজন করতেন। পরে শ্যামলালবাবু তাকে এই সাহিত্য মেলার দায়িত্ব অর্পন করেন। মোট ১৫ জন বিশিষ্ট মানুষকে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবদানের জন্য সম্মাননা জানানো হয়। এবারে 'কুমুদ সাহিত্য রত্ন' পেয়েছেন বিশিষ্ট আইনজীবি তথা ক্রাইম থ্রিলার লেখক জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, 'নুরুল হোদা রত্ন' পেয়েছেন হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবি শীর্ষেঃদু সিংহ রায়, 'মেমারি রত্ন' হিসাবে আইনজীবি পল্লব চট্টোপাধ্যায়, 'পুরুষোত্তম সামন্ত স্মারক' সম্মান পেয়েছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার বিশিষ্ট সাংবাদিক জগন্নাথ ভৌমিক, 'সমীরন চৌধুরী রত্ন' পেয়েছেন বর্ষীয়ান সাংবাদিক তারক নাথ রায়, 'বর্ধমান রত্ন' পেয়েছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা লোকসংস্কৃতি গবেষক প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, 'নজরুল ইসলাম রত্ন' পেয়েছেন অভিনেতা ও বাচিক শিল্পী সুবর্ণ কাজি, 'নদীয়া রত্ন' সম্মাননা পেয়েছেন আইনজীবি তথা সমাজকর্মী মুকুল বিশ্বাস, 'খন্ডঘোষ রত্ন' পেয়েছেন শিক্ষক বিশ্বনাথ রায়, 'অমরেশ সিংহ রত্ন' পেয়েছেন সাংস্কৃতিক সংগঠক অর্ণব দত্ত, 'নানুর রত্ন' পেয়েছেন আনোয়ার আজিম, 'কালনা মহকুমা রত্ন' পেয়েছেন বিশিষ্ট ছড়াকার তপন কুমার বৈরাগ্য, সাহিত্যিক মণিশঙ্কর দত্ত পেয়েছেন 'জঙ্গলমহল রত্ন', 'রেজাউল করিম রত্ন' পেয়েছেন বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক ডাঃ প্রনয় ঘোষ। এছাড়া বাংলাদেশের যশোরের কবি তথা সাহিত্যিক কাজি নূরকে কুমুদ সাহিত্য মেলা কমিটির পক্ষ থেকে 'হাসান আজিজুল হক রত্ন' সম্মাননা প্রদান করা হয়। এদিনের সাহিত্য মেলার সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সুচারু রূপে সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী সফিকুল ইসলাম (দুলাল)। উল্লেখ্য, একটি ছোট সাহিত্য অনুষ্ঠানকে নিরলস প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে আজকের বৃহ সাহিত্য মেলার রূপ দিতে পেরেছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক মোল্লা জসিমউদ্দিন। শুধু এপার বাংলার নয়, ওপার বাংলার কবি সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছে কুমুদ সাহিত্য মেলার ব্যাপ্তি ও গভীরতা। আগামী দিনে বাংলার একটি অন্যতম প্রধান সাহিত্য মেলা হিসাবে কুমুদ সাহিত্য মেলা জনপ্রীয়তা লাভ করবে বলেই অনুমান করছেন দুই বাংলার কবি সাহিত্যিকরা। দুই বাংলার কবি সাহিত্যিকদের এই মেলবন্ধনের জন্য তারা জসিমউদ্দিন সহ মেলা কমিটির অন্যান্য উদ্যোক্তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

আত্মহত্যা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৪ মার্চ ঃ এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যা কে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পাকসারা গ্রামে। তালডাংরা থানার অন্তর্গত হাড়মাসড়া অঞ্চলের পাকসারা গ্রামের সাথী দুলের দেহ উদ্ধার হয় গ্রামের অদূরে শীলাবতী নদীর তীরবর্তী একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায়। ঘটনাটি শনিবার সকালে গ্রামবাসীদের নজরে আসতেই চাঞ্চল্য দেখা দেয়। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে স্বামীর সাথে বাড়ি ফিরছিল। অনুমান পথে দুজনের মনোমালিন্য হয়। তারপর বাড়ি না গিয়ে সে নিজ ওড়না গলায় পেঁচিয়ে গাছে ঝুলে আত্মহত্যাকরে। ঘটনাস্থলে তালডাংরা থানার পুলিশ মৃতদেহ তালডাংরা গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যায়।

Government of West Bengal
Office of the Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER

Executive Officer, Sankrail Panchayat Samity invites e-tender for following work related to Civil Development Work, vide following Tender ID-2023_ZPHD_486235_1. The last date of online submission of the tenders is 10.03.2023. Intending bidders are requested to visit the website https://wbtenders.gov.in for details. For other details may contact with the office of the undersigned.

Sd/- Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah

পরনে ধুতি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা স্ত্রী অনুষ্কাকে নিয়ে মহাকাল মন্দিরে পুজো দিলেন বিরাট

উজ্জয়িনী, ৪ মার্চঃ ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলি দিনকয়েক আগেই ঋষিকেশে দয়ানন্দ গিরির আশ্রমে গিয়েছিলেন। তার আগে পরিবারের সঙ্গে বিরাট বৃন্দাবনেও গিয়ে পুজো দিয়ে এসেছিলেন। এ বার ভারত-অস্ট্রেলিয়া চতুর্থ টেস্টের আগে উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে পুজো দিয়ে এলেন কিং কোহলি। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী বলিউড তারকা অনুষ্কা শর্মাও। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিরাট-অনুষ্কার মহাকাল মন্দির দর্শনের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। বাবা মহাকালের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ভস্ম আরতিও দর্শন করেছেন কোহলি। একাধিক ভক্তদের সঙ্গে মেঝেতে বসেই বিরাট ও অনুষ্কা মহাকালেশ্বর মন্দিরের পবিত্র ভস্ম আরতি দর্শন করেছেন। সেই সময় দেখা গিয়েছে কোহলির গলায় ঝুলছে রুদ্রাক্ষের মালা। তাঁর পরনে রয়েছে ধুতি। পাশেই বসে রয়েছেন কোহলির স্ত্রী, জনপ্রিয় বলিউড সুপারস্টার অনুষ্কা। তিনি পরেছিলেন শাড়ি। মহাকালেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরে ভস্ম আরতি দর্শন করার পর মন্দিরের গর্ভগৃহে সস্ত্রীক বিরাট কোহলি মহাদেবের পুজো করেন। সেই ভিডিয়োও হু হু করে ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। উল্লেখ্য, ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে সদ্য বিবাহিত লোকেশ রাহুল এবং আথিয়া শেট্টিও মহাকাল মন্দির দর্শন করতে গিয়েছিলেন। তারপরই টিম ইন্ডিয়ার অপর এক নব বিবাহিত ক্রিকেটার অক্ষর প্যাটেল তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মহাকালেশ্বর মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, দেশের মাটিতে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে বর্তমানে ব্যস্ত রয়েছেন বিরাট কোহলি। চলতি সিরিজে সেরা ফর্মে নেই ভিকে। কারণ অজিদের বিরুদ্ধে তিনটি টেস্টে বিরাট যথাক্রমে করেছেন ১২ (নাগপুর টেস্টে), ৪৪ (দিল্লি টেস্টে প্রথম ইনিংসে), ২০ (দিল্লি টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে), ২২ (ইন্দোর টেস্টে প্রথম ইনিংসে) এবং ১৩ (ইন্দোর টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে)। কোহলির বিগত কয়েকটি ইনিংসই প্রমাণ করে দিচ্ছে সেরা ছন্দে নেই তিনি। এ বার দেখার মহাকালেশ্বরের আশীর্বাদে বিরাটের ব্যাটে বড় রান আসে কিনা। উল্লেখ্য, ৯ মার্চ থেকে রয়েছে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ।

প্রয়াত বন্ধুকে আজও ভুলতে পারেননি সচিন

মুম্বই, ৪ মার্চঃ ক্রিকেট মহলের দুই মহারথী হলেন সচিন রমেশ তেন্ডুলকর ও শেন ওয়ার্ন। নিজেদের কেরিয়ারে বহুবার একে অপরের মুখোমুখি হয়েছেন। কখনও সফল হয়েছেন সচিন, কখনও ওয়ার্ন। ক্রিকেটে সেই সব আজও মনে থেকে গিয়েছে ভক্তদের। কিংবদন্তি লেগস্পিনারকে মাস্টার ব্লাস্টারের মুখে শোনা গেল আবেগপ্রবণ কিছু কথা। মাঠের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দূরে রেখে ব্যক্তিগত জীবনে সচিনের ভালো বন্ধু ছিলেন ওয়ার্ন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গত বছর

মাত্র ৫২ বছর বয়সে সবাইকে চিরতরে বিদায় জানান এই অজি স্পিনার। কিন্তু প্রয়াত বন্ধুর কথা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না সচিন। আজ টুইট করে ওয়ার্নকে মিস করার কথা জানিয়েছেন তিনি। প্রিয় বন্ধু ওয়ার্নির উদ্দেশে টুইটে সচিন লিখলেন, 'ক্রিকেট মাঠে আমাদের প্রতিযোগিতার অনেক স্মৃতি আছে। এগুলো আমরা দু'জনেই ভাগ করে নিয়েছিলাম। শুধুমাত্র বিরাট ক্রিকেটার হিসেবে নয়, প্রিয় বন্ধু হিসেবে তোমার অভাব আমি বুঝতে পারছি। আমার বিশ্বাস, তোমার সেন্স অফ হিউমার এবং প্রতিভা দিয়ে অন্য জগতে তুমি অনেক ভালো আছো।' ১৯৯৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ জয়ের পেছনে ওয়ার্নের অবদান অনস্বীকার্য। এমনকি নিজের কেরিয়ারে পাঁচ-পাঁচটি অ্যাশেজ সিরিজ জেতা অজি দলের সদস্যও ছিলেন তিনি। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বকালের সেরা লেগস্পিনার। টেস্টে ৭০৮ এবং ২৯৩ ওডিআই উইকেট রয়েছে সকলের প্রিয় ওয়ার্নের।

শাস্তির মুখে কেরল, 'বিতর্কিত' গোলের প্রতিক্রিয়া সুনীলের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

কে ঠিক? কে ভুল? শুক্রবার রাতের পর দু'ভাগ ভারতীয় ফুটবল। সুনীল ছেত্রীর একটি গোল আর তাকে কেন্দ্র করে বিতর্কের ঝড়। আইএসএলের প্লে অফে ওয়াক আউট কেরালা ব্লাস্টার্সের। রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে ম্যাচের মাঝপথেই মাঠ ছাড়ে কেরালা। কোচ ইভান ভুকোমানোভিচের এক ডাকেই মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান কেরলের ফুটবলাররা। ঘটনার সূত্রপাত খেলার ৯৫ মিনিটে। বক্সের অনেকটা বাইরে বেঙ্গালুরু এফসির ফুটবলার সুনীল ছেত্রীকে ফাউল করেন কেরলের ভিবিন মোহানন। বেঙ্গালুরুর পক্ষে রেফারি ফাউল দিতেই, বল বসিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গোলে শট নেন সুনীল ছেত্রী। রেফারির বাঁশির জন্য অপেক্ষা করেননি। কেরালা ব্লাস্টার্সের ফুটবলাররা ততক্ষণে তৈরি নয়। তার মধ্যেই গোলে শট নেন সুনীল। আর সেটাকে গোল দেন রেফারি। এরপরই শুরু বিতর্ক। রেফারি গোলের সিদ্ধান্ত দিতেই মাঠ ছাড়েন কেরালা ব্লাস্টার্সের ফুটবলাররা। প্রথমে রেফারির সঙ্গে তর্কাতর্কির পর মাঠ ছাড়েন আদ্রিয়ান লুনা, লেস্কোভিচরা। কেরল মাঝপথে মাঠ ছাড়ায় বেঙ্গালুরুকে জয়ী ঘোষণা করা হয়। আইএসএলের সেমিফাইনালে পৌঁছে যান সুনীলরা। প্রশ্ন হচ্ছে, সুনীল ছেত্রীর গোলটি কি আদৌ ন্যায্য? রেফারি কি সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন? ম্যাচ কমিশনারের রিপোর্টে পুরো ঘটনাটিই উল্লেখ থাকবে। ফাউলের পর যদি রেফারি মাঠে স্প্রে ব্যবহার করেন, তা হলে ওয়াল বসানোর জন্য অবশ্যই সময় দিতে হবে। সেক্ষেত্রে কিক নেওয়ার আগে রেফারির বাঁশির জন্য অপেক্ষা করতে হবে ফুটবলারকে। তবে রেফারি সেটা না করে থাকলে, ফুটবলার ওই পজিশন থেকে খেলা কুইক রিস্টার্ট করতে পারে। রেফারির বাঁশির জন্য ফুটবলারকে অপেক্ষা করতে হবে না। সেক্ষেত্রে গোলটি অবশ্যই ন্যায্য। ম্যাচের ওই মুহূর্তে ঠিক কী হয়েছিল, তা অবশ্য টিভিতে স্পষ্ট দেখা যায়নি। করে নিই। কারণ তার অনুমতি না মিললে কখনই খেলা শুরু করা যায় না।'' আইএসএলে ওয়াক আউটের জেরে বড়সড় শাস্তির মুখে পড়তে পারে কেরালা ব্লাস্টার্স। নিষেধাজ্ঞার কবলেও পড়তে পারে কেরল। শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বৈঠকের পরই তা বোঝা যাবে। একই সঙ্গে বড় অঙ্কের আর্থিক জরিমানা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ঘটনা ২৪ ঘণ্টা

তবে কমিশনারের রিপোর্টে তা অবশ্যই উল্লেখ থাকবে। কেরালা ব্লাস্টার্সের ওয়াক আউটে অবাক সুনীল ছেত্রী। ম্যাচের পর তিনি বলেন, ''আমি এখনও বুঝতে পারছি না ঠিক কী হয়েছে। তবে ২২ বছরের ফুটবল জীবনে এমন ঘটনা আগে দেখিনি। পজিটিভ না নেগেটিভ, তা নিয়ে মন্তব্য করতে চাই না। আমরা সেমিফাইনালে ওঠায় অবশ্যই খুশি। তবে ফ্রি-কিক নেওয়ার আগে আমি সবসময়ই রেফারিকে জিজ্ঞাসা পেরিয়ে গেলেও, ভারতীয় ফুটবলে সুনীলের 'বিতর্কিত' গোলের রেশ এখনও কাটেনি। একটা অংশ মনে করছে, সুনীল যা করেছে তা খেলারই অঙ্গ। অন্য একটা অংশ মনে করছে, রেফারির ভুলের খেসারত দিতে হয়েছে কেরালা ব্লাস্টার্সকে। একই সঙ্গে সুনীল ছেত্রীর 'ফেয়ার প্লে' নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। কেরলের ওয়াক আউটে এফএসডিএল পরবর্তীতে কী সিদ্ধান্ত নেয়, সে দিকেই তাকিয়ে ফুটবলমহল।

ইন্দোরের পিচকে খারাপ বলায় আইসিসি-র উপর চটেছেন গাভাসকর

ইন্দোর, ৪ মার্চঃ ইন্দোরের পিচকে আইসিসি খারাপ বলায় এবং তিনটি ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়ায় প্রচণ্ড চটেছেন সুনীল গাভাসকর। তাঁর মতে ভারতের মাটিতে আড়াই দিনে খেলা শেষ হলেই পিচ খারাপ মনে হয় আইসিসির। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে যখন আড়াই দিনে খেলা শেষ হয়ে যায়, তখন কোনও কিছু বলা হয় না আইসিসি-র তরফে। ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ইন্দোরে শেষ হয়ে যায় দু'দিন এবং একটি সেশনে। প্রথম দিন থেকেই স্পিনাররা সাহায্য পাচ্ছিলেন বলে মনে করেন ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রড। আইসিসি ইন্দোরের পিচকে খারাপ বলে জানায় এবং তিনটি ডিমেরিট পয়েন্ট দেয়। সেই সিদ্ধান্তের পর গাভাসকর বলেন, ''আমি একটাই জিনিস জানতে চাইব। নভেম্বরে ব্রিসবেনের গাব্বায় একটা টেস্ট দু'দিনে শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেই পিচকে আইসিসি ক'টা ডিমেরিট পয়েন্ট দিয়েছে এবং সেখানে ম্যাচ রেফারি কে ছিলেন?'' তৃতীয় টেস্টে প্রথমে ব্যাট করে ১০৯ রান করে ভারত। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায় ১৯৭ রানে। ৮৮ রানে লিড নেয় তারা। ম্যাট কুহনেমান একাই নেন পাঁচ উইকেট। পরের ইনিংসে ভারত ১৬৩ রান করে। অস্ট্রেলিয়ার সামনে জয়ের

জন্য মাত্র ৭৬ রানের লক্ষ্য দেন রোহিত শর্মারা। এক উইকেট হারিয়ে সেই রান তুলে নেয় অস্ট্রেলিয়া। এমন পিচে ব্যাট করা কঠিন বলে মেনে নিয়েছেন রোহিতও। ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রড তাঁর রিপোর্টে লেখেন, পিচ খুব শুষ্ক ছিল। ব্যাটার এবং বোলারদের জন্য সমান সাহায্য ছিল না। স্পিনাররা প্রথম থেকেই বাড়তি সুবিধা পাচ্ছিল। আইসিসির উপর চটলেও ভারতীয় দলকেও এক হাত নিতে বাদ রাখেননি গাভাসকর। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বলেন, ''প্রথম দুটো টেস্টে ভারত কিন্তু রান করতে পারেনি। নাগপুরে রোহিত ছাড়া কেউ রান পায়নি। রান না পেলে ব্যাটারদের মধ্যে একটা নড়বড়ে মানসিকতা কাজ করে। এই টেস্টে সেটা দেখা গিয়েছে। প্রয়োজনীয় রান তুলতে পারেনি ভারত। যতটা এগিয়ে এসে খেলা উচিত ছিল, সেটাও করেনি। পিচ ওদের ঘাড়ে চেপে বসেছিল। মাথার মধ্যে পিচটাই ছিল। বিশেষ করে দ্বিতীয় ইনিংসে বেশি চাপে ছিল ভারত।'' ভারতের পরের টেস্ট আমদাবাদে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেটাই এই সিরিজে শেষ টেস্ট। এর আগে নাগপুর এবং দিল্লিতে খেলেছিল দুই দল। সেই ম্যাচগুলিতেও স্পিনের দাপট ছিল। আইসিসি সেই পিচগুলিকে 'অ্যাভারেজ' বলেছিল। ৯ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা টেস্টে জিতলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলার জায়গা নিশ্চিত করবে ভারত।

ইন্দোরের ম্যাচের পিচেই প্রস্তুতি সারল টিম ইন্ডিয়া!

ইন্দোর, ৪ মার্চঃ সালটা ২০১৯। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচ ছিল ভারতের। তিন দিনও লাগেনি ভারতের ম্যাচ জিততে। এরপরই কলকাতায় ছিল গোলাপি বিপর্যয়ের সামনে পড়েছে। ব্যাটারদের অ্যাপ্লিকেশন নিয়েও সমস্যা দেখা দিয়েছে। পিচের রহস্য বুঝতে চতুর্থ দিন তাই হোলকারের সেই পিচেও অনুশীলন সাড়ল টিম ডেলিভারিই বুকের উচ্চতায় ধরেছেন। আবার কখনও অনেক ডেলিভারি হাঁটু অবধি উঠেছে। ইন্দোরে লাল এবং কালো মাটির সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছিল পিচ।

বলে দিন রাতের টেস্ট। ইন্দোর টেস্ট জিতে চতুর্থ দিন হোলকার স্টেডিয়ামেই গোলাপি টেস্টের প্রস্তুতি সেরেছিল টিম ইন্ডিয়া। এ বার আসা যাক, ২০২৩ এ। শুক্রবার আড়াই দিনেই ম্যাচ শেষ হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৯ উইকেটের ব্যবধানে হেরেছে টিম ইন্ডিয়া। ম্যাচ শেষ হয়েও যেন শেষ হয়নি। হারের কারণ হাতড়ে বেড়াচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। ইন্দোরে জিতলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল নিশ্চিত হয়ে যেত ভারতের। কিন্তু নিজেদের তৈরি র‍্যাঙ্ক টার্নারে নিজেরাই ব্যাটিং ইন্ডিয়া। নাগপুর ও দিল্লি টেস্ট জিতে সিরিজে ২-০ এগিয়ে ছিল টিম ইন্ডিয়া। সেখানেও স্পিন সহায়ক পিচ ছিল। ভারত জেতায় এত বেশি আলোচনা হয়নি। বিদেশি সংবাদমাধ্যম এ নিয়ে আওয়াজ তুললেও ভারতীয় মিডল অর্ডারের ব্যাটিং পারফরম্যান্সে তাদের সমালোচনা ধোপে টেকেনি। কিন্তু ইন্দোরে ম্যাচের প্রথম দিন ষষ্ঠ ওভার থেকেই বিশাল টার্ন দেখা যায়। শুধু তাই নয়, অসমান বাউন্সও দেখা যায়। দুই উইকেট কিপার অ্যালেক্স ক্যারি ও শ্রীকার ভরত স্পিনারদের অনেক ভারতীয় শিবিরও কি পিচ বুঝতে ভুল করেছে? ভারতীয় শিবিরে পরিকল্পনা ছিল ইন্দোরে জিতে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল নিশ্চিত করা এবং আমেদাবাদে গ্রিন টপ তৈরি করে ফাইনালের প্রস্তুতি সারা। কিন্তু ইন্দোরের হার সব পরিকল্পনায় জল ঢেলে দিয়েছে। ম্যাচের চতুর্থ দিন তাই টিম ইন্ডিয়া ছুটল ইন্দোরে। ম্যাচের পিচেও প্রস্তুতি সারতে দেখা গিয়েছে। পাশাপাশি অন্য পিচেও প্রস্তুতি সারেন শ্রেয়স, জাডেজারা। রাহুল দ্রাবিড় দীর্ঘ সময় ম্যাচের পিচ পর্যবেক্ষণ করলেন।

আইএসএলের সেমিফাইনালে সবুজ-মেরুণ

মোহনবাগান-২ (বুমোস, পেত্রাতোস) ■ ওড়িশা-০

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চঃ আইএসএলের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল মোহনবাগান। শনিবার দ্বিতীয় প্লে-অফ ম্যাচে ঘরের মাঠে ওড়িশা এফসিকে ২-০ গোলে হারিয়ে শেষ চারে খেলা নিশ্চিত করল সবুজ-মেরুন শিবির। সেমিতে মোহনবাগানের প্রতিদ্বন্দ্বী গতবারের চ্যাম্পিয়ন হায়দরাবাদ এফসি। শনিবার যুবভারতীতে খানিকটা ফেভারিট হিসাবেই নেমেছিল মোহনবাগান। তার উপরে ঘরের মাঠের দর্শকদের সমর্থন তাতিয়ে তুলেছিল ফেরান্দোর ছেলেদের। যার সুবিধাটা ভালমতোই পেল সবুজ-মেরুন শিবির। একেবারে শুরু থেকেই ছন্দময় ফুটবল উপহার দিলেন পেত্রাতোস-বুমোসরা। যার ফলশ্রুতি ম্যাচের দুই অর্ধে দুই গোল। প্রথমার্ধের ৩৬ মিনিটে কর্নার থেকে দুর্দান্ত গোল বুমোসের। আর দ্বিতীয়ার্ধে ৫৮ মিনিটে পেত্রাতোসের বিশ্বমানের ফিনিশ। এই দুই গোলই ম্যাচে নির্ণায়ক হয়ে গেল। পালটা ওড়িশা যে আক্রমণ করেনি সেটা নয়। কিন্তু গোলমুখে ব্যর্থতা তাদের ভুগিয়েছে বারবার। যার ফলে খেলা শেষ হল ২-০ গোলেই। আসলে ঠিক সময়ে ছন্দ ফিরে পাচ্ছে মোহনবাগান। খাতায়কলমে আইএসএলের অন্যতম সেরা দল হলেও টুর্নামেন্টের মাঝপথে ছন্দ হারিয়েছিল সবুজ-মেরুন। একটা সময় টানা ম্যাচ হেরে জুয়ান ফেরান্দোর ছেলেরা

এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলেছিলেন, যে প্লে-অফে ওঠাটাই অনিশ্চিত হয়ে যাচ্ছিল। তবে, লিগ পর্বের একেবারে শেষদিকে এসে ধীরে ধীরে ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দেন সবুজ-মেরুন ফুটবলাররা। আর প্লে-অফে ওড়িশার বিরুদ্ধে তাঁরা বুঝিয়ে দিলেন, সেমিফাইনালের জন্য মোহনবাগান প্রস্তুত। তবে সেমিফাইনালের আগে একটি বিষয় চিন্তায় রাখবে সবুজ মেরুনকে। সেটা হল আশিক কুরুনিয়ন এবং গোলরক্ষক বিশাল কাইথের চোট। আশিক এবং বিশাল দু'জনেই এদিনের ম্যাচে গুরুতর চোট পেয়েছেন। তারা আদৌ সেমিফাইনালে নামতে পারবেন কিনা, সেটা নিয়ে চিন্তায় থাকবেন সবুজ-মেরুন সমর্থকরা।

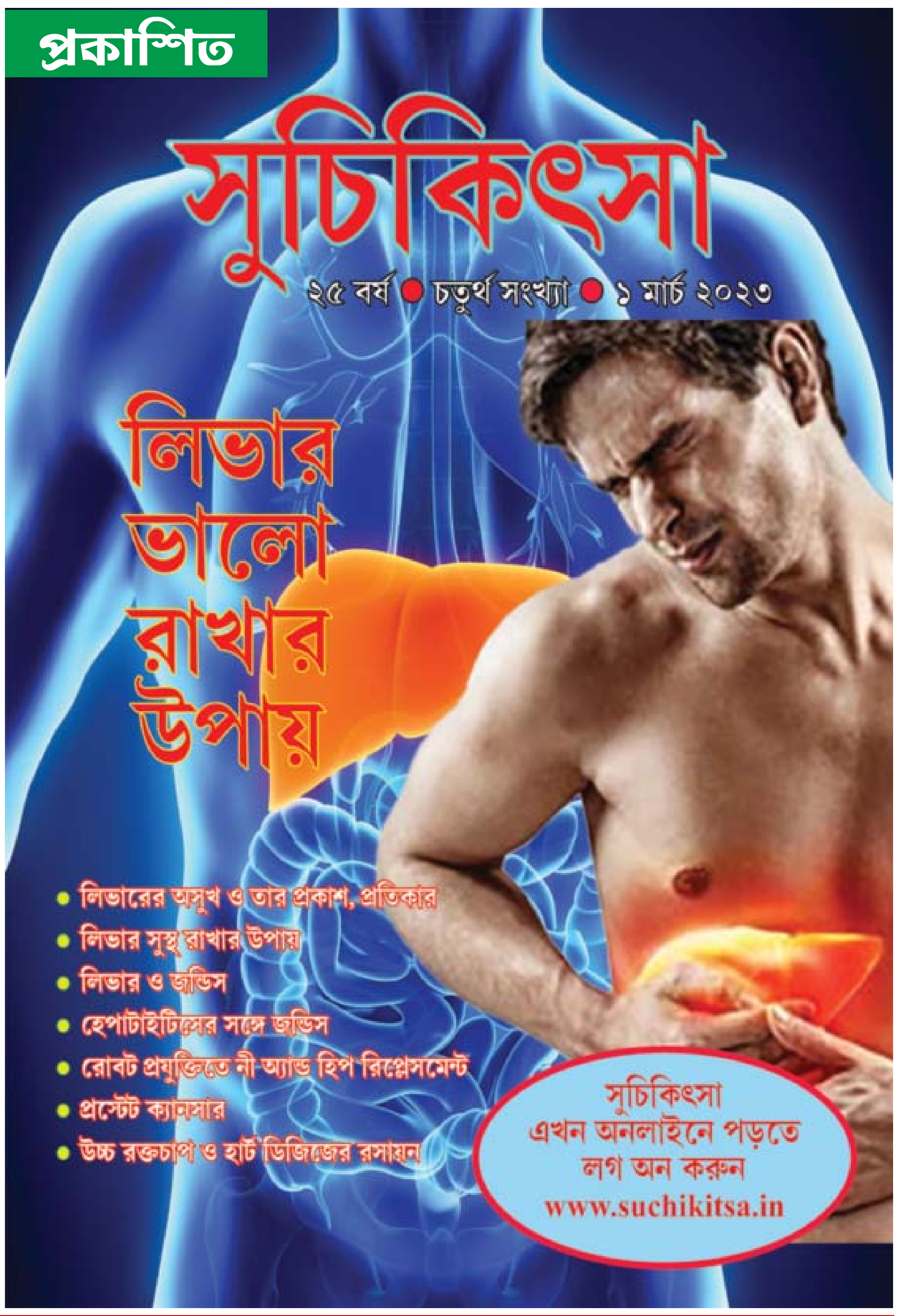

পিএসএল কি পাড়ার টুর্নামেন্ট? ভালো খেললেই মিলছে আইফোন, জমিও!

লাহোর, ৪ মার্চঃ পাকিস্তানে চলছে পিএসএলের অষ্টম সংস্করণ। ৩৪ ম্যাচের এই টুর্নামেন্টের এখনও অবধি ২০টি ম্যাচ খেলা হয়ে গিয়েছে। ৬ ম্যাচের ৫টিতে জয় ও ১টিতে হারের পর ১০ পয়েন্ট নিয়ে পাকিস্তান সুপার লিগের পয়েন্ট টেবলের শীর্ষে রয়েছে শাহিন শাহ আফ্রিদির লাহোর কালান্দার্স। পাকিস্তানে বেশ কয়েক বার জঙ্গি হামলার পর পিএসএল ম্যাচ বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু পিসিবির চেয়ারম্যান নাজম শেঠি জানিয়ে দেন, নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী চলবে পিএসএল। তাই নির্বিঘ্নে পিএসএল চলছে। বর্তমানে অর্থনৈতিক দিক থেকে রীতিমতো ধুঁকছে পাকিস্তান। বলা যায়, পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাঁড়ে মা ভবানী, আর সেখানে পিএসএল ম্যাচে ভালো খেলার জন্য লাহোর কালান্দার্স তাদের দলের ক্রিকেটারদের পুরস্কার হিসেবে দিচ্ছে আইফোন থেকে জমি। যা রীতিমতো অবাক করার মতো। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ভাণ্ডার একদিকে শূন্যের পথে, অন্যদিকে পিএসএলের দল লাহোর কালান্দার্স তাদের দলের কালান্দার্সের। সেই ম্যাচে ১৭ রানে জিতেছে লাহোর। ম্যাচের সেরা হয়েছিলেন ৩৪ বলে ৭১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলা

ক্রিকেটারদের পুরস্কার দেওয়ার পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে। ২ মার্চ কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল লাহোর জিম্বাবোয়ের তারকা ক্রিকেটার সিকান্দার রাজা। সেই ম্যাচে লাহোরকে জেতানোর পেছনে সিকান্দারের ভূমিকার কথা মাথায় রেখে তাঁর পিএসএল ফ্র্যাঞ্চাইজি তাঁকে কালান্দার্স শহরে একটি জমি পুরস্কার হিসেবে দিয়েছে। একইসঙ্গে লাকি উইনার হিসেবে রশিদ খানকে আইফোন ১৪ পুরস্কার দিয়েছে লাহোর কালান্দার্স। অন্যদিকে পাক পেসার হ্যারিস রউফকে উপহার হিসেবে এক বছরের জন্য বিনামূল্যে জুতো দেওয়া হবে। এর আগেও পিএসএলের বিভিন্ন ম্যাচে ক্রিকেটাররা একই ধরণের পুরস্কার পেয়েছিলেন। অতীতে ফখর জামানও আইফোন ১৪ জিতেছেন। টুইটারে লাহোর কালান্দার্স তাদের পুরস্কার বিতরণীর ঝলক তুলে ধরেছে। ২০২২ সালে পাকিস্তানের এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে লাহোর কালান্দার্সের সিওও সমীন রানা জানিয়েছিলেন, লাহোর কালান্দার্স ফ্র্যাঞ্চাইজি মনে করে তাদের ক্রিকেটাররা তাদের পরিবার। আর এই উপহারগুলি তাদের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দেবে এবং দলে আরও প্রতিযোগিতা আনবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501